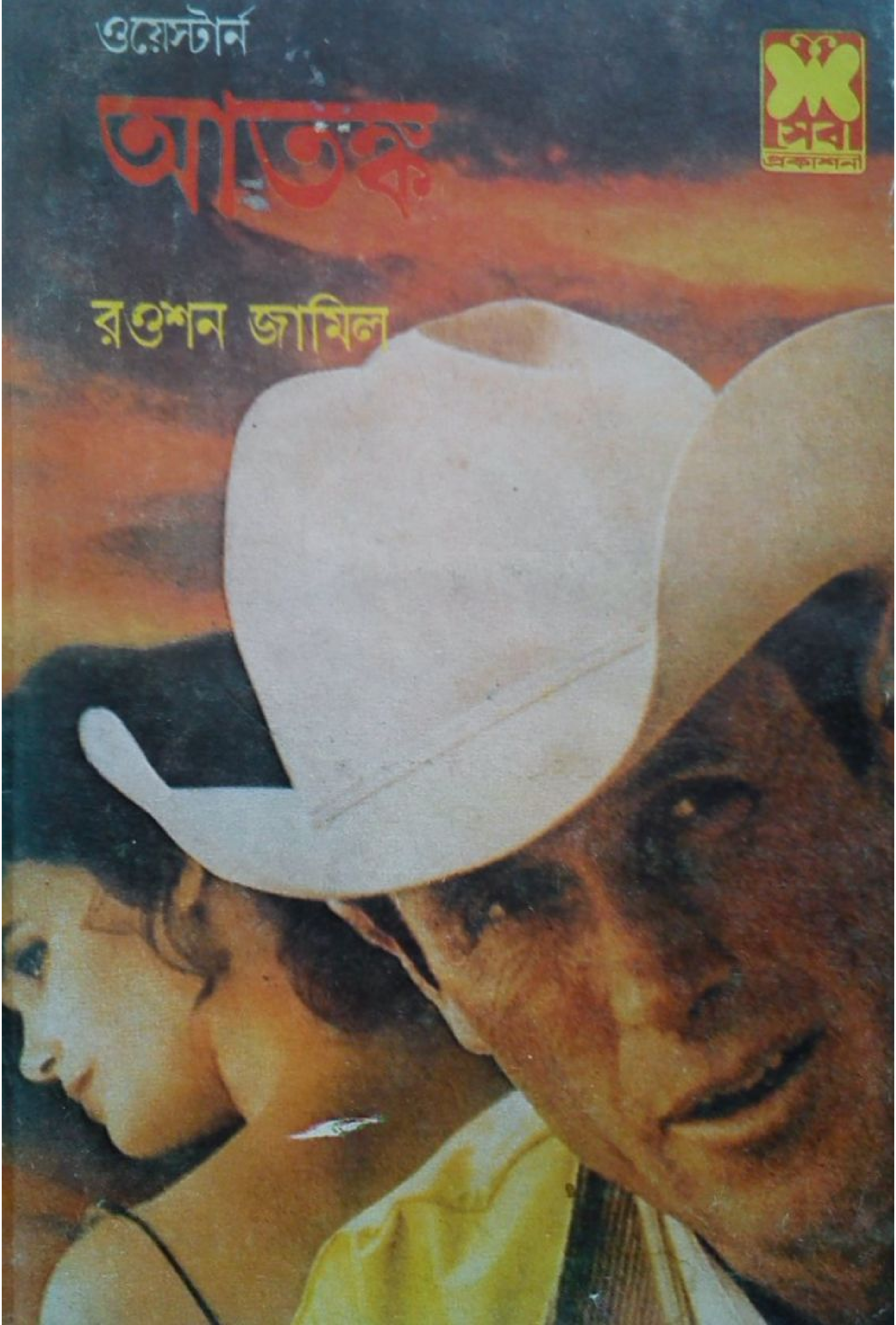

ওয়েস্টার্ন
আতঙ্ক
রওশন জামিল
সেবা
প্রকাশনী

প্রকাশকাল:
নভেম্বর, ১৯৮৯

ওসমান পরিবার

ওরিন ওসমান

আতঙ্ক

রওশন জামিল

Superb!

ওসমান পরিবারের
-অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী

এক

ঠিক খরদুপুরে নয় একটা শৈলশিরার মাথায় তীক্ষ্ণ বাঁক নেয় স্টেজ, ঢেউ-খেলান ঢাল বেয়ে তরাইয়ের দিকে নামে ঘর্ঘর করে। ভেতরে, জানালার পাশে, নীরবে বসে ওরিন ওসমান; সারা মুখে ঘাম আর ধুলো; বাইরে চোখ মেলে দেখে সে তিরতির বয়ে-চলা কর্দমাক্ত নদী আর এর তীর-লাগোয়া অপরিকল্পিতভাবে গড়ে-ওঠা ছোট্ট স্যাগুয়েরো শহরটাকে।

ওর বিপরীতে রয়েছে হুইস্কি ড্রামার; বেঁটে হৃষ্টপুষ্ট গড়ন; মাথা হেঁট করে ঝিমোচ্ছে। তার বাঁয়ে লম্বা তাগড়া এক লোক, অপলকে মেঝের দিকে চেয়ে দুই হাঁটুর ফাঁকে।

ঈষৎ ভ্রূকুটি করে ওরিন, ঢালের দিকে তাকায়। অজস্র ছড়ান-ছিটান বোল্ডার; গাছপালা বলতে গুটিকতক অতিকায় খয়েরি স্যাগুয়েরো, আর মরা ব্যারেল ক্যাকটাস। তরাইয়ে শহরটা যেন দুপুরের দাবদাহে বিরান। ওখানেই নিখোঁজ হয়েছে তার ভাই, ভাবে ওরিন। মাস ছয়েক আগে তার সর্বশেষ চিঠিখানা ওখান থেকে ওরা পেয়েছিল। তাই ওখান থেকেই খোঁজা শুরু করতে হবে তাকে। পলক তোলে ওরিন, শহর আর নদী অতিক্রম করে, দিগন্ত-বিসারী মরুভূমির পানে তাকায়। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, মাথার ওপর হলদে আকাশ। জো কি পড়ে

আছে ওখানে···শকুনের খোরাক হয়েছে···মরুসূর্যের প্রখর তাপে দগ্ধ হচ্ছে তার কঙ্কাল? অলক্ষুণে চিন্তাটা তাড়াতেই সম্ভবত, সবেগে মাথা নাড়ায় ওরিন।

রাস্তায় একরাশ ধুলোর মেঘ উড়িয়ে, ঝমঝম করে শহরে ঢোকে কোচ, ঘ্যাঁচ করে থমকে দাঁড়ায় ডিপোর সামনে, পেছনের মেঘ এগিয়ে এসে গ্রাস করে নেয় স্টেজটাকে।

দরজা খুলে, আড়ষ্ট শরীরে, ওরিন বাইরে বেরোয়। দীর্ঘ পথচলায় টনটন করে ওর শরীর, সমস্ত গাঁটে-গাঁটে খিল। তীব্র রৌদ্রের ঝাঁঝে চোখ কোঁচকায় সে, ভাঙাচোরা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকে বুট থেকে ব্যাগ নামাবার অপেক্ষায়।

হাঁসফাঁস করতে করতে, রাস্তায় নামে ড্রামার; তেলচিটে রুমালে সযত্নে মুখের ঘাম মোছে। ওর স্যুটের এখানে-সেখানে বলিরেখা; সেলুলয়েড-কলারের ঘর্ষণে মাংসল ঘাড়ে কালসিটা।

এবার তৃতীয়, এবং শেষ, যাত্রী নামে। তার পরনে কাউবয় পোশাক; পায়ে হাঁটু-সমান বুট। শার্টটা ইউনিয়ন আর্মি ইস্যু, কাঁধ আর পিঠ রঙ-জ্বলা, দুই বগল আর তার চারপাশে ঘামের দাগ। চকিতে ওরিনের উদ্দেশে একবার চোরা চাহনি হেনে, কোচের পেছনে চলে যায় সে, নিজের ব্যাগটা চায়।

লোকটার দিকে তাকায় ওরিন; ওর চোখের কোণে ভাঁজ। কাউবয় টের পায় তাকে জরিপ করা হচ্ছে, ভুরু কোঁচকায় সে। ড্রাইভারের হাত থেকে ব্যাগটা একরকম ছিনিয়ে নিয়েই, শহর-কেন্দ্রের দিকে হনহন করে এগোয় লোকটা; একবারও তাকায় না আর ঘাড় ফিরিয়ে। মাইল পঞ্চাশেক পেছনে স্টেজে উঠেছিল সে; নিজের নাম বলেছিল নিকোলো ফিঞ্চ। কিন্তু ওরিনের পরিচয় পাবার পরপরই কেমন-যেন

গুম মেরে যায় লোকটা, এবং তারপর মেঝে থেকে চোখ তোলেনি।

ওরিনের ব্যাগটা ড্রাইভার ধপাস করে ছুড়ে দেয় ফুটপাতের ওপর। ওটা তুলে নেয় ওরিন, ড্রামারের পেছন-পেছন হোটেলে গিয়ে ঢোকে।

'লবিটা, তুলনামূলকভাবে, ঠাণ্ডা। স্থির বাতাসে পোড়া সিগারের কটু গন্ধ আর বাঁধাকপি রান্নার সুবাস। চামড়ার দুটো সোফা আর খানকতক চেয়ার ছড়ান-ছিটান। একপাশে রিসেপশন ডেস্ক; এবং এর সামনে-পেছনে, যথারীতি, পিতলের পিকদান আর পিজিয়ন হোল।

ঝট করে ওরিনের দিকে তাকায় কেরানি, থ হয়ে যায় একটু যেন অপ্রত্যাশিতভাবে চেনা কারো দেখা পেয়েছে। তারপর চোখ সরিয়ে নেয় সে, হুইস্কি ড্রামারের প্রতি নজর দেয়। হতজীর্ণ একটা রেজিস্টারে দস্তখত করে ড্রামার, গোমড়া মুখে কামরার চাবি নেয়; এমন ভাব করে থাকে লোকটা যেন এই গরম আর তার পথকষ্টের জন্যে কেরানিই দায়ী।

ড্রামারের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ওরিন, রেজিস্টার আর পেন্সিল টেনে নিয়ে আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে নিজের নাম লেখে। কেরানি তাকায় ওটার দিকে। দস্তখতটা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি সময় কেড়ে নেয় তার দৃষ্টি। অবাক হয়ে ওরিন জিজ্ঞেস করে, 'কোন সমস্যা?'

লোকটা, মধ্যবয়স্ক এবং টেকো, পলকে পলক তোলে। কপালে তার চিকন ঘাম। 'ন্-না···কিছু না। তোমার কামরা পাঁচ নম্বর। সিঁড়ির মাথায়···বাঁ-দিকে।'

হাত বাড়িয়ে চাবি নেয় ওরিন; ধুলিমলিন কার্পেটব্যাগটা তুলে নিয়ে এগোয় সিঁড়ির দিকে। ওপরে উঠবার সময়ে ধাপগুলো আর্তনাদ

করে প্রতিবাদ জানায়।

দোতলার প্রথম ঘরখানাই ওর। তালা খুলে ভেতরে ঢোকে ওরিন, দরজা আটকে পকেটে রাখে চাবিটা। টুপি বিছানায় ছুড়ে দেয়।

কাজ শুরু করবার পক্ষে, ভাবে সে, আদর্শ জায়গা পোস্ট অফিস। ওখান থেকেই ডাকে পাঠান হয়েছিল জো-র শেষ চিঠি। পোস্ট মাস্টারের হয়ত মনে থাকবে ওকে। তবে সেসব সন্ধ্যার পর করলেও চলবে—পথঘাট যখন জুড়াবে। আপাতত বিশ্রামটাই সবচেয়ে জরুরি।

ব্যুরোর ওপর পানির সোরাই ছিল একটা। ওঅশ প্যান অর্ধেক ভরে নিয়ে মুখহাত ধোয় ওরিন, ব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে চুল আঁচড়ে নেয়। অত্যধিক গরমে ওর মুখ লাল দেখায়, গালে দুদিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

ধূসর চোখে ঘরের চারপাশে নজর বোলায় সে। আসবাবগুলো সস্তা রঙ-করা; খাটে জাজিমের জায়গায় জায়গায় গর্ত, তুলো সরে গেছে। জানালায় গিয়ে দাঁড়ায় ওরিন, রোদের ঝাঁঝে চোখ ঈষৎ কুঁচকে নিচের রাস্তার দিকে তাকায়। হোটেল কেরানিকে দেখতে পায় সে, হন্তদন্ত ভঙ্গিতে রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের একটা দালানের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

নিমেষে বদলে যায় ওরিনের দৃষ্টি, নাড়ির গতি চঞ্চল হয় সামান্য। এই শহরে সে আসার পরপরই শেরিফের সঙ্গে কেরানির দেখা করতে যাওয়াটা হয়ত নিছক কাকতলীয়। আবার, এর উলটোটি হওয়াও অসম্ভব নয়।

অচিরেই কেরানিকে দেখা যায় ফের, এখন আর তাড়াহুড়ো নেই তত। হোটেলে আসবার পথে ওপর পানে তাকায় লোকটা, ওরিনের সাথে চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি নামিয়ে নেয়।

জানালা থেকে সরে আসে ওরিন, বিছানায় শুয়ে পড়ে। অপলকে সিলিংয়ের একটা গর্তের দিকে তাকায় সে, নিশ্চয় কোন মাতাল ভবঘুরের কাণ্ড, গুলি করে পলেস্তারা খসিয়ে ফেলেছে।

একটি জিনিস ইতিমধ্যে বোঝা হয়ে গেছে তার। স্যাগুয়েরোয় ওসমান নামটা অপরিচিত নয়। নিকোলো ফিঞ্চ চিনেছিল। হোটেল কেরানিও। ওরিন আন্দাজ করবার প্রয়াস পায় জো এখানে কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল কিনা। পথে ফিঞ্চ, কিংবা পরে কেরানিকে কেন এ-ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেনি ভেবে এখন সে অবাক হয়।

আনমনে ভ্রূকুটি করে সে। ভেবে পায় না কেন কিছু জানতে চায়নি, তবে অনুমান করে নিশ্চয় কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। অবশ্য কিছু আসে যায় না এতে, ভাবে ওরিন। রাতে, আবহাওয়া যখন ঠাণ্ডা হবে, প্রচুর সময় মিলবে জেরা করবার।

চোখ বোজে সে, কল্পনায় জো-র প্রাণবন্ত হাসিমাখা মুখখানা দেখে। ভীষণ স্বাধীনচেতা তার এই ভাইটি, ওসমান পরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তির ছায়া ছাড়াই নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল।

টেক্সাসে ওসমানদের একনামে চেনে সবাই। জানে ওদের সঙ্গে শত্রুতা করবার অর্থ নিজেদের বিপদ ডেকে আনা। যত সমস্যাই আসুক, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মোকাবেলা করে ওরা। এমনকি দেশের আনাচেকানাচে ওদের যেসব জ্ঞাতিগুষ্টি ছড়িয়ে রয়েছে, খবর পেলে তারাও ছুটে আসে। নিজের জীবনেই ওরিন এর প্রমাণ পেয়েছে একবার।

মোরার ব্যাংকে ফ্যামিলি অ্যাকাউন্ট ওদের। প্রত্যেকের টাকা জমা পড়ে সেখানে, এবং যখনই কারো প্রয়োজন হয় ইচ্ছেমত তুলে নিতে পারে—হিসেব দিতে হয় না কারোকে। ব্যাপারটা, বোঝে ওরিন,

একাট্টা রেখেছে ওদের পরিবারকে। আর বাস্তবিকই, ওরা ভাবে পরস্পরের ভালমন্দ নিয়ে।

জো যখন ভাগ্য ফেরাতে বেরোল, তার যুক্তির সারবত্তা মানতে বাধ্য হয়েছিল ওরা। কিন্তু বাড়িতে তার অভাব প্রতি মুহূর্তে বোধ করেছে সবাই, তাই যখন কোন চিঠি এসেছে ওর, কাড়াকাড়ি লেগে গেছে পড়বার জন্যে।

ভারাক্রান্ত মনে বিছানা ছাড়ে ওরিন, ককিয়ে ওঠে খাটের স্প্রিং। ঘরময় পায়চারি করে সে, এখন ভুলে গেছে গরমের কথা, তারপর যখন ঘামে ভিজে ওঠে শরীর, জানালায় গিয়ে হাট করে দেয় পাল্লা দুটো।

বাইরে মনে হয় কর্মচাঞ্চল্য বেড়েছে একটু। অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে ওরিন, রাস্তায় যারা রয়েছে তাদের সকলেই পুরুষ। কোন মহিলা বা শিশু চোখে পড়ে না তার।

'অ্যাংগাস ওয়েলস মার্কেন্টাইল' নামে দোকানটার, লক্ষণ দেখে মনে হয়, ব্যবসা সবচেয়ে জমজমাট। এবং এই দোকানের ভেতরেই রাস্তার লোকগুলো অদৃশ্য হয় একসময়।

ওরিন হতভম্ব, ভ্রূকুটি করে। দমকা লু হাওয়া ছুটে আসে খোলা জানালায়, এলোমেলো করে দিয়ে যায় নোংরা পর্দাগুলোকে। জানালা থেকে সরে আসে ওরিন, মেঝের এক কোণে পড়ে-থাকা ব্যাগটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। হাঁটু গেড়ে ভেতরে হাত ঢোকায় সে, খাপে-ভরা পিস্তল আর কার্তুজের বেল্টখানা বার করে আনে। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ভোগে সে, তারপর জিনিস দুটো যথাস্থানে রেখে আটকে দেয় ব্যাগের মুখ।

অস্থিরতায় পেয়ে বসে ওকে আর সেই সঙ্গে নতুন এক অস্বস্তি।

কারো কারো প্রতি মরুভূমি যেমন, এই শহর, এমনকি এর জড় অংশগুলোও, তার শত্রু। এই কামরায়, এর প্রতিটি দেয়াল, জানালা পথে ঢুকে-পড়া বাতাসে তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারে সে। অনুভব করতে পারে যখন তাকায় রাস্তার দিকে।

হঠাৎ শৈশবের একটা স্মৃতি এখন অকারণে মনে পড়ে যাওয়ায় আবার শুরু হয় ওর পায়চারি। ঘটনাটা এক সন্ধ্যার যখন সে টেনেসির র‍্যাঞ্চ হাউসে এবং এর চারপাশের পরিবেশে ঠিক এমনি শত্রুতার আভাস পেয়েছিল। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে, এও মনে পড়ে তার, হামলা করেছিল ইণ্ডিয়ানরা।

আজ বোঝে সে বাস্তবিক সেই শত্রুতা ছিল মানুষেরই এক স্বভাবধর্ম, যদিও এতে মনুষ্যত্বের কোন পরিচয় ছিল না। এবং এখানেও সেই একই মনুষ্যোচিত শত্রুতা রয়েছে, যা সে অনুভবই করে শুধু কিন্তু দেখতে পায় না।

ঝট করে বিছানা থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় দেয় ওরিন। বাইরে বেরিয়ে কামরার দরজা তালাবন্ধ করে পকেটে রাখে চাবিটা।

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে সে। লবি পেরোবার সময়ে রিসেপশন ডেস্কের দিকে তাকায় কিন্তু দেখতে পায় না কারোকে। লবিও ফাঁকা।

রাস্তায় পা রাখে ওরিন। কোচ চলে গেছে কিন্তু দুই দলা তাজা নাদি সগর্বে ঘোষণা করছে কোথায় দাঁড়িয়েছিল ওটা। রাস্তার উজান-ভাটিতে নজর বোলায় সে। প্রাণের আভাসমাত্র নেই। শহরটা যেন হুট করে মরে গেছে, বিদায় নিয়েছে মানুষজন, এর শ্বাস থেমে গেছে। প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও, হঠাৎ শিউরে ওঠে ওর গা, হাতে আর ঘাড়ে কাঁটা দেয়।

সবেগে মাথা ঝাঁকায় সে, হনহন করে এগোয় রাস্তার ভাটিতে।

পোস্ট অফিস ও চেনে না, তবে জানে খুঁজে নিতে পারবে।

নদী বরাবর রাস্তার শেষমাথা অবধি হেঁটে যায় সে, লক্ষ্য করে হোটেলের অব্যবহিত পরেই আরেকটা আড়াআড়ি রাস্তা স্পষ্ট দুভাগে বিভক্ত করেছে শহরটাকে। ওপরের অংশ, সন্দেহ নেই, হালে গড়ে উঠেছে, যেমন ছিমছাম নিচের-টা তেমনি শ্রীহীন। সে যে-হোটেলে উঠেছে সেটা মোড়ে অবস্থিত, এবং এর বিপরীতে বিরাট এক দোকান যার নিচতলায় যৌথভাবে ফার্নিচার হার্ডওয়্যার আর আণ্ডারটেকিং-য়ের কারবার, এবং দোতলায় সম্ভবত কয়েকটা অফিস।

ও যেটায় উঠেছে সেটা আর নদীর দিকে অপর যে-হোটেলটা রয়েছে তার মাঝের অংশে শুধু আগাছায়-ছাওয়া পতিত জমি, ছড়ান-ছিটান আবর্জনায় ভর্তি। নদী আর দ্বিতীয় হোটেলটার মাঝে, রাস্তার একই পাশে, ফিড অ্যাণ্ড সীড স্টোর। আপনমনে ওরিন ভাবে এই মরুউত্তাপে চাষাবাদ কীভাবে সম্ভব হয়।

ওর হোটেলের প্রায় মুখোমুখি গানস্মিথ শপ। নদীর কাছাকাছি দুটো স্যালুন, জেলখানা আর ল্যাগব্যাগে বেড়া-দেয়া তিনটে হতদরিদ্র বাড়ি। এগুলোর পরে হলুদ রঙের সুউচ্চ লিভারি বার্ন, পেছনে কোরাল, আর তার পাশে গোটা কয়েক নানা ধরনের যানবাহন রাখা।

নদীতীরে দাঁড়ায় ওরিন, উদাস চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে এই গরমে পানি যে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়নি এটাই আশ্চর্য। কোন সেতু নেই, তবে পারাপারের জন্যে কাছেপিঠে যে অগভীর জায়গা রয়েছে তা মালুম হয় নদীর দুপাশে চাকার দাগ দেখে।

তামাক ভরে নিয়ে পাইপ ধরায় সে, স্থির দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে শহরের আবাসিক এলাকার জনমানবহীন খাঁ-খাঁ রাস্তার দিকে। দুদিনের দাড়িতে কিছুটা কোমল দেখালেও, ওর মুখের রুক্ষ অমসৃণ

আদল তাতে ঢাকা পড়েনি। কোটরগত চোখজোড়া অচঞ্চল। তবে তার চেহারার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যেটি, ঠোঁটের কোণ দুটো কৌতুকের ঢঙে এমনভাবে বেঁকে থাকে সর্বদা যে ওকে দেখলে যে-কারোরই কৌতূহল বোধ করা স্বাভাবিক, কখনো হাসলে কেমন লাগবে মানুষটাকে।

একসময় ফিরতি পথ ধরে সে, দেখে অ্যাংগাস ওয়েলসের মার্কেণ্টাইল স্টোর থেকে লোকজন বেরিয়ে আসছে রাস্তায়। শিগগিরই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ওরা, ওরিন হোটেলের কাছে পৌছুতে পৌছুতে রাস্তাটা একসময় ফাঁকাই হয়ে যায়। সন্দেহ নেই, জরুরি কোন সভায় মিলিত হয়েছিল শহরবাসীরা' এবং তাতে পুরুষরাই কেবল যোগ দিয়েছিল।

পোস্ট অফিসের খোঁজে এগিয়ে চলে ওরিন। হোটেলের ঠিক পরেই দেখা পায় ওটার, ফুটপাত থেকে দশ-বার কদম ভেতরে, স্টেজ লাইন অফিসের সঙ্গে একই কামরায় সহাবস্থান। এর পরে মুদিখানা, আর হার্ডওয়্যার স্টোর। রাস্তার ওপাশে আরেকটা স্যালুন, নাম আপটাউন, একটা ড্রাই গুডস্ স্টোর এবং, এই দোকান আর অ্যাংগাস ওয়েলস মার্কেণ্টাইলের মাঝখানে, ছোট্ট দরজি-দোকান একটা।

পোস্ট অফিসে যায় ওরিন, ভেতরে ঢোকে দরজা ঠেলে। গ্রিলের পেছনে-বসা লোকটা চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় ওর দিকে, চোখে তার অপরাধ।

কণ্ঠে বিরক্তি মিশিয়ে ওরিন বলে, 'আমি ওরিন ওসমান। ছমাস আগে আমার ভাইয়ের একটা চিঠি পাই আমরা, তাতে এই ডাকঘরের ছাপ ছিল। এরপর থেকে ওর আর কোন খোঁজ-খবর নেই, তাই আমি খুঁজতে এসেছি। তুমি কিছু বলতে পার?'

লোকটার হাত দুটো কাউন্টারে পড়ে, প্রাচীন তুলটকাগজের মত কালচে ত্বক, নীল শিরাগুলো স্পষ্ট, কাঁপে। ঠায় হাত দুটোর দিকে চেয়ে থাকে সে, আমতা-আমতা করে বলে, 'ওসমান ? ওসমান ? নাহ্‌, এ-নামে কারোকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না। কত লোকই আসে চিঠি পোস্ট করতে—বেশির ভাগই ভবঘুরে। সবাইকে তো আর মনে রাখা সম্ভব নয়।'

লোকটার মুখের দিকে তাকায় ওরিন স্থির দৃষ্টিতে। পোড়-খাওয়া কঠিন চেহারা। মাথার চুল পাতলা, পেকে সাদা সব। 'ধন্যবাদ,' সংক্ষেপে বলেই পেছন ফেরে সে। আর একটিবারও কোনদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে যায় দরজা দিয়ে, ফুটপাতে নেমে বাঁক নিয়ে সোজা ফিরে আসে হোটেলে। ডেস্কে কেরানিকে এখন সে দেখে আবার, গল্প করছে দুজন লোকের সঙ্গে।

চিন্তিত মনে, দোতলায় নিজের কামরায় উঠে যায় ওরিন। একটা কিছু গোলমাল আছে এই শহরে। নিশ্চয়ই আছে কিছু, এবং সেই গোলমালের সঙ্গে জো জড়িত। অন্তর থেকে এটা অনুভব করে ওরিন।

ঘরে ঢুকে মেঝে থেকে নিজের ব্যাগটা বিছানায় তোলে সে। পিস্তল আর কার্তুজ-বেল্ট বার করতে হাত ঢোকায় ভেতরে, কেমন যেন অপরিচিত মনে হয় ব্যাগটা।

শুধু কিছু কাপড়চোপড় আর দাড়ি কামাবার সাবান আর সরঞ্জাম ঠেকে ওর হাতে। এবার সে বোঝে ব্যাগটা তোলবার সময়ে কেন খটকা লেগেছিল। খুব হালকা হয়ে গেছে। তার পিস্তল আর গুলির বেল্টটা নেই।

দুই

মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে থাকে ওরিন, নিশ্চল, চোখজোড়া পাথরের মত কঠিন। দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিল সে। কবাট ভাঙা হয়নি। এর অর্থ, যে-ই পিস্তল সরিয়েছে, তার কাছে চাবি আছে।

ওর ইচ্ছে হয় সোজা নিচে গিয়ে পাকড়াও করে কেরানিকে, কিন্তু দমন করল সেটা। জানালায় গিয়ে দাঁড়ায় সে, চিন্তিত চোখে তাকায় রাস্তার দিকে।

এখন আবার এই শহরে অশুভ একটা শক্তির উপস্থিতি টের পায় সে, অনুভব করতে পারে স্পষ্ট, মনে হয় ছোঁয়া যাবে, কিন্তু দেখতে পায় না সেটা। এখন সে নিরস্ত্র, অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করবার একমাত্র হাতিয়ারটা হাতছাড়া হয়ে গেছে।

পায়চারি করে সে, কপাল কোঁচকান। এ-অবস্থায় তার কাছে কী প্রত্যাশা করে ওরা? আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় ভ্রূকুটি। ওরা আশা করছে নিচে গিয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি কৈফিয়ত তলব করবে সে। কিন্তু সে ঠিক এর উলটোটা করবে। এমন ভান করে থাকবে যেন চুরির ব্যাপারে কিছুই জানে না।

উপরন্তু, আপাতত কিছুক্ষণ এখানেই থাকবে সে। তার দেখা না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠুক ওরা। কেন দেরি করছে জল্পনাকল্পনা করুক

তা নিয়ে।

ব্যাগ হাতড়ে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম বের-করে ওরিন, ওআশ স্ট্যাণ্ডে যায়।

বেসিনে পানি ভরে নিয়ে সে ভাল করে সাবান মাখায় মুখে, তারপর দেয়ালের পেরেকে রেজর-স্ট্রপটা ঝুলিয়ে ক্ষুরটা বার কয়েক ঘষে নেয় তাতে। আবার সাবান মেখে দাড়ি কামাতে শুরু করে।

যখন সারা হয়, মুখ মোছে সে, ক্ষুরটা সাফ করে শুকিয়ে নেয়, তারপর বেসিন খালি করে। ব্যাগ থেকে ধোয়া শার্ট বার করে গায়ে দেয় ওরিন, আবার দাঁড়ায় জানালায় গিয়ে।

এখন রাস্তাটা অনেক স্বাভাবিক লাগে তার কাছে। ওপাশে দালানকোঠার ছায়ায় হেঁটে যাচ্ছে একটা কুকুর। পেছন থেকে ওকে উত্যক্ত করছে দশ-বার বছরের দুটো ছেলে। এক মহিলা অ্যাংগাস ওয়েলস মার্কেন্টাইলে প্রবেশ করল। আপটাউন স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল এক লোক, বাইরের জ্বালা সইতে না পেরে ভেতর ফিরে গেল আবার।

ঘুরে কামরার ওপাশে যায় ওরিন, তালা আটকে দেয় দরজার। কি-হোলেই চাবিটা রেখে দিয়ে বিছানায় এসে লম্বা হয় সে, চোখ বোজে। চাপা উত্তেজনা বোধ করে ও, পেশীগুলো টানটান হয়ে ওঠে। এ-পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে সেগুলো মনে মনে বিচার করে।

কাজটা করতে গিয়ে, উপলব্ধি করে ওরিন, তার কিছু কিছু অনুভূতির বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। ফিঞ্চের আচরণ অদ্ভুত ঠেকেছিল সত্যি কিন্তু, নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে গিয়ে এখন ওর মনে হয়, গরম আর কোচের ঝাঁকুনিতে সৃষ্ট বিরক্তি ছাড়া অন্যকিছু নাও হতে পারে সেটা। কেরানি আর পোস্টমাস্টার উভয়ের আচরণই অস্বাভা-

বিক ছিল, কিন্তু এটাও, স্বীকার করে সে, তার মনের উদ্ভট কল্পনা হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আর শহরে অশুভ একটা শক্তির উপস্থিতি টের পাওয়া···সখেদে হাসে ওরিন। এটা নিছক তার কল্পনা। পিস্তল চুরি যাবার ব্যাপারটাই যা কেবল বাস্তব, কিন্তু এটাকেও হোটেল পরিচারিকার চুরির স্বভাব আছে বলে ব্যাখ্যা করা যায়।

সহজেই আরেকটা পিস্তল কিনতে পারবে সে, কাজেই চুরি হওয়ায় এমন কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয়নি। এবং সম্ভবত এও আবিষ্কার করবে যে এই শহর আর এর মানুষজন সম্পর্কে সে আগাগোড়া অমূলক কিছু কল্পনা করে এসেছে। আপাতত ঘুমিয়ে গরমের সময়টা পার করে দেবে সে। পরে, রোদ পড়ে এলে, জেলখানায় গিয়ে খোঁজ নেবে জো-র ব্যাপারে শেরিফ কিছু জানে কিনা।

আগের চেয়ে অসহনীয় মনে হয় গরম। ওরিন সবিস্ময়ে খেয়াল করে পাঁচশ মাইল দূরে বাড়ির কথা মনে পড়ছে তার।

ওদের বাড়িটা প্রায় দুর্গের মত, নিচু একটা টিলার দেয়াল কুঁদে বানান, ফলে প্রচণ্ড গরমেও ঠাণ্ডা থাকে। এর দেয়ালগুলো রোদে-পোড়া ইটের, দুফুটের বেশি পুরু একেকটা। জানালায় গরাদ দেয়া, আর এত সরু যে ঘরের ভেতরে তীর কিংবা বুলেট ছুড়তে হলে বাসার একদম সামনে চলে আসতে হবে। বিশাল লিভিং রুমের নিচে কুয়ো আছে একটা, বাইরের শত আক্রমণেও ওদের কখনো পানির অভাব হবে না। এবং পাহাড়ের ভেতরে চোরা সেলার রয়েছে, সবসময় মাস কয়েক চলার উপযোগী খাবারদাবার মজুত থাকে সেটায়।

বাড়ির ছাদ টালির, প্রায় দুফুট পুরু, তার নিচে মোটা কড়িবরগা আর থাম।

র‍্যাঞ্চের পাশেই প্রচুর জমি ওদের···এখানকার মত নয়। মরুভূমি কিংবা রোদে-পোড়া অনুর্বর জমি নয়, ঘেসো—বসন্তে আর গ্রীষ্মে বাতাস যেখানে সাগরের ঢেউ তোলে। ওদের গরুবাছুর চরে ওই জমিতে, টেক্সাসের লং-হর্ন জাতের, প্রচণ্ড গরম আর কনকনে শীত উপেক্ষা করে যারা বেড়ে ওঠে।

প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর জায়গা ওসমান র‍্যাঞ্চ; লোকজনের হাঁকডাক আর গরুবাছুরের চিৎকার, নিঃসঙ্গতাকে ভরিয়ে তুলতে হালকা রসিকতা আর ডানপিটে রগড়।

ঘুমিয়ে পড়ে ওরিন, স্বপ্ন দেখে এখনো সে কোচে। নড়াচড়া আর ঝাঁকুনি অনুভব করে স্পষ্ট। জেগে যায় সে, আবার ঘুমোয়, তারপর দ্বিতীয়বার যখন জাগে রক্তাক্ত সূর্যটা মুখ থুবড়ে পশ্চিমাকাশে পড়ে।

বিছানা ছাড়ে ওরিন, মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ায়। পরনের জামাকাপড় সপসপ করছে ঘামে।

পিস্তলটার কথা খেয়াল হয় তার, একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি আচ্ছন্ন করে মনকে। হ্যাট পরে দরজায় যায় সে, তালা খুলে বাইরে বেরোয়। আবার তালা লাগিয়ে পকেটে রাখে চাবিটা।

ধীরেসুস্থে নিচে নামে সে এবং, কেরানির চোখ তাকে গিলে খাচ্ছে টের পাওয়া সত্ত্বেও, তাকায় না কোনদিকে, লবি পেরিয়ে সোজা রাস্তায় পা রাখে।

এক মুহূর্ত থামে সে, ডুবন্ত সূর্যের ঝাঁঝ এড়াতে চোখ ছোট করে। তারপর এগোয় জেলখানা অভিমুখে।

পুবের পাহাড়ি এলাকা থেকে একরাশ দমকা হাওয়া বয়। ঘাম শুকোনয় আজ এই প্রথমবারের মত খানিকটা আরাম বোধ করে সে। এবং হয়ত-বা এ-কারণেই একটু শিরশির করে ওঠে তার শরীর।

পকেট থেকে ঢাউস ঘড়িটা বের করে ডালা খোলে সে। সাতটা বাজতে মিনিটখানেক বাকি।

রাস্তাটা কোনাকুনিভাবে পেরিয়ে জেলখানার দিকে এগোয় ওরিন। দিনের আলোয়ও মলিন দেখায় দালানটা। পাথরে তৈরি, রাস্তার ধুলোর মতই মেটে রঙের। সামনে বড় বড় দুটো জানালা, নোংরা, আর ভারি একটা কাঠের দরজা, লোহার পাত বসান। কবাটের গায়ে মোটা হরফে লেখা:

শেরিফ। স্যাগুয়েরো কাউন্টি।

দরজা খোলে ওরিন। ভেতরটা ঠাণ্ডা তবে নোনা-ধরা, আর বদ্ধ পরিবেশে বাসি সিগারের ভ্যাপসা গন্ধ। কামরার শেষপ্রান্তে লোহার হুড়কো-লাগান দরজা, হাজতে ঢোকার পথ। আসবাবের মধ্যে একটা কট আর রোল-টপ ডেস্ক, ওপরে বিশৃঙ্খল কাগজপত্রের স্তূপ।

'কেউ আছে?' ডেকে কোন সাড়া পায় না ওরিন। পেছন ফিরে বেরিয়ে আসে সে, দরজার পাশেই যে-বেঞ্চি সেটায় বসে পড়ে।

মোড়ে এক লোককে দেখা যায়, জেলখানার দিকে আসছে। তার শার্টের বুকে ব্যাজ আঁটা লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে ওরিন বোঝে এই লোকই শেরিফ।

বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ শেরিফ, পরনে ঘিয়েরঙা শার্ট আর আঁটসাঁট ক্যাভালরি প্যান্ট, হলদে স্ট্রাইপ দুটো খুলে ফেলায় অপেক্ষাকৃত কালচে মনে হয় সেই অংশটুকু। তার পায়ে আর্মি ইস্যু বুট। ওরিনের সামনে এসে থামে শেরিফ, জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে খুঁজছ?'

উঠে হাত বাড়িয়ে দেয় ওরিন, বলে, 'আমার নাম ওরিন

ওসমান।'

'জিম লরেন্স। আমি এখানকার শেরিফ। আজকের স্টেজে তখন তুমিই বোধহয় এসেছ ?'

ওরিন ভাবে, 'তুমি ভালই জান আমি কে,' কিন্তু বাহ্যত ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকায়। শেরিফকে নিরীক্ষণ করে সে।

যতটুকু দেখতে পায়, কপাল আর ঘাড়ের কাছে গুটিকতক পাকা চুল ছাড়া সর্বত্র চকচকে টাক। গায়ের রঙ তামাটে। মুখখানা ভরাট, চওড়া। চিবুক এভাবে বেরিয়ে আছে নিচের দিকে যেন ওটা একটা শিলাখণ্ড। ভ্রূ দুটো মোটা, রোমশ। কোটরগত চোখ ধূসর নীল। দৃষ্টি কঠোর এবং সতর্ক।

'আমার ভাই, জো, ওরই খোঁজে আমি এসেছি,' বলে পোস্ট-মাস্টারকে যা বলেছিল তারই পুনরাবৃত্তি করে ওরিন।

ভ্রূকুটি করে শেরিফ, কিন্তু তক্ষুণি জবাব দেয় না। ওরিন যোগ করে, 'তাছাড়া একটা চুরির অভিযোগও আছে আমার। হোটেল থেকে আমার পিস্তলটা খোয়া গেছে। তালা দেয়া ছিল ঘরে। ভেঙে ঢোকেনি, যে-ই চুরি করেছে তার কাছে চাবি ছিল।'

নিষ্পলক চোখে ওরিনের দিকে তাকায় লরেন্স, যেন ওর ভেতরের কথা পড়তে চাইছে। 'পিস্তলটার ব্যাপারে কদ্দূর কী করা যায় আমি দেখব,' বলে সে, 'তবে তোমার ভাইয়ের কথা আমার কিছু জানা নেই। হরদম ভবঘুরের দল আসে এদিকে। মরুভূমি পার হবার সময় পথ হারিয়েছে তোমার ভাই এমনটা ঘটবারই সম্ভাবনা বেশি। অসংখ্য হাড়গোড় পড়ে আছে ওখানে।'

জানে না কীভাবে, তবে ঠিকই টের পায় ওরিন, শেরিফ মিথ্যে বলছে। পোস্টমাস্টারের মত জিম লরেন্সেরও মনে আছে জো-কে।

ও বলে, 'আশ্চর্য ?'

'আশ্চর্যের আবার কী আছে ?'

'এই একজন লোক শহরে এল, চিঠি লিখে ডাকে দিল সেটা, মরুভূমি পেরোবার জন্যে রসদও কিনে থাকবে হয়ত, অথচ কারোরই তাকে মনে নেই। তোমাদের শহরে হরদম এত লোক আসে ?'

বরফ হয়ে যায় শেরিফের দৃষ্টি। কয়েক মুহূর্ত ওরিনের দিকে অপলকে চেয়ে থাকে সে। তারপর যখন মুখ খোলে, রূঢ় শোনায় তার কণ্ঠস্বর। 'এবারের মত মাফ করে দিচ্ছি, মিস্টার। কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনো মিথ্যুক বলবে না আমাকে।'

শ্রাগ করে ওরিন। 'আমি হোটেলেই আছি, পিস্তলটা উদ্ধার হলে পৌঁছে দিয়ো।'

'বেশিদিন থাকবার চেষ্টা কর না।'

ঘুরে চলে আসে ওরিন, কপালে গভীর ভাঁজ। সূর্য এখন দিগন্তের নিচে। অসহায়ত্ব আর হতাশার একটা অনুভূতি ছুঁয়ে যায় ওর মন। কৈশোরের একটা স্মৃতি মনে পড়ে। অ্যাঞ্জেল একবার ওর টুপি কেড়ে নিয়েছিল। বরাবরই তার এই ভাইটি একটু রগড়প্রিয়। ওরিন টুপি চাইতে গেলে, ওর মাথার ওপর দিয়ে অ্যাঞ্জেল সেটা ছুড়ে দিল ও'নীলের দিকে। এবং তারপর আরম্ভ হল ওদের তামাশা। সে টুপি নিতে হাত বাড়ায়, আর ওরা আরেকজনের কাছে ছুড়ে দেয়। যত চলে এরকম, মাথায় রক্ত চড়তে থাকে ওর। আর ওরাও মজা পেয়ে আরো বেশি করে খেপায় ওকে।

এই খেলাটা বোধহয়, ভাবে ওরিন, এভাবেই শেষ করা উচিত হবে যেভাবে ওদের তামাশায় সে বাদ সেধেছিল। প্রথমে আচ্ছা ধোলাই দিয়েছিল ও'নীলকে—ভাইদের মধ্যে ওটাই সবচেয়ে চালাক-চতুর,

এবং বিপজ্জনক—তারপর তাড়া করেছিল অ্যাঞ্জেলকে। শেষমেষ হারস্বীকার করেছিল ওরা, টুপিটা ফেরত দিয়েছিল। এরপর আর কোনদিন কেউ ওকে জ্বালাতন করেনি।

মোড়ে পৌছে ওরিন রাস্তার ওপাশের ফার্নিচার শপ থেকে এক লোককে বেরিয়ে আসতে দেখে। তাকে ডেকে ও জানতে চায়, 'গোরস্থানটা কোন্ দিকে বলতে পার?'

লোকটা 'বেশ লম্বা, ওরিন অনুমান করে, ত্রিশের কোঠায় হবে বয়স। কাল পোশাক পরনে; মুখখানা রোগাটে, গম্ভীর। চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে ওরিনের দিকে তাকায় সে। গলা খাঁকারি দেয় বার দুয়েক, ঢোক গেলে। তারপর বাতাসে দায়সারা হাত খেলিয়ে দক্ষিণে ইশারা করে। 'শহরের শেষ মাথায়, ওখানে।' পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ায় লোকটা, রাস্তা পার হয়, একরকম দৌড়ে, ডানে-বাঁয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে।

ওরিন লক্ষ্য করে ওর যাওয়াটা। কোন গোলমাল আছে এই শহরে। যার সঙ্গেই দেখা করছে সে, আলাপ করছে, অদ্ভুত ব্যবহার পাচ্ছে। ঝট করে ঘুরে দক্ষিণে হাঁটা দেয় সে।

এটা, আন্দাজ করে ওরিন, শহরের মেক্সিকান অংশ। বাড়িঘর সব এডৌবি। একটা ঝুপড়ির পাশ থেকে দুটো কুকুর বেরিয়ে এসে ঘেউ-ঘেউ করে ওর পেছনে। শ্যামলা চেহারার এক মহিলা ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে।

কিছু ছেলেপুলে চোখে পড়ে ওর, কিন্তু বয়স্ক কারো দেখা পায় না। তবু অনুভব করে সে বহু চোখ তাকে অনুসরণ করছে।

রাস্তা ধরে সোজা এগোয় ওরিন, গোটা আটেক বাড়ি পেরিয়ে শহর সীমানায় উপস্থিত হয়। এই মরুভূমিতে গোরস্থানটাই যা একটু

সাজান-গোছান, গুটিকতক পাথরের মার্কার চোখে পড়ে। কাঠের ক্রুশও রয়েছে কয়েকটা, কোন-কোনটা সাদারঙ-করা। ওরিন আন্দাজ করে সব মিলিয়ে ত্রিশ-চল্লিশটা কবর আছে।

শেষ সূর্য কমলা আলো বিছিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর বুকে। নাম পড়তে পড়তে, ক্রুশগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে যায় ওরিন। ভাইয়ের নাম দেখবে এ-প্রত্যাশা তার ছিল না।

অপেক্ষাকৃত নতুন কবরগুলো আরেক প্রান্তে। মাটি এখানে এখনো আলগা। মার্কার রয়েছে কেবল দুটোয়। ক্রুশহীন কবরগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ওরিন, চেয়ে থাকে অপলকে।

জো-র চেহারা মনে পড়ে ওর, হঠাৎ সে উপলব্ধি করে, এত স্পষ্ট যে মনে হয় ও সামনে দাঁড়িয়ে। ওরিন ভাবে এই নামপরিচয়হীন সমাধিগুলোর একটায় জো শুয়ে নেই তো?

আচমকা ঘুরে দাঁড়ায় সে, হনহন করে ফিরতি পথ ধরে শহরের। চারদিক এখন ধূসর; আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে নিষ্পন্দ। কুকুর দুটো বেরিয়ে এসে চিৎকার জুড়ে দেয় ওর পেছনে, মৃদু একটা কণ্ঠস্বর স্প্যানিশ ভাষায় ভেতরে ডেকে নেয় ওদের। গলাটা যে-বাসা থেকে এসেছিল, পাঁই করে ঘুরে সেদিকে এগোয় ওরিন। ও বলে, 'বুয়েনস নচেস, সিনর।'

সম্ভাষণের জবাব দেয় কণ্ঠস্বর। এবার লোকটাকে দেখতে পায় ওরিন, এডোবি দেয়ালের পাশে জোড়াসনে বসে। যেমন ইংরেজিতে, স্প্যানিশেও সমান স্বচ্ছন্দ ওরিন। ঝটপট, স্প্যানিশ ভাষায়, লোকটাকে ভাইয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে।

এবং তখুনি পরিবেশ থমথমে হয়ে ওঠে। থেমে যায় কুকুর দুটোর হাঁকডাক। বাড়ির ভেতরেও আর কোন সাড়াশব্দ মেলে না। এমনকি

মনে হয় ছেলেপুলেরাও তাদের খেলা থামিয়েছে।

লোকটার গলা যখন শোনা গেল আবার, তা প্রায় ফিসফিসের শামিল। 'আমি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু জানি না, সিনর। নিশ্চয় চিঠি পোস্ট করার পর স্যাগুয়েরো থেকে চলে গেছে সে। এই শহরের বাইরে কোথাও তুমি ওর খোঁজ কর, সিনর। এখানে পাবে না।'

'মাচাস গ্রেসিয়াস,' অস্ফুটে বলে শহর কেন্দ্রের দিকে ফিরে চলে ওরিন। ওর পেছনে সীমাহীন স্তব্ধতা।

তিন

হোটেলে যাবার পথে ওরিন দেখে বন্দুকের দোকানে বাতি। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে সে। মাঝখানে আড়াআড়ি পার্টিশন দিয়ে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে দোকানটা। পার্টিশনের গায়ে দরজা, দোকানের পেছনের অংশে যাবার। সামনের দিকে কাউন্টার, আর তার পেছনে দেয়ালজোড়া গান র্যাক। নানা জাতের আগ্নেয়াস্ত্র সাজান। রাইফেল আর শটগানগুলো দাঁড় করান আর পিস্তলগুলো ট্যাগসহ পেরেক থেকে ঝুলছে।

পার্টিশনের দরজায় এক লোক আসে, প্রত্যাশার চোখে তাকায় ওরিনের দিকে, তারপর যখন চিনতে পারে ওকে গম্ভীর হয়ে যায়

তার চেহারা, দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।

'হ্যাঁ, আমি,' কাঠখোট্টা গলায় বলে ওরিন। 'একটা পিস্তল কিনব।'

ঝট করে ওর দিকে তাকায় দোকানি, ভ্রূকুটি করে। বেঁটে হৃষ্টপুষ্ট গড়ন লোকটার, ধড়ের অনুপাতে মাথাটা বিরাট। পরনে ওভারঅল আর চামড়ার অ্যাপ্রন, কামারদের গায়ে যেমন দেখা যায়। মুখে মেহেদিরঙের চাপদাড়ি আর গোঁফ। ওরিনের মনে হয় কিছু ভাবছে লোকটা।

আবার বলে সে, 'আমি একটা পিস্তল কিনতে চাই।'

'নতুন? দুঃখিত, বিক্রি করার মত কিছু নেই আমার কাছে। আমি প্রধানত মেরামতের কাজ করি।' হাত ইশারায় পেছনের আলমারিটা দেখায় সে।

ওরিন বলে, 'নাকি বিক্রি করতে চাও না আমার কাছে?'

'কী আবলতাবল বকছ। দাঁড়াও, দেখছি পেছনে কিছু আছে কিনা।'

দোকানের পেছনে চলে যায় লোকটা। এক সেকেণ্ড পর, খিড়কি দরজা বন্ধ হবার ক্ষীণ শব্দ পায় ওরিন।

ক্রমশ তেতে ওঠে ওর মেজাজ; বোঝে, স্বীকার করছে না, কিন্তু স্যাগুয়েরোর লোকেরা জো সম্পর্কে বহুকিছু জানে। এবং এই প্রথম এ-শহরে একটা হুমকি অনুভব করে সে, তার নিরাপত্তার প্রতি হুমকি।

একবার সে ভাবে নিজে আলমারি থেকে পিস্তল বার করে নিয়ে দামটা কাউন্টারে রেখে যাবে। কাউন্টারের ওপাশে পা বাড়িয়েও শেষ মুহূর্তে সামলে নেয় ওরিন। এভাবে পিস্তল নেবার অর্থ দাঁড়াবে

স্বেচ্ছায় ওদের জালে পা দেয়া। টাকার কথা বেমালুম অস্বীকার করবে ওরা, এবং শেরিফ তাকে চুরির দায়ে গ্রেফতার করবে। এবং তারপর হয়ত জো-র ভাগ্যে যা ঘটেছিল, তারও সেই একই পরিণতি হবে।

জানালার দিকে ঘাড় ফেরায় সে, কপালে নিদারুণ বিরক্তি, নিজের ধারণায় নিজেই অবাক হয় জো-র কিছু হয়েছে এ-ধারণা তার মাথায় এল কেন? হঠাৎ এতটা নিশ্চিত সে হচ্ছে কীভাবে?

পাশের স্যালুন থেকে মৃদু কোলাহল ভেসে আসছে। ওরিন কৌতূহল বোধ করে দোকানি এভাবে উধাও হল কোথায়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না ওকে। রাস্তার দিককার দরজা খুলে ভেতরে পা রাখে শেরিফ, পেছনে দোকানি। 'মারফি বলছিল তুমি পিস্তল কিনতে চাইছ,' শেরিফ তার স্বভাবসুলভ ভরাট, কর্কশ স্বরে বলে। 'কারোকে খুন করার মতলব নাকি?'

'সঙ্গে অস্ত্র রাখা বেআইনি নয়।'

'ঠিক। কিন্তু ঘোঁট পাকান বেআইনি, এবং আমার ধারণা এখানে সেটাই করতে চাইছ তুমি। ফ্র্যাংককে আমি বলে দিয়েছি তোমার কাছে যেন কিছু বিক্রি না করে।'

'এবং আমার-টা উদ্ধারের ব্যাপারেও নিশ্চয় কোন চেষ্টা নিচ্ছ না তুমি?'

ছোট হয়ে গেল শেরিফের চোখ। কিছু বলতে গিয়েও, পরক্ষণে মুখে কুলুপ আঁটে সে।

ওরিনের মনে হয়, অন্য কোন অবস্থায় হলে, এই মানুষটাকে তার ভাল লাগত। হতাশায় তার ক্রোধ বাড়ছে, অনুভব করে সে। ওরিন বলে, 'এতে কাজ হবে না, শেরিফ। আমাকে তুমি তাড়াতে পারবে না। আমি এখানেই থাকছি, যতক্ষণ না আমার যা জানবার তা

জানতে পাচ্ছি।'

'বাড়াবাড়ি কর না, বাছা। আমি ইচ্ছে করলেই বিদেয় করতে পারব তোমাকে। আর সম্ভবত সেটা কালকের স্টেজেই করব।'

ঠাণ্ডা চোখে ওর পানে তাকায় ওরিন। 'অসম্ভব। এখানে কী ঘটেছিল না জেনে আমি নড়ছি না।'

স্পষ্ট বুঝতে পারে সে তার কথায় ঘা লেগেছে শেরিফের আঁতে। ঘুরে বাইরে বেরিয়ে যায় জিম লরেন্স। রাস্তায় পা রেখে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'কালকের স্টেজে, বাছা। তুমি ওতে উঠছ।'

ফ্র্যাংকের দিকে ফিরল ওরিন। মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে দোকানি। ওরিন বলে, 'গোরস্থানে দুটো কবর দেখলাম নতুন, মার্কার নেই। ওগুলো কার?'

ঢোক গেলে দোকানি, তারপর জ্বলন্ত দৃষ্টি হানে ওরিনের উদ্দেশে। 'আমি কীভাবে জানব? তুমি যাও এখন···কক্ষনো আসবে না আর। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।' কাউন্টারে গিয়ে ড্রয়ারে হাত ঢোকায় সে।

বেরিয়ে আসে ওরিন। পরক্ষণে পেছনে দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনে। প্রচণ্ড খিদে অনুভব করে সে, মনে পড়ে সেই কোন্ সকালে নাস্তা খেয়েছে তারপর আর কিছু পেটে পড়েনি। রাস্তা পেরিয়ে হোটেলে ফিরে যায় সে, ডাইনিং রুমে গিয়ে ঢোকে। বেশ-কিছু লোক খাচ্ছিল, কিন্তু তারা তাকায় না ওর পানে। ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকে ওর: এই শহরে সে নতুন, অথচ সবাই কীভাবে যেন তার পরিচয় জানে। দরজার কাছেই একটা টেবিলে গিয়ে সে বসে পড়ে।

সুশ্রী চেহারার এক মেক্সিক্যান তরুণী খাবার সার্ভ করছিল অন্যান্য

টেবিলে। ওরিনকে এড়িয়ে যায় সে। পাক্কা আধঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর, উঠে মেয়েটার কাছে যায় ওরিন। 'আমাকে বোধহয় তুমি দেখতে পাওনি, ম্যাম। আমি খেতে এসেছি।'

মেয়েটার চোখে ভয় দেখতে পায় ওরিন। ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজ বেরোয় ওয়েট্রেসের গলা দিয়ে। 'দুঃখিত। ডাইনিং রুম বন্ধ হয়ে গেছে।'

'তাহলে ওরা?' ইশারায় অন্যদের প্রতি মেয়েটার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওরিন।

'ও···ওরা বন্ধ হবার আগে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকায় ওরিন। লবি হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। স্যালুন-ট্যালুনে হয়ত মিলবে খাওয়া, ভাবে সে। অনেকসময় ফ্রি লাঞ্চ কাউন্টার থাকে এসব জায়গায়···

রাস্তার অপর পারে, বন্দুকের দোকান অন্ধকার। এর পাশের স্যালুনটা, যে-তিনটে আছে শহরে সেগুলোর মধ্যে, সবচেয়ে ব্যস্ত। জেলখানা লাগোয়া তৃতীয় স্যালুনের বারটেণ্ডারকে চোখে পড়ে ওর। বাইরের ফুটপাতে চেয়ার পেতে বসে।

বেশ মজার ব্যাপার তো, ভাবে ওরিন, একটা স্যালুন সরগরম, আর তার পাশের-টা মাছি তাড়াচ্ছে। রাস্তা অতিক্রম করে ব্যস্ত স্যালুনটায় গিয়ে ঢোকে সে, বাইরের সাইনবোর্ডে পানশালার নাম দেখে। ডাচ-স্।

মুহূর্তে ঢেউ তুলে নীরবতা ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। ওরিনের মনে হয় ছোট্ট একটা পুকুরে কেউ ঢিল ছুড়েছে। প্রায় সেকেণ্ড দশেক কাটে এভাবে। তারপর আবার শুরু হয় গুঞ্জন। বারে গিয়ে দাঁড়ায় ওরিন। একপ্রান্তে ফ্রি লাঞ্চ কাউন্টার। বারটেণ্ডারকে বিয়ারের

ফরমাস দিয়ে লাঞ্চ কাউন্টারের দিকে এগোয় সে, একটা প্লেটে কিছু খাবার নিয়ে ফিরে আসে আগের জায়গায়, বিয়ারের দাম চুকিয়ে মগটা হাতে নিয়ে কামরার পেছন দিককার একটা ফাঁকা টেবিলে গিয়ে বসে।

মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই চলছে সবকিছু, ওরিন ভাবে। তবে, জানে সে, স্যালুনের প্রতিটা লোক এ-মুহূর্তে লক্ষ্য করছে তাকে।

গোগ্রাসে খেয়ে চলে সে, গলা দিয়ে শুকনো খাবার নামাতে বিয়ারে চুমুক দেয় ঘন ঘন। কামরার চারপাশে নজর বোলায় ওরিন; ওর সাথে চোখাচোখি হলেই দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে সবাই, হঠাৎ-থেমে-যাওয়া গুঞ্জন কীভাবে শুরু হয়েছে ফের কিছুই তার নজর এড়ায় না। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, ওরিন ভাবে। অথবা সবই তার উদ্ভট কল্পনা।

বিয়ার শেষ করে আরেক দফার জন্যে গ্লাসহাতে বারে যায় সে। লোকজন সরে পড়ছিল, একে-একে, জোড়ায়-জোড়ায়। ওরিন আবার নিজের টেবিলে ফিরতে ফিরতে অর্ধেক ফাঁকা হয়ে যায় স্যালুন। চোখমুখ লাল করে বারটেণ্ডার তাকায় ওর দিকে, ভাবখানা পারলে এখুনি সে তার গর্দান নেয়।

বিয়ার সহযোগে, ধীরেসুস্থে, আহার সারে ওরিন। আরো লোক বিদায় নেয় ইতিমধ্যে। শেষ পর্যন্ত তিনজন থাকে। পোস্টমাস্টার। বন্দুকের দোকানি। তৃতীয়জন ওরিনের অচেনা।

উঠে ওদের দিকে এগোয় সে। গম্ভীর স্বরে বলে, 'তোমরা নিশ্চয় ভাবছ আমার কুষ্ঠ আছে?'

ওদের হাবভাবে পরিবর্তন লক্ষ্য করে ওরিন। এর আগে পোস্ট-মাস্টার আর গানস্মিথ, ফ্র্যাংক মারফি, ভয় পেয়েছিল ওকে। কিন্তু এখন ওদের চোখে ঘৃণা দেখে সে।

তৃতীয় লোকটার গায়ের রঙ ময়লা, তাগড়া শরীর, চোখ দুটো রক্তজবা। সে বলে, 'মিস্টার, তোমার অসুখটা কুষ্ঠের চেয়েও মারাত্মক। এতে তোমার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।'

ওরিন তাকায় মারফির দিকে। 'ওকে তো চিনলাম না?'

'অটো রিকার।' নিজের পরিচয় দেয় লোকটা; তার কণ্ঠস্বর ভারি, কর্কশ। 'আমি এই শহরের কামার।'

ওরিন বলে, 'আশ্চর্য, এখানকার সবাই কেমন যেন ভয়ে কুঁকড়ে আছে। যাকেই আমার ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করছি, চমকে উঠছে। তুমি কিছু জান?'

রিকার বলে, 'তুমি পালাও, মিস্টার। জিম লরেন্স যা বলেছে তাই কর। কালকের স্টেজেই কেটে পড় এই শহর থেকে।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ায় ওরিন। 'এখনই না। একটা পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছি আমি এই শহরে, সেটা কিসের আমাকে জানতে হবে।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় রিকার। 'দুর্গন্ধটা তুমিই ছড়াচ্ছ, মিস্টার। আমাদের এই শহরটা ভালই, তুমি আসার আগে পর্যন্ত সুখে ছিলাম আমরা। তুমি চলে যাবার পরেও থাকব।'

ওরিন বোঝে এবার তার সরে আসা উচিত। নইলে গোলমাল অনিবার্য। তবু একটা জেদ তাকে পেয়ে বসে, তাগিদ অনুভব করে সে, এরা যা গোপন করছে সেটাকে দিনের আলোয় মেলে ধরবার জন্যে একটা এসপার-ওসপার করতে।

'আমাকে তাড়াবার সাহস,' উস্কানি দেয় ওরিন, 'এখানে কারো আছে কিনা আমার সন্দেহ।'

রিকারের মোটা ঠোঁট দুটো বেঁকে যায়। 'আমি চাইছিলাম তুমি এরকম কিছুই বল।' দায়সারাভঙ্গিতে ওরিনে দিকে এগোয় সে, কিন্তু

তার মতলব বুঝতে কারোরই অসুবিধে হয় না।

কামারের পেছন থেকে পোস্টমাস্টার মিনতি করে, 'ওকে ছেড়ে দাও, অটো। অ্যাংগাস বলেছে—'

ঘাড় ফেরায় রিকার। 'চুপ করে থাক,' ধমক লাগায় সে হিংস্র স্বরে। 'এমন ধোলাই দেব শালাকে, দরকার হলে বুকে হেঁটে এই শহর ছেড়ে পালাবে।'

সাবধানে পিছু হটে ওরিন, বোঝে রিকারকে খেপিয়ে তোলা তার বোকামি হয়েছে, তবু আনন্দ পায় এই ভেবে যে এখানে আসার পর থেকে যে-শত্রুতা সে কেবল অনুভবই করছিল, এখন তার নগ্ন রূপ বেরিয়ে পড়েছে। আবার তেমনি, প্রতিপক্ষের শক্তি বিচার করে ও, অনুমান করবার চেষ্টা করে কোথায় লোকটার দুর্বলতা।

রিকার ওজনে কমপক্ষে ত্রিশ পাউণ্ড বেশি হবে তার চেয়ে। আসুরিক শক্তি গায়ে। বুকের ছাতি চওড়া, পেশী কিলবিল করে, তার পরনের ঢোলা শার্টখানা সেটা গোপন করতে পারেনি। হাত দুটো ওর মুগুর। একটা মোক্ষম ঘুসি যদি লাগে, ওরিনের চোয়াল ছাতু হয়ে যাবে।

কপালটা থ্যাবড়া কামারের, কুঁতকুঁতে গর্তে-বসা চোখজোড়ার ঠিক ওপরেই শেষ হয়ে গেছে হঠাৎ করে। মুহূর্তের জন্যে ওরিনের মনে হয় রিকার অজেয়, কোন দুর্বলতাই তার নেই।

রিকার তাড়া করে ওকে, আর ওরিন পিছিয়ে যায় অনবরত। বুনো উল্লাসে জ্বলজ্বল করে কামারের চোখ। ওরিনকে স্যালুনের আরেক প্রান্তে তাড়িয়ে নিয়ে যায় সে, হাসে আকর্ণ। এক কদম এগিয়ে, মাপা অথচ প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকায়।

চকিতে বসে পড়ে ওরিন, বাউলি কেটে বেরিয়ে এসে আঘাত করে

রিকারের পেটে। স্রেফ ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরোয় দানবের গলা দিয়ে।

ওর গায়ের সঙ্গে সেঁটে যায় রিকার। বিরাট হাত দুটো বাড়িয়ে জাপটে ধরে ওকে, শূন্যে তুলে ছুড়ে মারে দেয়ালের ওপর। পিছলে মেঝেয় বসে পড়ে ওরিন, বোঁ করে ঘুরে ওঠে মাথা। বোঝে সে, মৃত্যুর কবল থেকে যদি এ-যাত্রা নিস্তার পায় সেটা হবে তার ভাগ্য।

নিষ্ঠুরভাবে ওকে লাথি মারে রিকার। ওরিনের মনে হয় তার পাঁজর ভেঙে গেছে, ছুরির মত ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে বুকের একপাশে, রিকার আরেকবার লাথি মারতে পারার আগেই ও গড়িয়ে সরে যায়। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় ওরিন, পাঁজরের ব্যথায় নিশ্বাস নেয় ছোট করে।

আবার তেড়ে আসে রিকার, ফোঁস-ফোঁস করে। ওর শরীরের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে চেয়ার-টেবিল। বারটেণ্ডার চেঁচিয়ে ওঠে, 'অ্যাই, বাইরে যাও তোমরা! আমার জিনিসপত্র সব ভেঙে যাবে!'

ঘাড় ফেরায় রিকার। 'কোনকিছু নষ্ট হলে, ও কিনে দেবে, ডাচ।'

অকস্মাৎ বুঝতে পারে ওরিন, এই দানবটাকে সে একটা মাত্র জায়গাতেই ঘায়েল করতে পারবে। শরীরে আঘাত করে ফায়দা হবে না, মারতে হবে চোয়ালে। সজোরে এবং বারবার। রিকার এপাশে ঘুরবার আগেই লাফিয়ে সামনে এগোয় ওরিন, ঘুসি মারে কামারের চোয়ালে, খ্যাচ করে একটা শব্দ হয় হাড় ভাঙার।

এবার টলোমলো পায়ে পিছু হটে দানব, চোখে তার নিখাদ বিস্ময়। এগোয় ওরিন, কামারের ঘোর কাটবার আগেই আবার তার চোয়ালে আঘাত করে।

রিকার ফের খেয়ে আসতেই ঝটপট পিছিয়ে যায় ওরিন। কামারের

মুখ পরিশ্রমে লাল, ঘামে চকচক করে। এখন ছোট ছোট নিশ্বাস নেয় সে। গলার ভেতর ঘড়ঘড় শব্দ হয়। দৃষ্টি খানিকটা ঘোলাটে দেখায়।

লড়াই শুরু হবার পর, এই প্রথম কিছুটা ভরসা পায় ওরিন। রিকারের দুর্বলতা আছে—দুটো। দম কম। এবং চোয়ালে আঘাত সইতে পারে না। অবশ্য ওরিনকে যদি বাগে পায় আরেকবার, লড়াই খতম করতে তার একমুহূর্ত লাগবে না।

মারফি আর পোস্টমাস্টার যে-টেবিলে বসে সেটা এখন ওরিনের পেছনে। রিকারের চোখ সেদিকে যেতে দেখে ওরিন, লক্ষ্য করে কীভাবে বেঁকেচুরে যাচ্ছে দানবের মুখ।

চট করে ঘাড় ফেরায় সে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। একটা চেয়ার সবেগে নেমে আসে ওর মাথায়, হাঁটু ভেঙে সে লুটিয়ে ধুলোয় পড়ে। অল্পক্ষণের জন্যে মারফির মুখখানা দেখতে পায় সে, নগ্ন আক্রোশে ধকধক করছে লোকটার চোখ দুটো।

আবার তার ওপর চড়াও হয় রিকার। সবুট লাথি হাঁকায় বুকে। এবং তার পর ওরিনের মনে হয় গনগনে তন্দুরে খাক হয়ে যাচ্ছে তার ভেতরটা। এবং সে নিশ্বাস নিতে পারছে না।

টেনে তোলা হচ্ছে ওকে, টের পায় ওরিন। এক হাতে কে যেন ধরে রাখল তাকে, আরেকটা হাত সপাটে ঘুসি মারল মুখে।

ছেড়ে দিতেই, এলোমেলো পায়ে পিছিয়ে যায় সে, মারফির ধাক্কায় আবার ফিরে আসে রিকারের নাগালের ভেতর।

পালা করে উভয়ের হাতে পিটুনি খায় সে, শোনে খ্যাকখ্যাক করে হাসছে দুই শয়তান। তারপর আরেকটা কণ্ঠস্বর তার কানে বাজে, প্রতিবাদ করছে কেউ একজন, 'রিকার। ফ্র্যাংক। থাম তোমরা। ফ্যাংগাস ওকে ঘাঁটাতে নিষেধ করেছে।'

ওর বোধশক্তি লোপ পাচ্ছিল। কেবল এটুকু অনুভব করে রিকারের দুই বিশাল হাত তাকে শূন্যে তুলে ছুড়ে ফেলে দিল স্যালুনের বাইরে। রাস্তার তপ্ত ধুলোয় আছাড় খায় ওরিন, ককিয়ে ওঠে, একটা গড়ান দিয়ে স্থির হয়ে যায়।

তখনো শুনতে পাচ্ছিল সে, কিন্তু নড়াচড়ার শক্তি ছিল না তার। ওরিন শোনে হাসতে হাসতে রিকার বলছে, 'বেজন্মাটা যদি কালকের স্টেজ না ধরে, নিজের নামই উলটে দেব আমি।'

রাস্তায় এখন আরো কয়েকজন কথা বলছে। তাদের একজন, কর্তৃত্বের সুরে বলল, 'রিকার, তুমি একটা আস্ত গর্দভ। এর পর আর ওকে তাড়ান যাবে না।'

মুহূর্তের নীরবতা, তারপর সেই কণ্ঠস্বরটা আবার বলল, 'ওকে ভার্গাসের বাসায় নিয়ে যাও। সালি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবে।'

ওরিন টের পায় হিড়হিড় করে ওকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাস্তা দিয়ে। আর কষ্ট সইতে পারে না সে। অতল অন্ধকারে তলিয়ে যায় তার চেতনা।

চার

আবার যখন ওর জ্ঞান ফেরে, তখন একটা সোফায় সে শুয়ে, মাথার নিচে বালিশ। তার মুখ ফোলা-ফোলা। জিভ নেড়ে ফাটা ঠোঁট দুটো

ভেজায় ওরিন, চোখ মেলে ধীরে ধীরে।

একটা ল্যাম্পের আলোয় ধাঁধিয়ে যায় ওর চোখের তারা, আপনা-আপনি পাপড়ি বন্ধ করে সে। তবে ল্যাম্পের পাশে বসে-থাকা মুখখানা দেখতে পাবার আগে নয়। সেই মুখ হোটেল-ওয়েট্রেসের।

ফের তাকায় সে। এবার আর বাতির চোখ রাঙানি নয়। কেবল মুখটা দেখতে পায় ওরিন।

এর আগে ভয় ছিল সেখানে, এখন তার জায়গা নিয়েছে ক্রোধ। চোখ বন্ধ করে মেয়েটা, মুখ লাল হয়ে যায়।

এবার হঠাৎ ওরিনের খেয়াল হয় তার বুকে কি যেন চাপ বেঁধে আছে, এবং পরনের জামাটা নেই। ওকে চোখ নামাতে দেখে মেয়েটা বলে :

'তোমার পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে—ঠিক কতগুলো তা আমি জানি না—তাই ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছি যাতে হাড়গুলো জায়গামতই থাকে।'

ঘাড় কাত করে ওরিন। মাথার ভেতর দপদপ করে ওঠে। ব্যথায় চোখ কোঁচকায় সে।

কয়েকটা প্রশ্ন করবার ছিল ওর, কিন্তু জিজ্ঞেস করে না। বরং স্থির চেয়ে থাকে মেয়েটার চোখের দিকে।

লজ্জা পায় মেয়েটি, বলে, 'আমি সালি ভার্গাস। আর উনি আমার বাবা।'

সাবধানে ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের ওপাশে তাকায় ওরিন। আরেকটা সোফায় চিত হয়ে শুয়ে এক লোক, মুখ হাঁ, মৃদু নাক ডাকছে। তিক্ত স্বরে মেয়েটা বলে, 'মাতাল হয়ে আছেন। ওই ঘটনার পর থেকেই···' আচমকা থেমে যায় সে।

'কোন্ ঘটনার পর থেকে?'

'কিছু না। তুমি বসতে পারবে উঠে?'

মাথা দোলায় ওরিন। কাঁধের নিচে হাত রেখে ওকে বসতে সাহায্য করে মেয়েটা। নির্দয়ভাবে দপদপ করে চলে ওর মাথা, এত যে চোখ বোজে ওরিন। বেশ কিছুক্ষণ অনড় বসে থাকে সে, মাথা নুয়ে অপেক্ষা করে সুস্থির হতে। গা বমি-বমি করে ওর।

'তুমি পারবে হোটেলে ফিরতে?' জিজ্ঞেস করে সালি ভার্গাস।

মাথা ঝাঁকাতে গিয়েও সামলে নেয় ওরিন, বলে, 'পারব। যদি দাঁড়াতে পারি।'

'আমি সাহায্য করব তোমাকে।' ওকে দাঁড়াতে সাহায্য করে মেয়েটা। এখন তার এত কাছে ছিল সালি যে ওর গা থেকে হালকা মিষ্টি একটা সুবাস পাচ্ছিল ওরিন। মেয়েটার হাত দুটো বেশ শক্তি-শালী, আবার তেমনি কোমল।

ওরিনকে ধরে-ধরে দরজায় নিয়ে যায় মেয়েটা, কবাট খুলে ধাপ বেয়ে রাস্তায় নামতে সাহায্য করে। ওকে ছেড়ে দেয় সালি। এক কদম এগোয় সে, হোঁচট খায়। চট করে ওকে ধরে ফেলে মেয়েটা, স্থির করে আবার, এবং তারপর অনিচ্ছুক কণ্ঠে বলে, 'আমি যাচ্ছি তোমার সাথে।'

দিনের গরম কাটেনি এখনো, তবে মরুভূমি আর নদীর দিক থেকে এখন মৃদু বাতাস বইছিল। সেই হাওয়ার পরশে ওরিন তার বিধ্বস্ত শরীরে কিছুটা আরাম বোধ করে। জানতে চায় সে, 'এখন কটা বাজে? আমি কতক্ষণ...?'

'ঘণ্টাখানেক আগে ওরা তোমাকে দিয়ে গিয়েছিল এখানে।'

ওরা শহরের এডৌবি অংশে রয়েছে, এ-পথেই ওরিন গোরস্থানে

গিয়েছিল এবং ফিরে এসেছিল। এখন চারদিক নিঝুম, কেবল দূরে একটা গিটারের ঝংকার শোনা যায়। ধূলিধূসর রাস্তার পাড়ে থমকে দাঁড়ায় ওরিন, সঙ্গে মহিলা রয়েছে বলে প্রাণপণে উদ্গত বমিটাকে গিলে ফেলে। কাল আবার ফুঁসে উঠবে, কিন্তু আজ রাতে সে ভীষণ অসুস্থ।

হোটেলে পৌঁছায় সালি আর ওরিন। বারান্দায়-দাঁড়ান দুজন লোক কৌতূহলী চোখে তাকায় ওদের দিকে, তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। লবিতে প্রবেশ করে ওরা, মেয়েটা জানতে চায় :

'তোমার কামরা কত নম্বর ?'

'পাঁচ।'

সিঁড়ি এবং করিডর হয়ে দোতলায় ঘরের দরজায় ওরিনকে নিয়ে যায় মেয়েটা। পকেট হাতড়ে চাবি বার করে ওরিন, তালার ফুটোয় ঢোকায়। দরজা খুলে যায়।

ওখানেই ওকে ছেড়ে দেয় সালি। করিডরের একমাত্র ল্যাম্পের মিটমিটে আলোয় ওর মুখের দিকে তাকায় ওরিন। কী খুঁজছিল সে জানে না তবে যা দেখতে পায় তা হল সেই ভয়, যা হোটেলের ডাইনিং রুমে ওকে প্রথম দেখে ফুটে উঠেছিল মেয়েটির মুখে। সংক্ষেপে বলে ওরিন, 'ধন্যবাদ,' তারপর কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় সালির মুখের ওপর। তালা দিয়ে ফুটোতেই চাবিটা রেখে দেয় সে, টলতে টলতে এগোয় খাটের দিকে। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে, মুখ থুবড়ে, আর নড়ে না।

নিজের ভাবনাকে সংহত করবার প্রয়াস পায় ওরিন। এখানে এসে যে-শত্রুতার আভাস সে পাচ্ছিল, এই আঘাত তার প্রমাণ। যেচে এ-অবস্থার সৃষ্টি করেনি সে, যদি না শহর ত্যাগে তার অস্বীকৃতিকে

উস্কানি বলে ধরা হয়ে থাকে। তবে এটা ঠিক যে ঘটনাটা বর্বরোচিত এবং নিষ্ঠুর। রিকারকে হারান সম্ভব কিনা সে জানে না। কিন্তু এটা জানে যে তৃতীয় কেউ হস্তক্ষেপ করলে, যেমন আজ রাতে করেছিল গানস্মিথ মারফি, কোনদিনই লোকটাকে সে পরাস্ত করতে পারবে না।

চোখ বোজে ওরিন, কিন্তু তার চিন্তার স্রোত থামে না। এবং, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, নিশ্চিত সত্য বলে সে মেনে নেয় একটা ধারণাকে। জো মারা গেছে। এখানে, এই স্যাগুয়েরো শহরেই। এবং ওই নাম-পরিচয়হীন কবরগুলোর একটায় তাকে গোর দেয়া হয়েছে।

ফ্র্যাংক মারফির কথা মনে পড়ে তার। বেঁটে হৃষ্টপুষ্ট গড়নের লোকটাকে দোকানে ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। এমনকি খিড়কি পথে পালিয়ে গিয়ে শেরিফকে সে ডেকে এনেছিল তার পক্ষে ওকালতি করতে।

স্যালুনে কেমন হয়েছিল লোকটার চেহারা, এখন মনে পড়ে ওর, যখন পলকের জন্যে তাকে দেখতে পেয়েছিল সে। সম্পূর্ণ আলাদা এক মানুষ। চোখ ধকধক করছিল হিংস্রতায়, খুনের নেশায় ঠোঁট দুটো বেঁকে গিয়েছিল।

নিজের মাথাটাকে তার খোলা আকাশ মনে হয়। একটা ভাবনা সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম হয়ে পথ খোঁজে বেরোবার—পায় না। আকাশে কুয়াশা, উঠে আসে ধোঁয়ার মত, পাক খায় অনবরত, পরে ধীরে ধীরে। তার মনে হয় কুয়াশা নয় ওগুলো, বরফজমা একটা পাহাড়ি নালা। সেখানে আটকা পড়েছে রুগ্ন শীর্ণ একটা গরু। আর, কয়েকটা নেকড়ে তার গা থেকে মাংস খুবলে নিচ্ছে। চকচক করছে নেকড়েগুলোর চোখ, তাদের হাঁ-করা মুখ আর লকলকে লালা-ঝরান জিভে বিকৃত লালসা।

তিনটে নেকড়েকে গুলি করে সে, বাকিগুলো পালিয়ে যায়। কিন্তু গরুটা এখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ধুঁকছিল। এবার সেটাকেও সে কষ্ট থেকে রেহাই দেয়।

নেকড়ে, স্যাগুয়েরোর মানুষরূপী নেকড়েরা কী ঠিক ওভাবেই হত্যা করেছে জো-কে? কল্পিত কোন অভিযোগে ওকে ছিঁড়ে ফালাফালা করেছে? এবং সেজন্যেই এখন চাইছে সেটা ধামাচাপা দিতে?

চিন্তাটা অস্থির করে তোলে তাকে, জাগিয়ে রাখে, এবং সম্ভাবনাটা মনে মনে সে বিচার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হয় যন্ত্রণা আর অবসাদের, সে ঘুমিয়ে পড়ে।

অস্বস্তিকর যন্ত্রণাদায়ক ঘুম। বহুবার তন্দ্রা ছুটে যায়, বোঝে শোবার দোষে বাড়তি চাপ পড়ছে তার জখমি শরীরে। ভোরের আগমনে খুশি হয় সে, যদিও অনুভব করে আজও প্রচণ্ড গরম পড়বে।

কোনমতে উঠে এলোমেলো পায়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায় ওরিন, রাস্তার দিকে তাকায়। প্রতিটি পেশী টনটন করে তার, মাথার ভেতর দপদপানিটা যায়নি, তবে গতরাতের মত অতটা তীব্রভাবে অনুভূত হয় না।

ওঅশ স্ট্যাণ্ডে যায় সে, বেসিনে পানি ভরে নেয়। তোয়ালে ভিজিয়ে মুখের কাটাছেঁড়াগুলো মোছে আস্তে আস্তে। তারপর আয়নায় চোখ পড়তেই চমকে ওঠে।

ঠোঁট ফুলে ঢোল, চেনাই দায়। শুকনো রক্তের দলা লেগে রয়েছে। একটা চোখ প্রায় বুজে গেছে, রঙ নেই। মুখের এখানে-সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে কয়েকটা। এক কানের লতি ছিঁড়ে ফুলে গেছে।

শরীরের নিচের অংশে, যেখানে ব্যাণ্ডেজ নেই, জখমগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ে। নিশ্চয় রিকারের বুটের আঘাত ওগুলো, অনুমান করে

ওরিন। নিশ্বাস নিতে বা পাশ ফিরতে গেলে যন্ত্রণা হয়। সাবধানে, ব্যাগ থেকে আরেকটা ধোয়া শার্ট বের করে গায়ে দেয় সে।

প্যান্টের ভেতর শার্টটা গুঁজতে গিয়ে সে খেয়াল করে তার মানি বেল্টটা নেই। দিশেহারার মত পকেট হাতড়ায় ওরিন, যা কিছু ভাঙানি ছিল বার করে। আড়াই ডলারের একটা সোনার চাকতি, একটা আধুলি। দুটো সিকি আর কয়েকটা পেনি। আর সব খোয়া গেছে।

সোনার চাকতিটা দিয়ে, বড়জোর, দুদিন চলবে। এর পর পথে বসতে হবে তাকে, ইচ্ছে থাকলেও ভাড়ার অভাবে আর বাড়ি ফিরতে পারবে না।

নড়বড়ে খাটের কিনারে বসে পড়ে ওরিন। ক্ষুদ্র হোটেল কামরার দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে। ক্ষণিকের জন্যে নিজেকে তার পরাজিত মনে হয়।

তারপর, ধীরে ধীরে, ক্রোধের সঞ্চার হয় তার ভেতর। এবং সেটা বাড়তে বাড়তে একসময় তার মুখ লাল হয়ে যায়, বাড়তি অ্যাড্রে-নালিনের ক্ষরণ সর্বাঙ্গের ব্যথা লাঘব করে কিছুটা। জাহান্নামে যাক স্যাগুয়েরো! এত সহজে তাকে নিরস্ত করতে পারছে না ওরা। ওদের অপরাধ সম্পর্কে তার অনুমান যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, সবাইকে এর মাশুল যাতে গুনতে হয় সে-ব্যবস্থা সে করবে। যেভাবেই হোক। জো, এবং বাড়িতে মা এবং আর ভাইদের কাছে এটুকু দায় তার আছে। দায়বদ্ধ সে নিজের কাছেও। রক্তের দায়।

ক্রোধ আবার সচল করে তোলে তার মস্তিষ্ক। দিনের কর্মপন্থা ঠিক করে সে। যে-কোন উপায়ে হোক, শহরবাসীদের দুর্গে ফাটল তাকে ধরাতে হবে।

সবার আগে বাড়িতে চিঠি পাঠাবে সে। তারপর বেলচা জোগাড় করে গোরস্থানে গিয়ে খুঁড়বে ওই মার্কাহীন কবরগুলো।

সিদ্ধান্তটা নিতে পারায় বেশ ঠাণ্ডা বোধ করে ওরিন। দরজা বন্ধ না করেই, হোটেল ডেস্কে নেমে যায় সে, কাগজ পেন্সিল আর একটা খাম চায় কেরানির কাছে। চলে আসছে ও এই সময়ে লোকটা বলে:

'মিস্টার ওসমান?'

ঘাড় ফেরায় ওরিন।

'তোমাকে আর আমরা থাকতে দিতে পারব না।'

'কেন?' ওরিনের কণ্ঠে আক্রোশ।

ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে কেরানি তাকায় ওর পানে। 'তো···তোমার চেহারা কেমন হয়েছে নিশ্চয় দেখেছ আয়নায়। আরো বোর্ডার আছে আমাদের···'

স্পষ্ট স্বরে ওরিন বলে, 'আমি যাচ্ছি না। তুমি জাহান্নামে যেতে পার!' ঘুরে গটগট করে চলে আসে সে।

লবি পেরিয়ে একটা টেবিলে গিয়ে বসে ওরিন। কপাল কুঁচকে, চিঠিটা লিখে ফেলে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য: এ-চিঠি পাওয়ামাত্র তার ভাইয়েরা যেন ছুটে আসে স্যাণ্ডয়েরোয়। দস্তখত করে ওটা খামে ভরে সে, লেফাফার মুখ আটকে ওপরে বাড়ির ঠিকানা লেখে।

উঠে হোটেল থেকে বেরোয় সে, পাশের পোস্ট অফিসে গিয়ে ঢোকে।

গ্রিলের পেছনে ছিল পোস্টমাস্টার। ওরিন জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম কী, পোস্টমাস্টার?'

'ব্যাটারটন। এড ব্যাটারটন। দেখ, কালকের ব্যাপারটা···'

লোকটাকে আমল দেয় না ওরিন। গ্রিলের নিচ দিয়ে চিঠিখানা

ঠেলে দেয় সে। পকেটে স্বল্প যা কিছু ভাঙানি ছিল তা দিয়ে ডাকটিকেটের দাম মেটায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে পোস্টমাস্টারের টিকিট লাগান। লোকটা একবারও তাকায় না ওর পানে।

ওরিন জানতে চায়, 'কখন যাবে?'

'আজকের স্টেজে।'

ঘাড় কাত করে ওরিন, বাইরে বেরিয়ে আসে। ঠাঠা-পড়া রৌদ্রের কিরণে ঝলসে যায় চোখ, বার দুয়েক পিটপিট করে সে, তারপর রাস্তা পেরিয়ে অ্যাংগাস ওয়েলসের দোকানে যায়।

একজনমাত্র লোককে দেখে সে। দশাসই শরীর, পরনে ফতুয়া আর গ্যালিস-লাগান কাল অ্যাপ্রন। চোখে সোনার ফ্রেমের গোল চশমা। স্মিত মুখে ওরিনের দিকে এগিয়ে আসে লোকটা, করমর্দনের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহানুভূতির সুরে বলে, 'তুমিই বোধ হয় এসেছ কালকের স্টেজে।'

'ওরিন ওসমান।' দোকানির কণ্ঠস্বরটা তার চেনা। গতরাতে যখন সে অসহায় অবস্থায় পড়েছিল রাস্তায়, এই গলাটাই শুনতে পেয়েছিল।

'আমি অ্যাংগাস ওয়েলস। স্যাগুয়েরোর মেয়র। সত্যি, স্যালুনের ঘটনাটার জন্যে আমি নিজেই খুব দুঃখিত। কিছুক্ষণ আগেই জানলাম ব্যাপারটা।'

ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে তাকায় ওরিন; লোকটার মিথ্যা কথায় সে ভোলে না। 'আমার একটা বেলচা দরকার।'

বিস্মিত হয় ওয়েলস। 'বেলচা? কী করবে?'

'তুমি তো বিক্রি কর জিনিসটা, নাকি?'

'নিশ্চয়ই করি। এস।' ওরিনকে পথ দেখিয়ে দোকানের পেছনের

অংশে নিয়ে যায় ওয়েলস। দেয়ালের পাশে রাখা ছিল অনেকগুলো বেলচা, ওরিন একটা বেছে নেয়। 'কত দাম?'

'পঞ্চাশ সেণ্ট।'

আধুলিটা ওকে দেয় ওরিন। বলে, 'এই শহরটা অত্যন্ত জঘন্য। তোমার শেরিফ কী করে, তার কাজ কি শুধুই এখানকার লোকদের দেখভাল করা?'

'ওঃ, তোমার পিস্তলের ব্যাপারটা।' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসে মেয়র। কিন্তু তার নীল চোখজোড়া স্থির, কঠিন দেখায়।

'এবং মানি বেল্ট। রাতে আমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, তখন ওটা খুলে নিয়েছে কেউ।'

'শেরিফকে জানিয়েছ?'

কাঁধ ঝাঁকায় ওরিন। 'না। তাকে বলেও লাভ হবে মনে হয় না। পিস্তলটার ব্যাপারে তার কোন মাথাব্যথা দেখিনি। মানি বেল্টের ব্যাপারেও হবে এমন তো মনে হয় না।'

'ঠিক আছে, আমি বলবখন ওকে। তুমি আমাদের অতিথি, এরকম ঘটনা চলতে থাকলে বদনাম হয়ে যাবে শহরের।'

'অতিথি বলাটা ভুল হবে। আমি থাকছি এখানে—অন্তত যদ্দিন না আমার ভাইয়ের কী পরিণতি হয়েছে জানতে পাচ্ছি। তুমি মনে হয় কিছু জান না…না?' কথা বলার সময়ে ওয়েলসের ওপর নজর রাখছিল ওরিন, কোনরকম ভাবান্তর চোখে পড়ে না ওর। তবে ভাবান্তর যথার্থই হয়েছিল একটা। খুব সূক্ষ্ম, এত যে একরকম বোঝাই যায় না।

অ্যাংগাস বলে, 'আমি দুঃখিত। কিন্তু…'

ওকে কথা শেষ করতে দেয় না ওরিন, হনহন করে আবার সে

রাস্তায় নামে। বেলচাটা কাঁধে ফেলে এগোয় গোরস্থান অভিমুখে।

কাজটা শেষ করবার সুযোগ দেয়া হবে তাকে এ-আশা সে করে না। বরং তার সংশয় হয়, দুটো কবর খোঁড়ার মত বল দেহে সে আদৌ পাবে কিনা। ওরিন শুধু এটা জানে যে কবর খুঁড়তে শুরু করলে শহরবাসীদের অপরাধী বিবেকে আতঙ্ক উপস্থিত হবে। এবং থামিয়ে দেয়া হবে তাকে, আর সেই সুযোগে ওদের ভয়ের কারণটা তার জানা হয়ে যাবে।

গোরস্থানে পৌঁছাবার বহু আগেই, ওরিন অনুভব করে তার মাথা ঝিমঝিম করছে। তবু নাছোড় সে এগিয়ে চলে, শরীরের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে। নরকের মত উত্তপ্ত গোরস্থানে ঢুকে সোজা ক্রুশহীন কবর দুটোর কাছে গিয়ে সে দাঁড়ায়। বেলচায় ভরে বিশ্রাম নেয় একটুক্ষণ, অপলকে তাকিয়ে থাকে মাটির ঢিবিগুলোর দিকে।

এখনো ক্রোধের আগুন জ্বলছে তার মাঝে, তবে এখন সেটার সাথে মিশেছে বেদনা, কেননা সে জানে এখানেই রয়েছে জো। নইলে গতরাতে শহরের লোকজনের কাছ থেকে ওরকম লাঞ্ছনা তার কপালে জুটত না।

সোজা হয়ে, খুঁড়তে শুরু করে সে।

ওপরে সামান্য কিছু শক্ত অংশ ছাড়া, আলগা হয়েই ছিল মাটি। দরদর ঘামে ওরিন, তবে টের পায় পরিশ্রমে তার শরীরের আড়ষ্টতা ক্রমশ কেটে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয় সে, বিষণ্ণ চোখে চেয়ে থাকে শহর পানে। সবে ফুট দুয়েক খোঁড়া হয়েছে এই সময়ে ওরিন দেখে জিম লরেন্স

আর অ্যাংগাস ওয়েলস এগিয়ে আসছে তার দিকে।

বেলচার ভরে, সধৈর্যে অপেক্ষা করে ওরিন। অচিরেই তার সামনে এসে দাঁড়ায় ওরা। ওরিন জেদী চোখে তাকায় শেরিফের দিকে।

লরেন্সের কপালে গভীর কুঞ্চন। কর্কশ স্বরে সে বলে, 'এভাবে কবর খোঁড়ার সাহস তুমি কোত্থেকে পেলে? কী লাভ হবে খুঁড়ে?'

'জানবার চেষ্টা করছি কবরটা কার?'

'সেটা আমিই তোমাকে বলতে পারতাম। এক ভবঘুরের, মাস কয়েক আগে মাতলামি করতে গিয়ে গানফাইটে মারা গেছে। মার্কার নেই কারণ ওর নাম জানা ছিল না কারো।'

'আর অন্যটা?'

'এসব প্রশ্ন করছ কেন? ওই লোকগুলো মৃত। ওদের একজন যদি তোমার ভাই হত, তুমি কি মনে কর আমি সেটা গোপন করতাম তোমার কাছে?'

'সেক্ষেত্রে খোঁড়ার ব্যাপারে তো কোন আপত্তিও থাকার কথা না। কারো তো আর ক্ষতি হচ্ছে না।'

'কাজটা বেআইনি। যাইহোক, তুমি এবার সোজা শহরে ফিরে যাও। দুপুরের স্টেজে উঠবে।'

'সম্ভব নয়। কাল রাতে মারামারির সময়ে আমার মানি বেল্ট কে যেন খুলে নিয়েছে। ভাড়া দিতে পারব না।'

গলা খাঁকারি দেয় ওয়েলস, এই প্রথম সে মুখ খোলে। 'সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ভাড়ার ব্যবস্থা নাহয় আমরাই করে দেব।'

বিরক্ত চোখে ওর দিকে তাকায় ওরিন। 'কার পকেট থেকে? তোমার না শেরিফের? নাকি ওই কামার দেবে?'

লরেন্স বলে, 'ঢের হয়েছে। তুমি যাবে, না তোমার মাথায় আরেকটা আলু তৈরি করতে হবে আমাকে?'

বেলচাটা উঁচু করে ওরিন। 'চেষ্টা করেই দেখ, শেরিফ। এখনই ফয়সালা হয়ে যাক।'

একটু নড়েচড়ে দাঁড়ায় শেরিফ। অ্যাংগাস ওয়েলস বলে, 'থাম, জিম। আমরা চাই না...' মাঝপথে থেমে যায় সে, অসহায়ের মত পালা করে তাকায় শেরিফ আর ওরিনের মুখের দিকে।

ওরিন জিজ্ঞেস করে, 'কী চাও না? বল, তোমরা কী চাও না, মেয়র? আর কোন ভবঘুরেকে খুন করতে? একটা কবরের পরিচয় তুমি আমাকে বলেছ। অন্যটা কার?'

ঘাড় ফেরায় জিম লরেন্স, ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে একটুক্ষণ চেয়ে থাকে ওয়েলসের পানে। আবার যখন ওরিনের উদ্দেশে ঘোরে সে, তার চোখে অনমনীয় জেদ প্রকাশ পায়। মৃদু স্বরে বলে শেরিফ, 'আর একবার বলব। কবরটা আবার ভরাট করে, শহরে ফিরে যাও তুমি। নইলে তোমাকে আমি গ্রেফতার করব। আর যদি বাধা দেবার চেষ্টা কর, গুলি করব। বোঝা গেছে?'

মাথা ঝাঁকায় ওরিন। শেরিফের কথার অর্থ সে বোঝে। কবর থেকে উঠে আসে ও, মাটি ফেলতে শুরু করে ফের। বারেকের জন্যে লোক দুটোর দিকে তাকায় সে, ভাবে ইচ্ছে করলে চোখেমুখে ধুলো নিক্ষেপ করে ওদের এখন পরাস্ত করা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে এও উপলব্ধি করে, সে-চেষ্টা নিলে এখানেই তার দফা-রফা হয়ে যাবে। শেরিফ অনির্দিষ্টকালের জন্যে হাজতে পুরে রাখবে তাকে, কিংবা হত্যা করবে। এবং, এ-শহরের যে-রকম হালচাল, কোন সুবিচার মিলবে না।

ঘর্মাক্ত শরীরে, কবর ভরাট শেষ করে সে। বেলচার ভরে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। 'তোমরা লুকাচ্ছ কিছু। তবে আমি সেটা ঠিকই জেনে ছাড়ব।'

উভয়ের কেউই জবাব দেয় না তক্ষুণি, কিন্তু ওদের হাবভাবে একটা দৃঢ়তা প্রকাশ পায়, যা থেকে ওরিন বুঝতে পারে তার কথায় একটা কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। ক্লান্ত-প্রায় স্বরে শেরিফ বলে :

'ওসমান, স্টেজ এলেই তুমি চলে যেয়ো। যেখানে খুশি যেতে পার, তোমার ভাড়া মিটিয়ে দেয়া হবে। যদি না যাও···আমি কোন নিমিত্তের ভাগী হব না।'

ওরিন জবাব দেয়, 'এখন গেলেও, আবার ফিরে আসব আমি। বাড়িতে আমরা চার ভাই। আমরা সবাই আসব এবার।'

বলেই বুঝতে পারে সে, চুপ করে থাকা উচিত ছিল তার। হুমকি দেয়াটা বোকামি হয়েছে। এখানে সে একা, শত্রুভাবাপন্ন এই শহরে। তারপর সহসা উপলব্ধি করে ওরিন, স্টেজে ওঠার কোনই আশা নেই তার। এখন আর নয়।

গম্ভীর মুখে ঘুরে চলে যায় লরেন্স আর ওয়েলস, পাশাপাশি। কোন কথা বলে না একে অপরের সঙ্গে। এমনকি ঘাড়টা ফেরায় না পর্যন্ত। শহরের মেক্সিক্যান অংশের সরু প্যাঁচান রাস্তা ধরে বাড়ি-ঘরের আড়ালে অদৃশ্য হয় ওরা।

ওদের পিছু নেবার আগে কবর দুটোর দিকে আর একবার তাকায় ওরিন। তারপর যখন রাস্তায় ওঠে, বেলচাটা কাঁধে নিয়ে। অস্ত্র হিসেবে তেমন মারাত্মক কিছু নয় জিনিসটা, তবে একেবারে নিরস্ত্র থাকার চেয়ে ভাল। অন্তত এ-মুহূর্তে। জানে সে আর একটা রাত বেঁচে থাকতে হলে এখুনি তাকে একটা পিস্তল জোগাড় করতে হবে।

ভীত সে আবার ক্ষিপ্তও। ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত। স্যাণ্ডয়েরোবাসীরা হত্যা করেছে জো-কে, নামপরিচয়হীন কবরে তাকে গোর দিয়েছে। ওরিন প্রতিজ্ঞা করে এর রহস্য সে উদ্‌ঘাটন করবেই।

সরু ধূলিধূসর রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে সে। কিছুদুর গিয়ে থমকে দাঁড়ায় হঠাৎ। একটা এডৌবি থেকে বেরিয়ে এসেছে এক লোক, তার চোখ লাল, দাড়ি না-কামান মুখ ফোলা ফোলা। ওকে চিনতে পারে ওরিন, গতরাতে সালি ভার্গাসে এই লোকটাকেই বাবা বলে পরিচয় দিয়েছিল।

দাঁড়িয়ে যায় ওরিন। ওকে দেখে স্পষ্টত শিউরে ওঠে লোকটা, তারপর এভাবে চোখ সরিয়ে নেয় যেন ভূত দেখেছে।

ওরিন মুখোমুখি হয় ওর। বলে, 'তুমিই তো মিস্টার ভার্গাস?'

মাথা-ঝাঁকায় লোকটা, কিন্তু পলক তোলে না। খর্বাকৃতি গড়ন ওর, মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে, গায়ের রঙ শ্যামলা। ওরিনকে পাশ কাটাতে চেষ্টা করে সে, কিন্তু ওরিন ওর পথরোধ করে। পিট-পিটে চোখে তাকায় ভার্গাস।

'প্লিজ, সিনর। আমি অসুস্থ। আমার একটা ড্রিংক দরকার।'

ওরিন বলে, 'তুমি হয়ত বলতে পারবে। আমার ভাইয়ের খবর।'

'না, সিনর। আমি কিচ্ছু জানি না। আমাকে যেতে দাও, প্লিজ। আমি অসুস্থ। গলা ভেজাতে হবে।'

'মদ দরকার হয় কেন তোমার? কিছু ভুলতে চাইছ?' ওরিনের কণ্ঠ ক্রোধে শীতল।

কাঁপতে শুরু করে ভার্গাস। তার শার্টের বুক খামচে ধরে ওরিন। বাধ্য করে লোকটাকে তার দিকে তাকাতে। 'সত্যি কথাটা বল আমাকে। তোমরা ওকে খুন করেছ, তাই না? তোমরা সবাই জড়িত

ছিলে এতে।'

ফ্যাকাসে হয়ে যায় ভার্গাসের মুখ। 'সিনর...' অকস্মাৎ মাথা ঝাঁকায় সে। 'সি, সিনর। ওরা তোমার ভাইকে খুন করেছে। কবর দিয়েছে ওখানে...' হাত ইশারায় গোরস্থানটা দেখায় সে।

'কেন খুন করেছে? কেন?' ওরিনের কণ্ঠে কষ্ট।

'ওরা ভেবেছিল...একটা মেয়েকে সে খুন করেছে।'

'কিন্তু আসলে করেনি? না?'

অসাড়ভাবে ফের মাথা দোলায় লোকটি। 'পরে...পরদিন...ওই অন্যজন...' আবার গোরস্থানের দিকে ইশারা করে সে। 'ওই লোক নিকোলো ফিঞ্চ এবং আরেকজনের সঙ্গে গানফাইটে জড়িয়ে পড়ে। মারা যাবার আগে স্বীকার করে সে-ই খুন করেছিল মেয়েটাকে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, সিনর। অনেক দেরি।' আবারো শিউরে ওঠে সাইলাস ভার্গাস।

'কীভাবে হত্যা করা হয়েছে ওকে?' উত্তরটা ওর জানা, ভাবে ওরিন, তবু নিশ্চিত হতে চায়।

'ফাঁসিতে, সিনর।'

ওরিনের পেট গুলিয়ে ওঠে। কল্পনায় জো-কে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে দেখে তার মনে হয় এখুনি বুঝি বমি করে ফেলবে। কর্কশ সুরে বলে সে, 'আর তুমি। তুমিও নিশ্চয় সাহায্য করেছিলে?'

ভার্গাস তখন কাঁপছে ঠকঠক। কাঁদতে শুরু করে সে, শিশুর মত। একপাশে সরে দাঁড়ায় ওরিন, দেখে হোঁচট খেতে খেতে লোকটা চলে যাচ্ছে শহরকেন্দ্র অভিমুখে।

অসাড় ওরিন অনেক, অনেকক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। যা জানতে আসা এখানে জানা হয়ে গেছে তার। জেনেছে কী গোপন করতে

চাইছে ওরা, এবং কেনই-বা শত্রুতা করছে ওর সঙ্গে। এবং আরো একটা ব্যাপার বুঝতে পারে সে। তাকে ওরা জীবিত বেরোতে দেবে না স্যাগুয়েরো থেকে। খুন করবে, নিজেদের অপরাধ ঢেকে রাখতে, চরম লজ্জা গোপন করতে।

ওরিন ওসমানের-দেয়া চিঠিটার দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে এড ব্যাটারটন। তারপর খামটা দুমড়ে পকেটে ফেলে সে বেরিয়ে আসে গ্রিলের পেছন থেকে। দরজায় তালা ঝুলিয়ে রাস্তায় নামে, হনহন করে অ্যাংগাস ওয়েলস মার্কেন্টাইলের দিকে এগোয়।

ভেতরে ঢোকে সে, কিন্তু দোকানের শেষপ্রান্তে অ্যাংগাসের সাথে ওরিনকে দেখেই থমকে দাঁড়ায়। বেলচা হাতে ওরিন ফিরে আসছে লক্ষ্য করে একটা কাউন্টারের পেছনে গা ঢাকা দেয় পোস্টমাস্টার। ওরিন বেরিয়ে গেলে উঠে দাঁড়ায় সে। অ্যাংগাসের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে, প্রায় শ্বাসহীন কণ্ঠে ব্যাটারটন শুধোয়:

'ওটা ওর কী কাজে লাগবে?'

কটমট করে ওর দিকে তাকায় ওয়েলস। 'গর্ত খুঁড়বে নিশ্চয়। বেলচা দিয়ে সাধারণত কী করে মানুষ?' ব্যাটারটনের উদ্দেশে আগুন ঝরায় দোকানির চোখ। 'তুমি কী জন্যে এখানে?'

ব্যাটারটন পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে অ্যাংগাসের হাতে দেয়।

খামের ওপর নাম-ঠিকানাটা দেখে ওয়েলস। খাম ছিঁড়ে পড়ে চিঠিটা। তারপর খাম ও চিঠি দুটোই পুরে ফেলে তার বিশাল মুঠোর ভেতরে।

'তুমি এখন যাও, এড। ওসমান জানতে চাইলে বোল, তার চিঠি মেইলব্যাগে আছে, আজকের স্টেজে পাঠান হবে।'

যেতে নিয়েও লাটিমের মত ঘুরে দাঁড়ায় ব্যাটারটন। 'আ···আমরা কী করব এবার ?'

'আপদ বিদায় না করা পর্যন্ত বসে থাকব চুপচাপ।'

' "আপদ বিদায় করা" মানে ?'

'আহ্! মানে আবার কী, জিম ওকে বাধ্য করবে শহর ছাড়তে।'

'বাড়ি ফিরে যাবে লোকটা। এবং ভাই-ব্রাদারদের নিয়ে ফিরে আসবে। তখন কী করব আমরা ?'

'সেটাও জিমই সামলাবে। যাও, এবার তুমি নিজের কাজে যাও। আর মুখ একদম সেলাই করে রাখবে—বোঝা গেছে ?'

নির্বোধের মত মাথা ঝাঁকায় পোস্টমাস্টার, ঘুরে ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে যায় দোকান থেকে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে, রাস্তার ডানে-বাঁয়ে চকিতে নজর বোলায় সে, দ্রুতপায়ে এগোয় উলটো দিকে। পোস্ট অফিসে ঢুকে দড়াম করে বন্ধ করে দেয় দরজাটা।

চিঠির বিষয়বস্তু সে জানে না, কিন্তু আন্দাজ করতে পারে। ওসমান বাড়িতে সাহায্য চেয়ে লিখেছে।

কাজে বসে ব্যাটারটন, কিন্তু বাধ্য হয় উঠে পড়তে। তার হাত এভাবে কাঁপতে শুরু করে যে সে কিছুই করতে পারে না। অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করে চলে পোস্টমাস্টার।

চোখ বোজে সে। একটা মানুষকে দেখতে পায়। ফাঁসিকাঠে ঝুলছে। পা ছুড়ছে অনবরত। ঘাড় কাত একপাশে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। ঠোঁটের কোণে লালা। জিভ আধহাত বেরোন।

আতঙ্ক অনুপ্রবেশ করে ওর চিন্তায়। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে ?

উন্মাদ হতে চলেছে? গত কমাসের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে ঘুমোতে পারেনি সে। উফ, খোদা, আমি ভুলতে পারছি না কেন?

সেভারো ভার্গাস বোতলের আশ্রয় নেবে এটাই তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক স্যাগুয়েরোর মেজাজ স্পর্শকাতর হয়ে ওঠা। তার বেলায় যা হচ্ছে, সবাইকে যদি ঘটনাটা এভাবে তাড়িয়ে বেড়ায় দুঃস্বপ্নের মত, প্রত্যেকেরই পাগল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

ওরিন ওসমানের কথা ভাবে ব্যাটারটন, ভাবে লোকটার জেদের কথা। আর একটা দিন যদি শহরে থাকে ও, জেনে যাবে। এবং তার পর···

তারপর কী? কী করতে পারবে সে? জো ওসমানের লিঞ্চিংয়ে যারা অংশ নিয়েছিল নিশ্চয় তাদের সবার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারবে না, কেননা সেক্ষেত্রে এই শহরের প্রতিটা লোক, এবং এর বাইরেরও কয়েকজনের সঙ্গে তাকে লড়তে হবে।

তবে একটা ব্যাপারে পোস্টমাস্টার নিশ্চিত। ঘটনাটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, স্যাগুয়েরোর যে-স্বপ্ন সেটা ভুলে যেতে হবে। লিঞ্চিংয়ের কলঙ্কে ভূতুড়ে শহরে পরিণত হবে এটা। এবং এর অধিবাসীরা খতম হয়ে যাবে।

তবে অ্যাংগাস বলেছে জিম লরেন্স সামলাবে এসব। বেশ, সে-ই সামলাক। দোষ তার। এর দায়ভাগ তাকেই বহন করতে হবে।

পাঁচ

গোরস্থান থেকে ফেরার পথে, আপনমনে ভ্রূকুটি করে জিম লরেন্স। অত্যন্ত একগুঁয়ে এই ওসমান। স্বেচ্ছায় সে শহর ত্যাগ করবে না। হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে তুলে দিতে হবে স্টেজে। পাহারার জন্যে লোক দিতে হবে সঙ্গে যেন মাঝপথে কোথাও নেমে যেতে না পারে। শহর থেকে ওকে তাড়ালেই যে সমস্যাটার চিরস্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে তা নয়। ফিরে আসবে লোকটা, তার অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে করে, এবং তখন আরো জটিল আকার ধারণ করবে ব্যাপারটা।

নিজের চিন্তায় সে এত বিভোর ছিল যে পাশে অ্যাংগাস ওয়েলসের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে। ওয়েলস্ বলছিল, 'ওকে আমাদের ঝেড়ে ফেলতে হবে, জিম। এটাই একমাত্র পথ।'

লরেন্স তার দুর্বহ মাথাটা ঘুরিয়ে অ্যাংগাসের দিকে তাকায়। মেয়রের মুখ পাণ্ডুর, চোখে ভয়। যাত্রার ঢঙে প্রশ্ন করে লরেন্স, 'তা কীভাবে সারতে চাও কাজটা? তুমিই খুন করবে ওকে নাকি আমাকে করতে বলছ?'

'তুমি পারবে…ওকে তুমি শহর ছাড়তে বলেছ, কিন্তু ভাল করেই জান ও যাবে না। ওর পিস্তল আর মানি বেল্ট উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিচ্ছো না কেন? পিস্তল মাইনিয়ার্ড ব্রুকসের কাছে আছে। মানি

বেল্টটা সম্ভবত নিয়েছে রিকার। তারপর স্টেজে উঠতে আদেশ করবে ওকে। যদি পিস্তল বার করে, ব্যাটাকে খতম করতে আর কোন আইনগত বাধা থাকবে না তোমার,।'

'তোমার জন্যে তাহলে সহজ হয়ে যায় সবকিছু, তাই না, অ্যাংগাস ? এই নোংরা কাজটা আমাকে দিয়ে করাতে পারলে অন্যরাও বেশ হালকা হতে পারে।' ওয়েলসের দিকে চেয়ে থাকে শেরিফ, চোখে নগ্ন ঘৃণা। তবু, এ-ঘৃণার লক্ষ্য সবটাই মেয়র নয়। এর বিরাট একটা অংশ তার নিজেরও প্রাপ্য। লোকগুলো যখন ছিনিয়ে নিতে এসেছিল, তার বন্দীকে সে রক্ষা করতে পারত। কিন্তু তা না করে নিজেকে সে এই বলে বুঝিয়েছিল, এরকম একটা খুনীকে বাঁচাতে জেলখানার সামনে গণহত্যা চালান তার উচিত হবে না। বিনা প্রমাণে ওসমানকে সে লোরিনা নিউকার্কের হত্যাকারী সাব্যস্ত করেছিল। ওদের সে সুযোগ দিয়েছিল ওকে ছিনিয়ে নিতে, কারণ লোকটার নিরাপত্তার জন্যে সে, জিম লরেন্স স্যাগুয়েরোর শেরিফ, নিজের হাতে অন্যের রক্ত মাখতে চায়নি।

অ্যাংগাস ওয়েলস বলে, 'ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাব, জিম। খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে শেষ হয়ে-যাবে আমাদের শহরটা। আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই ভূতুড়ে শহরে পরিণত হবে স্যাগুয়েরো।'

মাথা ঝাঁকায় শেরিফ। ওয়েলসের কথা ঠিক। নিজের গোপন কোন পাপের জন্যে, বিশেষ করে আশেপাশের সকলেই যখন সেই পাপের ভাগীদার, এবং এটা নিশ্চিত বোঝা যায় যে কেউই ফাঁস করবে না ব্যাপারটা, তখন প্রতিনিয়ত বিবেকের কশাঘাত সয়ে বেঁচে থাকা এক কথা। কিন্তু যদি ছুনিয়াসুদ্ধ লোকে জেনে যায়···যদি দেশের সমস্ত

কাগজে ছাপা হয় ঘটনাটা···উফ, খোদা, এই শহরের লোকজনকে সবাই নরহত্যাকারী জানবে, চিরজীবনের জন্যে একঘরে করবে তাদের। কারো যদি বিচার বা সাজা নাও হয়।

ওরিন ওসমানকে সে বেঁচে থাকতে দিলে···ওসমান তার ভাইদের নিয়ে ফিরে আসবে এবং তখন জানাজানি হয়ে যাবে সবকিছু। চাপের মুখে নতিস্বীকার করবে কেউ-না-কেউ। সব ফাঁস করে দেবে।

অতীতে ফিরে যায় জিম লরেন্স, ল-অফিসার হিসেবে নিজের দীর্ঘ কর্মজীবনের কথা ভাবে। রেঞ্জারদের সঙ্গে টেক্সাসে তার চাকরি জীবনের শুরু। গৃহযুদ্ধের পর আরো পশ্চিমে সরে এসে থিতু হয়েছে এই শহরে। এমন এক মুহূর্তে যখন শেরিফের অর্ধেক সময়ই কাটত অ্যাপাচিদের ধাওয়া করে। ছমাস আগেও নিজের ব্যাজ নিয়ে তার গর্বের অন্ত ছিল না। ছমাস আগেও তার জীবনে এমন কোন কলঙ্ক ছিল না যার গ্লানিতে বাকি জীবন তাকে অনুশোচনা করে কাটাতে হয়।

লরেন্স ভাবে মেরি আজ বেঁচে থাকলে কী বলত এ-ব্যাপারে, তবে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে হয় না তাকে। জানে জিম কী বলত মেরি, কী ভাবত, এমনকি নিজের ভেতরে সেটা লুকিয়ে রাখলেও। কয়েদিকে সে জনতার হাতে তুলে দিয়েছে এটা দেখার জন্যে মেরি বেঁচে নেই বলে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয় শেরিফ। ধন্যবাদ দেয় তার লজ্জা তার স্ত্রীকে স্পর্শ করেনি বলে।

ওসমানকে জনতার হাতে তুলে দেয়া আর রক্ষা করবার মাঝে সূক্ষ্ম একটা দেয়াল ছিল। সে-রাতে আরেকটু হলেই শটগানটা ছুড়ত সে। যদি না ওসমানের অপরাধ সম্পর্কে অতটা নিশ্চিত হত। যদি না নিশ্চিত হত···

শহরের ব্যবসা কেন্দ্র, রিভার স্ট্রিটে পৌঁছয় ওয়েলস আর লরেন্স। ওয়েলস ঘুরে তার দোকানের দিকে এগোয়। লরেন্স রাস্তা পেরিয়ে হোটেলে গিয়ে ঢোকে।

ডেস্কে পাওয়া যায় মাইনিয়ার্ড ক্রুকসকে। ডেস্কের ওপর তার বিরাট হাত দুটো রেখে মৃদু স্বরে লরেন্স বলে, 'মাইনিয়ার্ড, ওর পিস্তল আর গানবেল্টটা দাও।'

তড়বড় করে কিছু বলতে যাচ্ছিল ক্রুকস, কিন্তু শেরিফের কঠোর দৃষ্টির সামনে থেমে যায় সে। ড্রয়ারে হাত ঢুকিয়ে পিস্তল আর বেল্ট বার করে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিনিস দুটো সে নামিয়ে রাখে ডেস্কের ওপর।

লরেন্স তুলে নেয় ওগুলো, হোলস্টারের গায়ে বেল্টখানা জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে।

সূর্য আগুন ঝরাতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে, কিন্তু লরেন্স এখানে দীর্ঘদিন, তাই গায়ে মাখে না সেটা। মরু-গিরগিটির মত সহ্যক্ষমতা তার, অক্লেশে প্রচণ্ড গরম হজম করতে পারে। একটু থামে শেরিফ, ভাবে ওরিনের পিস্তল আর টাকা উদ্ধারের মধ্য দিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে লোকটাকে হত্যা করবার ব্যাপারে ওয়েলসের প্রস্তাব গ্রহণ করছে কি-না। সবেগে ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ায় লরেন্স, জেল-ভবনের দিকে এগোয়।

তালা ছিল না দরজায়। ভেতরে ঢুকে ডেস্কের ওপর গানবেল্ট সমেত পিস্তলটা রাখে জিম। তারপর আবার বাইরে বেরিয়ে একসারি এডৌবির পাশ দিয়ে লিভারি বার্নে যায়।

হাপরে নাল তাতাচ্ছিল রিকার। কাছেই বাঁধা ছিল একটা ঘোড়া।

মারামারিতে রিকারের মুখও ক্ষতবিক্ষত হয়েছে দেখে চাপা পুলক

অনুভব করে লরেন্স। বিরক্তির সঙ্গে কামারের দিকে তাকায় সে। এ-ধরনের লোককে একদম সহ্য হয় না তার। অল্পবুদ্ধির গোঁয়ার গোবিন্দ, দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে এরা সুখ পায়। শীতল স্বরে লরেন্স বলে, 'ওসমানের মানি বেল্টটা আমাকে দাও, রিকার। অক্ষত অবস্থায়।'

'নেই আমার কাছে। কী ভেবেছ তুমি, এভাবে চোখ রাঙাচ্ছ কেন আমাকে?'

সতেজে জবাব দেয় লরেন্স, 'আহ্, রিকার। আমি তর্ক করতে আসিনি। দাও ওটা।'

শেরিফের চোখে চোখ রাখতে চেষ্টা করে রিকার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নড়ে যায় তার পাপড়ি। বিড়বিড় করে খিস্তি করে সে। ঘুরে হেলে-দুলে অদৃশ্য হয় বার্নের ভেতরে। খানিক বাদে মানি বেল্টসহ ফিরে আসে আবার। বিনা বাক্যব্যয়ে জিনিসটা হাত বাড়িয়ে নেয় লরেন্স। চলে আসতে গিয়েও আবার সে ঘুরে দাঁড়ায়। 'পুরোটাই আছে তো? মিথ্যে বললে কিন্তু ফাটকে পুরব তোমাকে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আছে। তোমার নিকুচি—'

'মুখ সামলে, রিকার!'

'এত চোটপাট কিসের তোমার শুনি? আমাদের কারো চেয়ে তোমার দোষ কম নয়। ইচ্ছে করলেই তুমি আমাদের থামাতে পারতে। কিন্তু তা করনি।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়ায় লরেন্স, প্রখর রৌদ্রের ভেতর পা রাখে। নিজেকে তার নোংরা পঙ্কিল মনে হয়। কোণঠাসাও। এবং মরিয়া। সারাজীবনের সততা দক্ষতা মুহূর্তের ভুলে এভাবে তুচ্ছ হয়ে যাবে? দীর্ঘকাল যাদের আপন জেনে এসেছে তাদের ওপর গুলি ছুড়তে হলে

কী করবে একজন মানুষ? প্রশ্নটা মনে জাগবার বহু আগেই এর উত্তর সে জানে। গুলি ছোড়া উচিত ছিল তার। আইনের শাসন বজায় রাখতে শপথ গ্রহণ করেছিল সে। দৈনন্দিন জীবনে যত শ্রদ্ধেয়ই হোক না কেন, খুনে রক্তপিপাসু জনতার অপরাধ তাতে একটুও হালকা হয়ে যায় না।

শ্রদ্ধেয়! ঘৃণায় বিকৃত হয় তার মুখ। জো ওসমানকে ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁসি দেবার সময়ে একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত বন্য উল্লাসে মেতে উঠেছিল ওরা। কিন্তু পরে—লোকটাকে নামিয়ে কবরস্থ করবার সৎ-সাহসটুকু পর্যন্ত কারো হয়নি। সে-দায়িত্ব লরেন্সকেই পালন করতে হয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে, রাস্তার ওপাশে তাকায় সে, সিড স্টোরের পেছনে স্যাগুয়েরোর একমাত্র কটনউড গাছটাকে চোখে পড়ে। শিউরে ওঠে তার শরীর।

নিজের দফতরে ফিরে আসে লরেন্স। দরজায় পৌঁছে সে দেখে ঘাড়ে বেলচা ফেলে রিভার স্ট্রিট অতিক্রম করে হোটেল অভিমুখে যাচ্ছে ওরিন ওসমান। হাঁক দেয় শেরিফ:

'ওসমান!'

ওরিন ঘাড় ফেরাতে তাকে হাত ইশারা করে লরেন্স। তারপর অফিস-কামরায় ঢুকে অপেক্ষা করতে থাকে অস্থিরচিত্তে। এইমাত্র মনস্থির করে ফেলেছে সে। যদিও জানে মারাত্মক ঝুঁকি আছে এতে, তবু টলবে না সে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে। ওরিনকে পিস্তল আর টাকা সে ফিরিয়ে দেবে, এবং সমস্ত বিপদাপদ থেকে তাকে রক্ষা করবে। ল-অফিসার হিসেবে এটাই তার দায়িত্ব।

জীবনে একটা ভুল সে করেছে, আর সেটা বাড়াচ্ছে না।

এই সিদ্ধান্ত হয়ত তার ধ্বংস ডেকে আনবে। এমনকি মৃত্যুও হতে

পারে, তবু সিদ্ধান্তটা নিতে পেরে এখন গর্ব বোধ করে লরেন্স। অপেক্ষায় থাকে সে, তারপর ওরিন যখন পা রাখে দরজার ভেতরে, পিস্তল আর মানি বেল্টখানা তাকে ফিরিয়ে দেয়।

'টাকাগুলো গুনে নাও,' শেরিফ বলে। 'সব ঠিকঠাক আছে কিনা আমি জানতে চাই।'

বেলচা নামিয়ে রেখে, গানবেল্টটা কোমরে জড়িয়ে নেয় ওরিন। হোলস্টার থেকে পিস্তল বার করে পরখ করে সেটা।

আবার তাড়া দেয় জিম, 'কই, টাকা গুনলে না? আমি জানতে চাই সব আছে কিনা।'

ওরিন তাকায় ওর দিকে, শেরিফের চোখে ভিন্ন এক দৃষ্টি আবিষ্কার করে আজ। মানি বেল্টটা খুলে ভেতরের জিনিসগুলো একবার দেখে নেয় সে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'আছে।'

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে লরেন্স জানতে চায়, 'স্টেজ ধরছ তো?'

'না। জো-র ভাগ্যে কী ঘটেছে আমি জানি। কিন্তু এর কারণটা জানতে পারিনি এখনো। চলে যাবার আগে সেটা আমাকে জানতে হবে। বড় ভাই হিসেবে ওর প্রতি এটুকু দায়িত্ব আমার আছে।'

'কে…কীভাবে…?'

'ভার্গাস।'

কী যেন বলতে গিয়েও চুপ করে যায় জিম, ভ্রূকুটি করে। কোন অজুহাত দেখান নিরর্থক। সে কেবল এটা বলে, 'ধর ঘটনাটা তোমাকে বললাম আমি…তখন যাবে তো?'

মাথা নাড়ায় ওরিন। ওর চোখে যুগপৎ ক্রোধ ও ঘৃণা। কিন্তু মুখে বলে না কিছু।

'কেন? বদলা নিতে চাও?'

'হয়ত। ঠিক জানি না। জো-র কথা ভাবলে শুধু একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি চোখে, ফাঁসিকাঠে ঝুলছে ওর শরীর, লাল হয়ে গেল মুখ, তারপর নীল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিনা দোষে তোমরা ওকে চরম শাস্তি দিয়েছ।'

'ওরা তোমাকে খুন করবে, ওসমান। যেভাবে তোমার ভাইকে করেছে।'

ওরিন অপলকে চেয়ে থাকে শেরিফের দিকে। লরেন্স ধপ করে বসে পড়ে ডেস্কে। নিজের সাফাই গাইবার প্রয়াস পায়। 'আমার একটা সিদ্ধান্ত নেবার ছিল। হয় গুলি করব, নয়ত জনতা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে আমার কয়েদিকে। দ্বিধায় পড়ে যাই আমি। খোদার কসম, শুধু এটাই আমার দোষ। সামান্য ইতস্তত করেছিলাম। যখন ঘোর কাটল, দেরি হয়ে গেছে অনেক।'

তবু কিছু বলে না ওরিন। ঘুরে বেরিয়ে আসে রাস্তায়, পেছনে বেলচাটা ফেলে রেখে। হোটেল অভিমুখে হাঁটতে থাকে সে, জিম লরেন্সের দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে যায়।

ওদিকে মানসিক যাতনায় তখন বেঁকে গেছে শেরিফের মুখ। লোকটা নির্বোধ, ভাবে সে। এই শহর ওকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে। এখানে থাকলে যে-পরিণতি হবে, সেটার কাছে গতরাতে রিকার ওর যে-অবস্থা করেছে তা কিছুই নয়।

বিষাদের ছায়া ঘনায় লরেন্সের মুখে। সে-রাতে একটা ভুল সে করেছিল। এখন তার মাশুল গুনবার সময় হয়েছে।

ছয়

মাতালের মত টলতে টলতে রিভার স্ট্রিটে এসে হাজির হয় সেভারো ভার্গাস। ভীষণ ঘামছে সে, গরমের স্বাভাবিক ঘাম নয়, এটা ভয় আর নিজের ওপর বিরক্তিজনিত। পায়ের কাঁপুনিতে তার হাঁটতে কষ্ট হয়।

ড্রিংক দরকার তার। ওহ্, খোদা, চাতক পাখির মত ছটফট করে ওঠে ভার্গাস। টলতে টলতে ডাচ-স্ স্যালুনের দিকে এগোয় সে, কিন্তু ভেতরে অনেক লোক রয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে এম্পোরিয়ায় গিয়ে ঢোকে।

ওকে আসতে দেখে ভ্রূকুটি করে জেক নিউকার্ক। খাঁ-খাঁ করছে স্যালুনটা। গত কমাস ধরেই এরকম খালি পড়ে থাকছে এটা। ভার্গাস বোঝে না এখনো কীভাবে দিন চলছে জেকের।

নিউকার্কও মদ গিলছিল। তার মুখ লাল হয়ে আছে, চোখে দুর্বোধ্য, হিংস্র দৃষ্টি। সোজা বারে এসে দাঁড়ায় ভার্গাস, বলে, 'হুইস্কি, জেক।'

সেভারো দুই পুরুষের মেক্সিক্যান। স্যাগুয়েরোর বিশ মাইল পুবে পাহাড়ি অঞ্চলের এক ঝুপড়িতে তার জন্ম। ওর মা-বাবা স্প্যানিশ ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানত না কিন্তু সেভারো স্প্যানিশ ও ইংরেজি

দুটোতেই মোটামুটি স্বচ্ছন্দ। মাঝেসাঝে ভাষা দুটো সে গুলিয়ে ফেলে বটে তবে সেটা যতখানি না প্রয়োজনে তার চেয়ে বেশি অভ্যাসের বশে।

ওর দিকে বোতল আর গ্লাস এগিয়ে দেয় নিউকার্ক। বারের ওপর একটা ডলার রাখে ভার্গাস। কম্পিত হাতে গ্লাসে মদ ঢেলে এক ঢোকে সাবাড় করে সবটা। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকে সে, আবার গ্লাস ভরে নেয়। বাজারের সবচেয়ে জঘন্য হুইস্কি তাকে দিয়েছে জেক। কিন্তু সে পরোয়া করে না। গিলতে পারলেই তার হল।

নিজের জন্যে আরেক দফা ড্রিংক নেয় জেক। নীরবে ভ্রূকুটি করে ভার্গাসের উদ্দেশে। আগের চেয়ে অচঞ্চল হাতে সেভারো উঁচু করে তার হাত। তরল পানীয়টুকু গলায় ঢেলে দিয়েই, বারের পেছনে-দাঁড়ান নিউকার্কের দিকে চকিতে একবার তাকায় সে।

এম্পোরিয়া ইদানীং ফাঁকা থাকবার হেতু রয়েছে। এই হেতুর উৎপত্তি ছমাস আগে। সেইরাতে যে-মহিলা খুন হয় সে ছিল নিউ-কার্কের স্ত্রী, এবং নিউকার্ক লিঞ্চ মবের নেতৃত্ব দিয়েছিল। শহরবাসীরা এজন্যে দোষ দেয় তাকে, এই বিশ্বাসে যে ওর ইন্ধন ছাড়া জনতা সেদিন খেপে উঠত না ওরকম। তবে ধারণাটা ঠিক নয়। সেভারো জানে এটা, ওরা যদি নাও জানে। জেক নেতৃত্ব না দিলেও, অন্য কেউ ঠিকই দিত। ভয়ঙ্কর সেই রাতে জীঘাংসায় মেতে উঠেছিল স্যাগুয়েরো।

শূন্য দৃষ্টিতে সামনে-রাখা বোতল আর গ্লাস পানে চেয়ে থাকে ভার্গাস, তার গালে কান্নার দাগ এখনো স্পষ্ট। ওই ঘটনায় নিজের ভূমিকা সে স্মরণ করে।

তিন বছর আগে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর, সে মদ্যপান শুরু করে। যখন

মাতাল হয়ে যেত, বার কয়েক সে আবিষ্কার করেছিল, স্ত্রী আসে তার কাছে। কিন্তু সময় গড়াবার সাথে সাথে ওর আসা কমতে থাকে, এবং একসময় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

তখন চেষ্টা করলে সেভারো হয়ত মদ ছেড়ে দিতে পারত, কিন্তু ব্যাপারটা ততদিনে বদাভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ফলে পানের মাত্রা বেড়ে গেল আরো, মদে ডুবে স্ত্রী হুয়ানার মুখ সে ভুলতে চাইল একেবারে।

লিঞ্চিংয়ের বছরখানেক আগে মদ ছেড়ে দিয়েছিল সে। স্বেচ্ছায় নয়, সালি বাধ্য করেছিল। একদিন মেয়েটা সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, মদ না ছাড়লে সে বিবাগী হবে।

একটা বছর সবরকম নেশা থেকে দূরে থেকেছে সে। এমনকি বিয়ার পর্যন্ত ছোঁয়নি। তারপর এল ভয়ঙ্কর সেই রাত, যখন সংঘবদ্ধ হল জনতা, আর জিম লরেন্স একা পাহারায় রইল জেলখানায়।

ভাবাবেগের তুঙ্গে উঠেছিল সেদিন মানুষ। এম্পোরিয়া বারে অ্যাংগাস ওয়েলসের চিৎকারের কথা মনে পড়ে তার। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে লোকটা বলেছিল, সবাইকে একযোগে বদলা নিতে হবে। শহরের প্রত্যেককে অংশ নিতে হবে—প্রতিটি সক্ষম পুরুষকে। তাদেরই একজনের স্ত্রীর ইজ্জত নষ্ট হয়েছে, খুন করা হয়েছে তাকে। দ্রুত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং কেবলমাত্র তাহলেই, ওয়েলস বলেছিল, ভবিষ্যতে কখনো আর এ-ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না স্যাণ্ডয়েরোয়। মনে পড়ে ওর সবার অলক্ষ্যে সরে পড়বার চেষ্টা করেছিল সে, মনে পড়ে সেজন্যে ওকে ওদের বিদ্রূপের কথা। ওরা জানতে চেয়েছিল আজ যদি তার মেয়ে সালির এ-অবস্থা হত তাহলে সে কী করত।

তাই সেও শরিক হয়েছিল লিঞ্চ মবে। এ-লজ্জা তার জীবনে ঘুচবে না, ওই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সেও একজন আসামি। জনতার কাতারে শামিল হয়েছিল সে, এবং সম্মিলিতভাবে শেরিফ আর তার বন্দুকের মোকাবেলা করেছিল। ওসমানকে টেনেহিঁচড়ে বার করে নদীতীরের কটনউড গাছ অবধি নিয়ে যাবার ব্যাপারে সে সাহায্য করেছিল। লোকটা যখন বারবার প্রতিবাদ করে নির্দোষ দাবি করছিল নিজেকে, তখন সে বধির থেকেছে। এমনকি জনতার সুরে গলা মিলিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'তাহলে তোমার মুখে ওই আঁচড়গুলো কিসের?'

ওসমান যখন চিৎকার করে বলেছিল ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলার সময় তার গাল ছড়ে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ওইসব দাগ, স্যাগুয়েরোর লোকেরা সেটা বিশ্বাস করেনি। তবে লোকটাকে যখন গলায় ফাঁসির দড়ি পরে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে দেখেছিল—অনুশোচনা হয়েছিল তার। ওদের থামাবার জন্যে আরেকটু হলেই চেঁচিয়ে উঠেছিল সে।

আরেকটু হলেই, কেননা সে চিৎকার করেনি। বরং দেখেছে, চাবুকের আঘাতে লাফিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াটা, আর একজন মানুষ ঝুলতে লাগল গলায় দড়ি লটকে, পেণ্ডুলামের মত, সামনে পেছনে, সামনে পেছনে···

শিউরে উঠে সেভারো, আবার গ্লাস ভরে নেয়। এখনো তার চোখে ভাসে দম বন্ধ হয়ে লোকটার মৃত্যুর দৃশ্য, দেখতে পায় সেই বীভৎস পেণ্ডুলামটা। জনতার চিৎকার শুনতে পায়।

পরে অবশ্য থিতিয়ে আসে উত্তেজনা। কিন্তু অনুশোচনা করেনি কেউ। বরং স্যালুনে জড় হয়ে সবাই বলাবলি করেছে, কাজটা ভয়ঙ্কর হলেও, এটাই তাদের একমাত্র করণীয় ছিল। আর সেভারো, যেহেতু

বুঝেছিল কোন প্রয়োজন ছিল না এর, অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছিল ব্যাপারটা নিছক হত্যাকাণ্ড ছাড়া অন্যকিছুই নয়, সেই রাত থেকে আবার মদ ধরেছে।

এবং পরদিনই শুরু হল পালটা অভিযোগ। মরুভূমিতে গরুবাছুরের খোঁজে যাবার সময়ে নিকোলো ফিঞ্চ এবং আরেক লোকের সঙ্গে হঠাৎ এক ভবঘুরের দেখা হয়, এবং লোকটা অহেতুক তাদের আক্রমণ করে। শেষ পর্যন্ত গোলাগুলিতে মারাত্মক আহত হয়ে ফিঞ্চ আর তার সঙ্গীর হাতে ধরা পড়েছিল ভবঘুরে। মরার আগে একজন পাদ্রির কাছে সে নিজের অপরাধ স্বীকার করে যায়। বলে, জেক নিউকার্কের স্ত্রীকে সে-ই হত্যা করেছে।

লাশ, এবং সেই সঙ্গে খবরটা শহরে বয়ে আনে নিকোলো ফিঞ্চ। চব্বিশটা ঘণ্টা কবরের মত নীরব হয়ে থাকে স্যাগুয়েরো। কেউ কারো দিকে তাকাতে পারেনি। স্ত্রীরা স্বামীদের সাথে কথা বলেনি, আর স্বামীরা স্ত্রীদের সাথে। শেষমেষ, যেহেতু প্রত্যেকেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, যাদের কারণে এই দুর্ঘটনা তাদেরকে দুষতে শুরু করল ওরা। জেক নিউকার্ক। অ্যাংগাস ওয়েলস। এবং জিম লরেন্সকে, কেননা নিজের দায়িত্ব সে পালন করেনি। সবাই একমত হয়, গুলি করাই তার উচিত ছিল। এতে অন্তত একদল খুনীতে পরিণত হওয়া থেকে রেহাই পেত স্যাগুয়েরোর মানুষ।

এক সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল এই পালটা অভিযোগ। তারপর সবাইকে ডেকে অ্যাংগাস ওয়েলস সাবধান করে দিল যেভাবেই হোক গোপন রাখতে হবে লিঞ্চিংয়ের ঘটনাটা, নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে স্যাগুয়েরো এবং তার আঁচ এখানকার সবার গায়েই লাগবে। স্যাগু-

য়েরো এখন কাউন্টি সিটের মর্যাদা পেয়েছে, বলেছিল সে, এবং ভবিষ্যতে টেরিটোরিয়াল ক্যাপিটাল হবার সম্ভাবনাও তার আছে। কোন একদিন, ফেডারেল স্টেটের মর্যাদা পাবে এই টেরিটোরি, আর স্যাগুয়েরো, নদীতীরে অবস্থিত হবার সুবাদে, তার রাজধানী হবে।

ছমাস যাবৎ ঘটনাটা তাই সযত্নে গোপন রেখে আসছে সবাই, এবং লিঞ্চিং সম্পর্কে আর কেউ কোন কথা তোলেনি। কিন্তু প্রত্যেকেই তার বিবেকের যাতনায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। প্রত্যেকেই অনুভব করছে, অন্য কেউ যদি নাও বোঝে, মর্মান্তিক ওই দুর্ঘটনার জন্যে সে নিজে কতটা দায়ী।

এখন ফাঁস হয়ে গেছে সেই গোপন রহস্য। ওসমানের ভাই শহরে এসেছে। এবং কিছুক্ষণ আগে পিপাসার্ত সেভারো ভার্গাসকে রাস্তায় আটকে জোর করে সত্য কথাটা বার করে নিয়েছে তার পেট থেকে।

অপরাধীর দৃষ্টিতে জেকের দিকে তাকায় ডাক্তার। পকেট হাতড়ে বার করে আরেকটা ডলার, বারের ওপর ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে যায় ঝটপট। ওরা যদি জানে সে বলে দিয়েছে···প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও কাঁপে সেভারো।

আতঙ্কে, রাস্তার দুপাশে নজর বোলায় সে। শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ওরিনকে, কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে। ঘুরে দুই স্যালুনের মধ্যবর্তী গলিতে ঢুকে ভার্গাস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে।

বার কয়েক হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় সে। প্রতিবারই, আতঙ্ক আর নিশ্বাসের অভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে, উঠে আবার ছুট দেয়। বাসায় পৌঁছে ঘরে ঢুকে দরজায় হুড়কো না দেয়া পর্যন্ত কোথাও সে থামে না। স্ট্রেট-ব্যাক একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে ডাক্তার, অবসাদে

আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। তুই পায়ের মাঝে মেঝের দিকে সে চেয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে।

পিস্তলটা ফেরত পেয়ে আশ্বস্ত বোধ করে ওরিন। ওরা হয়ত খুন করবে তাকে, কিন্তু সে-ও অসহায়ভাবে মরবে না।

এখন শহরবাসীদের শত্রুতাকে বোঝে সে। নিছক কল্পনা ছিল না ওটা ; হোটেলে সে ঢোকার মুহূর্ত থেকেই ব্যাপারটা এখানে দারুণ-ভাবে বর্তমান।

ঠিক এ-মুহূর্তে রাগ-দ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠে যায় ওরিন, এতই বিচলিত বোধ করে। ভাই জো, আর তার মৃত্যুর কথা ভাবে সে। বিনা অপরাধে জনতার রোষের বলি হতে হয়েছে বেচারাকে। মাতাল জনতা তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। শেরিফের কথাও ভাবে সে। বন্দুকহাতে জনতার মুখোমুখি হয়েছিল লোকটা, কিন্তু তার কয়েদিকে ওরা ছিনিয়ে নেবার সময় ওটা সে ব্যবহার করেনি।

অনুভব করে ওরিন, একটুও বদলায়নি এই শহরের মানুষগুলো। যে-জঘন্য কাজ করেছে ওদের অপরাধ কেবল সে-কারণে নয়। যা কিছু তুঃখ ওদের সেটা জো নয়, নিজেদের জন্যে। উপরন্তু, নিজেদের কুকর্ম গোপন রাখতে আরেকটা হত্যাকাণ্ডের জন্যে তারা প্রস্তুত হয়েছে। যদি সম্ভব হয়, তাকে ওরা খুন করবে, যেভাবে পারে। অবশ্যই, প্রত্যেকেই চাইবে এই নোংরা দায়িত্বটা অন্য কেউ পালন করুক। তবে কাজটা ঠিকই সমাধা করা হবে।

হোটেলে পৌঁছে ক্ষণিকের জন্যে থমকে দাঁড়ায় ওরিন, পার্শ্ববর্তী পোস্ট অফিসের দিকে তাকায়। আজকের স্টেজে তার চিঠিটা যাচ্ছে

না। এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিত। হয়ত এরই মধ্যে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ওটা তবে অন্য আরেকটা উপায় আছে···

হোটেল লবিতে ঢোকে সে। ডেস্কে যায়। অস্বস্তিভরে ওর দিকে তাকায় ক্রুকস, ওরিনকে হোটেল ত্যাগ করতে বলার ব্যাপারে আর কোন উচ্চবাচ্য করে না। লোকটার কাছে কাগজ আর খাম চায় ওরিন। নীরবে ডেস্কের এপাশে জিনিস দুটো ঠেলে দেয় সে। ঘুরে সোজা দোতলায় উঠে যায় ওরিন।

নিজের কামরায় গিয়ে আরেকটা চিঠি লেখে সে। খামে ভরে মুখ আটকায় ওটার, ঠিকানা লেখে লেফাফার ওপরে। স্টেজ ড্রাইভারকে রাজি করিয়ে কোনমতে চিঠিটা যদি পাচার করতে পারে এখান থেকে, ও'নীল আর অ্যাঞ্জেল—বাড়িতে এখন ওরাই রয়েছে, এবং ক্যাপ সয়্যার—ছুটে আসবে।

পরক্ষণে, পরিকল্পনায় গলদটা কোথায় লক্ষ্য করে চিঠিখানা সে পকেটে রাখে। রাস্তায় বেরোনমাত্র নজরে রাখা হবে তাকে। স্টেজ ড্রাইভারকে চিঠিটা দিতে গেলে ওদের চোখে পড়ে যাবে। ড্রাইভারের ওপর হামলা করে ওটা কেড়ে নেবে ওরা।

কিন্তু যদি নিজেই শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে স্টেজ থামাতে পারে···বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে ওরিন। রিকার লিভারি বার্ন চালায়। ওকে সে ঘোড়া দেবে না।

কারো একজনের সাহায্য প্রয়োজন হবে ওর। নিজে কিছুতেই পাঠাতে পারবে না চিঠি। কিন্তু কে করবে সাহায্য? এই অপরাধী শহরের কোন্ মানুষটা রাজি হবে সাহায্য করতে?

হতাশায় কাঁধ ঝাকিয়ে, কামরা থেকে বেরিয়ে আসে ওরিন। লবিতে নেমে ডাইনিং রুমের দিকে এগোয়। এ-অবস্থায় খাওয়া নিতান্ত

অশোভন ঠেকে ওর কাছে, কিন্তু খিদে কোন বাধাই মানে না। গতকাল সারাদিনে স্যালুনে সামান্য কিছু মুখে দিয়েছিল সে। আজ এখনো পর্যন্ত না।

কেউ ছিল না ডাইনিং রুমে, কেবল সালি। একটা টেবিলে বসে পড়ে সে। সালি আসে তার কাছে। 'আজ কেমন বোধ করছ?'

ম্লান হেসে মাথা ঝাঁকায় ওরিন। 'মোটামুটি। স্যুপ হবে?'

মাথা দুলিয়ে দ্রুতপায়ে রান্নাঘরে চলে যায় মেয়েটা। অন্তত, ওরিন ভাবে, ওরা তাকে অনাহারে মারার চেষ্টা করছে না। আজ সকালেও মেয়েটার চোখে ভয় আছে, তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্যকিছু যা গতকাল ছিল না। ওরিনের মনে হয় সেটা করুণা আর ক্রোধের সংমিশ্রণ। ওর প্রতি করুণা কেন না সালি জানে সামনে তার কী বিপদ—আর ক্রোধ, এই সীমাহীন অবিচার ওকে সইতে হচ্ছে বলে।

ট্রেতে ধূমায়িত স্যুপের বাটি নিয়ে ফিরে আসে ওয়েট্রেস। খাবারটা যখন টেবিলে নামাচ্ছে ও, ওরিন চাপা স্বরে বলে, 'ছমাস আগে কী ঘটেছিল আমি জানি। আমার ভাইকে লিঞ্চ করা হয়েছে।'

এমনভাবে চমকে উঠল সালি যে আরেকটু হলেই ছলকে পড়ছিল বাটির স্যুপ। ওরিন বলে, 'ওরা আমাকে প্রাণ নিয়ে শহর থেকে বেরোতে দেবে না। যদি সে চেষ্টা করি, কেউ-না-কেউ আমাকে খুন করবে। তুমিও নিশ্চয় জান, কথাটা সত্যি।'

শুনেছে এরকম কিছু প্রকাশ পায় না সালির ভাবভঙ্গিতে। এবার ফিসফিস করে ওরিন যোগ করে, 'আমার একটা চিঠি পাঠাবার আছে। খাওয়া শেষ হলে চিঠিটা আমি প্লেটের নিচে রেখে দেব। তুমি যদি একটু কষ্ট করে স্টেজ ড্রাইভার, বা হুইস্কি ড্রামারকে...'

মুখ সাদা হয়ে যায় ওয়েট্রেসের, ওখান থেকে সে দ্রুত সরে যায়।

একবারও তাকায় না ওরিনের দিকে।

খেতে শুরু করে ওরিন, ক্ষতবিক্ষত ফোলা ঠোঁটে যন্ত্রণা হয়। কয়েক চামচ স্যুপ খাওয়ার পর, মাথা তুলে আনমনে চারপাশে তাকায় সে। ডাইনিং রুমের দরজায় কেউ নেই। রাস্তার দিককার জানালাগুলো দিয়েও ভেতরে লক্ষ্য রাখছে না কোন লোক। কিন্তু ওরিন জানে মেয়েটা যখন খাবার পরিবেশন করছিল, এদিকে নজর রাখা হয়েছিল। এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিত, তবে এটা বুঝতে পারে না যে সালির সাথে কেউ তাকে কথা বলতে দেখেছে কিনা। কণ্ঠস্বর নিচু রাখতে চেষ্টা করেছিল সে। মেয়েটার দিকে না তাকিয়ে কথা বলেছিল। কেউ টের পায়নি এরকমটা হতেই পারে।

পরমুহূর্তে ওরিন ভাবে সালি সাহায্য করতে রাজি হবে কেন? ওর বাবাও লিঞ্চ মবেরই একজন ছিল।

স্যুপ আর রুটি খাওয়া শেষ করে সে। আগের চেয়ে একটু বল পায় শরীরে, আর সেই সঙ্গে অসহনীয় এক উত্তেজনা। এখন থেকে মৃত্যু ছায়ার মত তার পিছু নেবে। কিন্তু তাকে বেঁচে থাকতে হবে। যেভাবেই হোক। একটা অজ্ঞাতকুলশীল খুনীর পাশে জো-র কবর হতে পারে না। তেমনি ওর হত্যাকারীদের এভাবে পার পেতে দেয়াও চলবে না।

পাইপ আর তামাকের জন্যে পকেটে হাত ঢোকায় ওরিন। তামাকের প্যাকেটের সঙ্গে বার করে আনে চিঠিটা। প্লেটের পাশে তামাকের প্যাকেটটা যখন নামিয়ে রাখল সে চিঠিটা ওটার নিচে পড়ে রইল।

পাইপটা আনাড়ির মত টেবিলের ওপর ফেলে দেয় ওরিন। যখন তোলে সেটা, চিঠিখানা আস্তে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় প্লেটের নিচে।

কাঁপা-কাঁপা আঙুলে তামাক ভরে পাইপ ধরিয়ে নেয় সে। সার্লি ফিরে এলে খাবারের দাম পরিশোধ করে। মেয়েটার চোখে ভয় দেখতে পায় সে।

উঠে ডাইনিং রুম ত্যাগ করে ওরিন। লবি হয়ে রাস্তায় নামে। নিজের ভেতরে সীমাহীন উত্তেজনা অনুভব করে সে। টের পায় সংগোপনে নজর রাখা হচ্ছে তার ওপর। কিন্তু বুঝতে পারে না এখন তার কী করা উচিত। শেষমেষ ঠিক করল সে, স্যাগুয়েরোর অপরাধীরা এর পর কী করে সেটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করবে।

সাত

হোটেলের উলটো দিকে, জাজ টম কেমারার তাঁর অফিস-কামরার সুইভেল চেয়ারে বসে, জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলেন নিচের রাস্তায়। ওরিন ওসমানকে দেখতে পান তিনি, কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে তাঁর দৃষ্টির সামনে দিয়ে ঢুকে গেল হোটেলে।

আজ সকালে ইতিমধ্যেই বেশকিছু লোক দেখা করেছে জাজের সঙ্গে। তাই হ্যারিস জেন্ট্রি যখন তাঁর দরজায় সাড়া না দিয়ে ভেতরে ঢুকল মোটেই অবাক হন না তিনি।

জেন্ট্রি, কাউন্টি অ্যাটর্নি, দীর্ঘদেহী রাশভারি মানুষ। বয়স মধ্য-পঞ্চাশ। যুদ্ধে কনফেডারেট আর্মির কর্নেল ছিল, জেফ ডেভিস স্বয়ং

তাকে কমিশনে ভূষিত করেছিলেন। কলর‍্যাডোর আঞ্চলিক ভাষায় একটু টেনে-টেনে মৃদু স্বরে কথা বলে হ্যারিস, কিন্তু সময়ে তার ওই মৃদু কণ্ঠস্বরই ইস্পাতকঠিন হয়ে ওঠে। এখন ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, কেমারার ভাবেন ছমাস আগের ঘটনাটায় তিনি বা জেন্ট্রি জড়িয়ে পড়ল কীভাবে। কোন্ উন্মত্ততায় পেয়ে বসেছিল তাঁদের উভয়কেই? ট্রেনিংয়ের সময়ে পাখি পড়বার মত করে তাঁদের দুজনকেই শেখান হয়েছিল কোনরকম লিঙ্কিংয়ে তাঁদের অংশ নেয়া চলবে না! অথচ ঠিক সে-কাজটিই করেছেন তাঁরা। বিচার একটা হয়েছিল বটে, তাঁরই পরিচালনায়, কিন্তু সত্য ঘটনা এই যে জো ওসমান আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগই পায়নি।

আজ, জেন্ট্রির স্বভাবসুলভ অতি-আত্মবিশ্বাসী চেহারা খানিকটা মলিন মনে হয়। উদ্বিগ্নভাবে ভ্রূকুটি করে সে বলে, 'জাজ, লোকটা সব জানে। এখন আমরা ঠিক করতে যাচ্ছি ওর কী ব্যবস্থা করা যায়।'

কেমারার তাকিয়ে থাকেন জেন্ট্রির দিকে। তাঁর মনে পড়ে, ওই দুর্ঘটনার আগে লোরিনা নিউকার্কের কাছে নিয়মিত যাতায়াত ছিল অ্যাটনির। তিনি নিজেই দেখেছেন একবার, রাতের আঁধারে লোরিনার বাসায় ঢুকছে চুপিসারে। জাজ এও জানেন জেন্ট্রি একাই কেবল অভিসারে যেত না।

কী আশ্চর্য সম্মোহনী ক্ষমতা ছিল মেয়েটার যার টানে এই লোকগুলো সব জেনেশুনেও অন্ধের মত হাবুডুবু খেত ওর প্রেমে একথা ভাবতে ভাবতে এখন উদাস হয়ে যায় কেমারারের দৃষ্টি। এবং এই প্রথম তিনি উপলব্ধি করেন লোরিনার ওই ক্ষমতাই লিঙ্কিংকে সম্ভবপর করেছিল।

কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিরক্তি মিশিয়ে জেন্টি আবার বলে, 'আমি বলছিলাম ওর কী ব্যবস্থা করা যায় সে-ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি।'

এমনকি, এই ষাটোর্ধ্ব বয়সে, তিনিও কামনা করতেন লোরিনাকে সখেদে এ-সত্য উপলব্ধি করবার মধ্য দিয়ে বাস্তবে ফিরে এলেন জাজ কেমারার। নিজেকে তিনি সংবরণ করতে পারেননি। পুরুষের নজর কাড়বার অদ্ভুত এক ক্ষমতা ছিল মেয়েটার···

'সিদ্ধান্ত নেবার মত তেমন কিছু তো নেই, নাকি?' বললেন তিনি। 'হয় ওকে আমরা যেতে দেব, নয়ত দেখব যেন পালাতে না পারে। এক ভাবে আমাদের ধ্বংস করবে সে। আর অন্যটায়, দ্বিতীয় দফার মত আমরা খুনী হয়ে যাব।'

কথাগুলো বলতে বলতে জাজ ভাবেন লোরিনা যদি তার স্বামী জেক বা লিভারি বার্নের মালিক রিকারের মত পুরুষের প্রেমে সন্তুষ্ট থাকত তাহলে লিঞ্চিং মবের রোষানলে পড়তে হত না ওসমানকে। কিন্তু মেয়েটার পছন্দ ছিল মার্জিত রুচিবান পুরুষে। যার অর্থ শহরের গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় লোকজনের সঙ্গে অভিসার। জাজ। মেয়র। কাউন্টি অ্যাটর্নি। ব্যবসায়ী। একমাত্র এরাই পারে একটা লিঞ্চিংকে একশ ভাগ সফল করে তুলতে। এরাই পারে জিম লরেন্সকে জনতার উদ্দেশে গুলি ছোড়া থেকে বিরত রাখতে।

জেন্টি বলে, 'আহ্, জাজ, আমরা ভুল করেছিলাম। কেউ অস্বীকার করছে না সেটা। কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল ওটাই ঠিক। আমরা কেউই খুনী নই।'

ঈষৎ ছোট হয় কেমারারের চোখ। 'নই? নিজেকে একবার প্রশ্ন করে দেখ, হ্যারিস। একতলার পারলারে লোরিনার লাশ দেখে তুমি অত ক্রুদ্ধ হয়েছিলে কেন? মহিলার ইজ্জত নষ্ট হয়েছিল বলেই কি

তোমার ওই ক্রোধ? নাকি ব্যাপারটা একান্তই ব্যক্তিগত কোনকিছু?'

'জাজ, এসব ফালতু প্যাচাল শুনতে আমি এখানে আসিনি।'

'আমি দুঃখিত, হ্যারিস। আসলেই এসব বলার কোন অধিকার আমার নেই। আমার হাতও ময়লা। তবে একটা জিনিস আমি জানি। আরো নোংরা হতে যাচ্ছে না ওগুলো। তোমরা যদি ওই লোকটাকে খুন করতে চাও, আমাকে বাদ দিয়েই করতে হবে।'

'আমি বলিনি ওকে আমরা খুন করবই। আমাকে ঘাঁটাবেন না, জাজ।'

অ্যাটর্নির দিকে তাকান জাজ কেমারার। 'তুমি কী বোঝাতে চাইছ, হ্যারিস?'

ক্রোধে আরক্ত হয় জেন্ট্রির মুখ। নিচু স্বরে খিস্তি করে সে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে, ঘুরে দরজার দিকে এগোয়। মাঝপথ থেকে ফিরে আসে আবার, অতিকষ্টে রাগ সামলে। 'সবাই মিলে চেষ্টা না করলে, জাজ, আমরা হেরে যাব। এটা আমার একার সমস্যা না। আপনারও নয়। সমস্যাটা এই শহরের প্রত্যেকের।'

কেমারার মৃদু কণ্ঠে বলেন, 'এবং প্রত্যেককেই সেটা নিজের মত করে সমাধান করতে হবে। আমি এখনো জানি না আমি কী করব, তবে কী করব না তা জানি। ওই লোকের হত্যায় নিজেকে জড়াব না। বরং সম্ভব হলে তাতে বাধা দেব।'

ক্ষিপ্তভাবে কয়েক মুহূর্ত জাজের পানে চেয়ে থাকে জেন্ট্রি। তারপর ঘুরে গটগট করে বেরিয়ে যায় কামরা থেকে। দড়াম করে আছড়ে পড়ে দরজাটা।

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বোজেন কেমারার। নিঃসঙ্গ মানুষ তিনি; আঠার বছর আগে লুসি মারা যাবার পর থেকেই। লুসি

যখন মারা গেল তাঁর বয়স তখন মাত্র বিয়াল্লিশ। টুসান, স্যান্তা ফে এবং একবার শিকাগোর শেষ প্রান্ত অবধি গেছেন তিনি, কিন্তু কোথাও এমন কোন মহিলার সাক্ষাৎ পাননি যার প্রেমে পড়তে পারেন। তবে একটা ব্যাপারে জাজ নিশ্চিত, লোরিনার চরিত্র সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও, ওই মেয়ের প্রেমে তিনি পড়তে পারতেন। অত্যন্ত গভীর ভাবে, যেমন পড়েছিল জেন্ট্রি, অ্যাংগাস ওয়েলস কিংবা মাইনার্ড ক্রুকস।

গত ছমাস নিজের বিবেককে অনবরত জেরা করেছেন তিনি, সৎ-ভাবে। এবং স্বীকার করে নিয়েছেন লোরিনার বিকৃত লাশ দেখে তাঁর যে-ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল সেটা ছিল একান্তই ব্যক্তিগত। মেয়েটাকে পেতে চেয়েছিলেন তিনি। একজন নিঃসঙ্গ বুড়ো মানুষ যেভাবে আশা করে, তিনিও বিশ্বাস করতেন একদিন নিশ্চয় লোরিনা মুখ ফেরাবে তাঁর দিকে।

আর তাই, জো ওসমানকে গ্রেফতার করার পর যখন দেখা গেল তার মুখে জখম রয়েছে, তিনি অংশগ্রহণ করেন সেই উন্মত্ততায়, যা গোটা শহরকে গ্রাস করেছিল সেদিন।

এখন তাঁর পেশাজীবন শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে। কাউন্টি জাজের পদ থেকে ইস্তফা দেবেন তিনি। কোন-না-কোনভাবে, নিজেকে ক্ষমা করবার একটা পথ খুঁজে নিতে চেষ্টা করবেন।

নিজের ভণ্ডামিকে চিনতে পেরে পরক্ষণে বিকৃত হয় তাঁর মুখ। তিনি এখন ষাটোর্ধ্ব, জানেন সামনে আর তেমন কোন সম্মান যশ বা প্রতিপত্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা তাঁর নেই। অতদিন তিনি বাঁচবেন না। ওরিনের মৃত্যুতে জড়িয়ে নিজের অপরাধকে আর বাড়াবেন না জেন্ট্রিকে এ-কথা বলে বাহাদুরি দেখাবার ঝুঁকি তিনি নিতেই পারেন।

তাঁর কিছু হারাবার নেই। স্যাগুয়েরোর পাপের কথা একবার জানাজানি হলে মানুষের নিদারুণ যে-ঘৃণা তাঁকে সইতে হবে সেটা গত ছমাস ধরে বিবেকের যে-যন্ত্রণায় তিনি ভুগছেন এবং বাকি জীবন ভুগতে থাকবেন তার তুলনায় কিছুই নয়।

কিন্তু অন্যদের বেলায়? জেন্ট্রি এখনো যথেষ্ট তরুণ, ভবিষ্যতে কোন একদিন এই টেরিটোরি যখন ফেডারেল স্টেটের মর্যাদা পাবে তখন সেই রাজ্যের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হতে পারবে সে। অ্যাংগাস ওয়েলসের আছে কোটিপতি হবার মত সময়। অন্যদের ভাবতে হচ্ছে স্ত্রী-পুত্রের কথা। কিন্তু তিনি একা।

একজন যন্ত্রণাকাতর মানুষের চেহারা হয় কেমারারের। আবার সেই অবাঞ্ছিত দৃশ্যটা দেখতে পান তিনি; কাল আকাশ, অসংখ্য মশালের দপদপ আলো, শহরের একমাত্র কটনউড গাছটির সবুজ শাখাপ্রশাখা।

এবং লম্বা সমান্তরাল ডাল, ভয়চকিত ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝাঁকি খেয়ে শূন্যে উঠে-যাওয়া দড়িবাঁধা মানুষের ভার সইবার পক্ষে যেটা যথেষ্ট মজবুত। আর একটা লাশ, অশ্লীল একটা পেণ্ডুলামের মত দুলছে সামনে পেছনে…

শিউরে কেঁপে ওঠেন জাজ, অনুভব করেন, সে-রাতের মতই, তাঁর পেটের ভেতর বমি পাক দিচ্ছে। বিচারক হিসেবে আজ পর্যন্ত বহু লোককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এই ছমাস আগেও সেটা করেছেন আইনানুগভাবে, সুস্থ মস্তিষ্কে, এবং কোনরকম ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী না হয়ে।

কেন, মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত কেমারার ভাবেন, আর একটা দিন অপেক্ষা করল না ওরা? যদি করত, জো ওসমান বেঁচে থাকত এখনো।

স্যাগুয়েরোর মানুষদের কোন নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তের মোকাবেলা করতে হত না যা নিতে আজ তারা বাধ্য হচ্ছে।

ওরিন যখন হোটেল থেকে বেরিয়ে এল তখন তাঁর মনে হয় দীর্ঘ একযুগ পরে যেন লোকটাকে আবার দেখছেন তিনি। ইচ্ছেকৃতভাবে দরজার সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওরিন তার পাইপটা ফের ধরাচ্ছিল।

দম বন্ধ করে রাখেন জাজ কেমারার, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করেন এই বুঝি একটা রাইফেল গর্জে উঠল নীরব-নিথর রাস্তায়।

বারান্দায়-দাঁড়ান ওরিনকে তাঁর মনে হয় একটা অটল পাহাড়, ওর দুই পা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, পাইপখানা শাদা মজবুত দাঁতের মাঝখানে ধরা। এই অবস্থায় লোকটাকে তাঁর অজেয় বোধ হয়।

এটা তাঁর কল্পনা, জাজ জানেন। অন্য যে-কারো মত এই ওসমানও মরণশীল। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ওই লোকটাকে নিথর একতাল মাংস-পিণ্ডে রূপান্তরিত করতে একটামাত্র তপ্ত সীসাই যথেষ্ট।

ওরিনের মুখ পর্যবেক্ষণ করতে করতে কেমারারের চোখ ছোট হয়ে আসে। বলিষ্ঠ আদল। ওর মনে এ-মুহূর্তে আশানিরাশার যে-দ্বন্দ্ব তার লেশমাত্র প্রকাশ নেই সেখানে। দেখে মনে হয় পাথর-কুঁদে-গড়া একটা মুখ, এবং কোনকালে সেটা ঘষামাজা হয়নি। জাজের ঠোঁটে চকিতে হাসির ছোঁয়া লাগে। ওরিন ওসমান কঠিন প্রতিপক্ষ, এমনকি এই পাপী শহরের জন্যেও। হোটেলের ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে লোকটা যেন, এই নাজুক অবস্থাতেও, স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে স্যাগুয়েরোর উদ্দেশে।

আপটাউন স্যালুন থেকে বেরিয়ে, রাস্তা অতিক্রম করে হোটেল অভিমুখে এগোয় হুইস্কি ড্রামার। গন্তব্যে পৌঁছে, মাথার পেছনে

টুপি ঠেলে দেয় সে, তেলচিটে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মোছে। ওরিনের দিকে ফিরে আবহাওয়া সম্বন্ধে খিস্তি করতে নেয় লোকটা, তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, 'আরে। কী হয়েছিল তোমার?'

সখেদে ওরিন তার মুখে হাত বোলায়। তারপর মৃদু হেসে জবাব দেয়, 'এমন কিছু যা কোনকালেই সারবে না।' এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে যোগ করে সে, 'তুমি কি শিগগিরই স্যাগুয়েরো থেকে চলে যাচ্ছ?'

'দুপুরের স্টেজে। এখানে আমার কাজ শেষ। এরপর থামব উত্তরে, পাহাড়ি এলাকায়।' মদ-বিক্রেতার কণ্ঠস্বর চিকন, বেসুরো। ওরিন দেখে ড্রামার হোটেলে ঢুকে যাচ্ছে। আশা করে সে, চিঠিটা ওকে দেবার সময়ে আনাড়ির মত উলটোপালটা কিছু করে বসবে না সালি ভার্গাস। ড্রামার যদি বুঝতে পারে ঝুঁকি আছে এতে, কিছুই জড়াবে না এর ভেতরে।

কাছের একটা দোলনা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ে ওরিন। দোল খাওয়ার সময়ে মৃদু আর্তনাদ করে ওঠে চেয়ারটা। ছায়া আছে এখানে, কিন্তু গরম বাইরের মতই প্রচণ্ড। ঘামতে শুরু করে সে।

ভাবে ওরিন, দুপুরে যখন স্টেজ আসবে সে তাতে উঠবার চেষ্টা করলে কী ঘটবে। নিশ্চয়ই দিনদুপুরে প্রকাশ্য রাজপথে ওকে বাধা দেয়ার সাহস পাবে না ওরা।

চেষ্টাটা নেয়া উচিত, ভাবে সে। সফল হবে এ-আশা করে না। কিন্তু শহরবাসীরা উত্তেজিত হয় এরকম যে-কোন কাজই এখন তার জন্যে লাভজনক।

হঠাৎ উঠে রাস্তা পেরোয় সে। হোটেলের ঠিক উলটো দিকের ফার্নিচার স্টোরে গিয়ে ঢোকে।

দোকানের ভেতরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, সম্ভবত ওপরে আরেকটা তলা থাকায় সরাসরি রোদ আসতে পারছে না বলে। দোকানের একপাশে নানা ধরনের ফার্নিচার সাজান, অন্যদিকে হার্ডওয়্যার। আর এই দুরকম পণ্যসামগ্রীর মাঝ দিয়ে চওড়া করিডর চলে গেছে সামনে যার শেষে লম্বা কাউন্টার।

ধীর কদমে কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ায় ওরিন। ডেস্কে-বসা লোকটা চোখ তোলে। বছর চল্লিশেক বয়স হবে তার, অনুমান করে ওরিন। মাথাভর্তি ধূসর চুল, মুখটা কঠোর। ঈষৎ ক্রোধ আর ক্ষোভ মিশ্রিত স্বরে জানতে চায় দোকানি, 'কিছু করতে পারি তোমার জন্যে?'

ওরিন বলে, 'আমি একটা গ্রেভ মার্কার কিনতে চাই। কত তাড়াতাড়ি দিতে পারবে তুমি?'

চোখের পাপড়ি নড়ে যায় লোকটার। উঠে দাঁড়ায় সে, একহারা বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ, লম্বায় ওরিনের কাছাকাছি। ওর হাতে অসংখ্য কড়া, যেমন হয়ে থাকে একজন ছুতোরের। ওরিনের দিকে কাগজ আর পেন্সিল এগিয়ে দেয় সে। 'নাম আর তারিখ লিখে দাও।'

'নামটা আমি জানি, কিন্তু তারিখ বলতে পারব না। তুমি হয়ত সেটা পূরণ করতে পারবে।'

জিভ নেড়ে দোকানি তার ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নেয়। কী একটা কথা বলতে নিয়েও মত বদলায় পরক্ষণে। ওরিন লেখে:

জো ওসমান। নিহত···

ঠেলে দোকানির উদ্দেশে কাগজটা ফেরত পাঠায় সে। 'কত পড়বে?'

লেখাগুলোর দিকে তাকায় লোকটা। কাঁপতে শুরু করে তার হাত, রাগে মুঠো চাপে সে। 'আড়াই ডলার।'

'আজ দিতে পারবে?'

নীরবে মাথা দোলায় দোকানি। ওরিন আড়াই ডলারের একটা সোনার চাকতি রাখে কাউন্টারের ওপর। বলে, 'আমি ওর ভাই—ওরিন।'

ঝট করে ওপর পানে তাকায় লোকটা। তার চেহারায় যুগপৎ ভয় আর জীঘাংসা। বিড়বিড় করে সে বলে, 'হ্যারি জেব।'

ঘুরে দোকানের সামনের দিকে এগোয় ওরিন। ক্রুশটা পাওয়া যাবে না, সে জানে। এও জানে, সামনের দরজা দিয়ে ও বেরোলেই পেছনের পথে বাইরে যাবে জেব। সম্ভবত অ্যাংগাস ওয়েলসের সঙ্গে দেখা করবে গিয়ে।

বাইরে যায় সে, তারপর কৌতূহলের বশে দালানের কোনা ঘুরে পেছনের গলির দিকে এগোয়। একটা দরজা খোলা ও বন্ধ হবার শব্দ পায় সে। একটু বাদে ওয়েলস মার্কেন্টাইলের খিড়কি দরজার দিকে রওনা হল হ্যারি জেব। দোকানে পৌঁছাবার আগমুহূর্তে থেমে পেছনে তাকাল হ্যারি, দেখল গলির মুখে ওরিন দাঁড়িয়ে। ছুটতে শুরু করে লোকটা, মার্কেন্টাইল স্টোরের পেছনের লোডিং ডকের দিকে বাঁক নেয়, এবং ওরিনের দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে যায়।

এভাবে শহরকে উত্যক্ত করা বিপজ্জনক। এর ফলে গুপ্তঘাতকের বুলেটে ওর মৃত্যুর আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে।

তবু ব্যাপারটা উপভোগ করে ওরিন। ওর খোঁচায় লোকজনকে সাতঙ্কিত হতে দেখে একধরনের আমোদ পায় সে।

ওরিন জানে একটা শহরকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে।

জানে জো-কে হত্যা করার ব্যাপারে যারা সহযোগিতা করেছিল তাদের সবাইকে সে খুন করতে পারবে না। কিন্তু প্রত্যেকের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারবে।

আট

ছমাস আগের সেই লিঞ্চিংয়ের রাত্রির কথা মনে পড়লে সালি ভার্গাস এখনো হিম হয়ে যায়। ফাঁসির দৃশ্য বা পরে লাশ, কিছুই দেখেনি সে। কিন্তু দেখেছে লোরিনা নিউকার্কের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কীভাবে ন্যায়বিচারের দাবিতে শহরবাসীদের ক্রোধ নারকীয় রূপ ধারণ করেছিল যার সঙ্গে ন্যায়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। এবং দেখেছে জো ওসমানকে হাজত থেকে টেনে বার করতে। চিৎকার করে লোকটা তখন নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিল, বিচার প্রার্থনা করেছিল।

যে-অপরাধ ওরা করেছে সেজন্য শহরবাসীদের সে তীব্র নিন্দা করে, কিন্তু পাশাপাশি আতঙ্ক এবং ব্যক্তিগতভাবে লজ্জাও বোধ করে। কারণ সে জানে, শহরের আর দশটা মেয়ের মত, তারও সায় ছিল এতে। মহিলাদের ক্রোধ পুরুষদের অন্তরের আগুনকে ইন্ধন জুগিয়েছিল। মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটতে দিয়ে ওদের ক্রোধকে তারা মৌন সমর্থন জানিয়েছিল। অথচ মহিলারা তাদের পুরুষদের শান্ত করতে পারত, আর এভাবেই রোধ করা যেত ওই উচ্ছৃঙ্খলতাকে। কিন্তু

তারাও ক্রুদ্ধ হয়েছিল একটা বিশেষ কারণে : প্রত্যেকেই ভেবেছিল এই অবস্থা তারও হতে পারত।

এখন জানে সালি তা হত না। শহরের একটামাত্র মেয়ের জীবনেই ঘটবার সম্ভাবনা ছিল এটা। সে-মেয়ে লোরিনা।

যখনই কোন পুরুষের সঙ্গে মিশেছে তাকে প্রলোভনের জালে আটকেছে লোরিনা। এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কলাকৌশলের আশ্রয় নিত সে। এমনভাবে কটাক্ষ হানত সেই পুরুষকে যে সে বুঝত তাকে আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে।

সে-রাতে হোটেলের এই ডাইনিং রুমেই সেই ভবঘুরেকে লোরিনা তার চাহনি উপহার দিয়েছিল। সালির ডিউটি ছিল তখন। তাই ব্যাপারটা তার মনে আছে।

এখন ওরিন ওসমানের এঁটো থালাবাসন গোছাতে গোছাতে, সুকৌশলে থালা আর তার হাতের তালুর ফাঁকে চিঠিটা ভরে নেয় সালি।

বাসনগুলো রান্নাঘরে নিয়ে যায় সে। বাবুর্চির দিকে পেছন ফিরে ওগুলো নামিয়ে রাখে সালি, জামার বুকে লুকিয়ে ফেলে চিঠিখানা।

মিনতি বৃথা যায়নি। ওরিন ওসমানকে সাহায্য করবে সে, অন্তত এটুকু। মেয়ারকে চিঠিটা দিয়ে অনুরোধ করবে ওটা যেন সে এর পরে যে-শহরে যাবে সেখানে পোস্ট করে দেয়।

জনশূন্য ডাইনিং রুমে ফিরে আসে সালি। লবিতে যাবার দরজার দিকে এগোয়। পেছন ফিরে বসে আছে মাইনার্ড ব্রুকস। এছাড়া লবি ফাঁকাই।

ত্বরিতে, অথচ সাবধানে যেন শব্দ না হয়, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে সে। দোতলায় পৌঁছে তড়িঘড়ি এগোয় করিডর ধরে।

মেয়ারের দরজায় আলতো টোকা দেয় সালি। চড়া বেসুরো কণ্ঠের সাড়া আসে, 'ভেতরে এস।'

দরজা খোলে সালি। ওর অপ্রত্যাশিত আগমনে মেয়ারের চোখে কৌতূহল ঝিকিয়ে উঠতে দেখে। চিঠিটা বার করে সে, টের পায় তার মুখে রক্ত জমা হচ্ছে।

সালি বলে, 'আমি ভাবছিলাম আমার একটা উপকার তুমি করে দেবে কিনা?' কবাট বন্ধ করে দেয় সে।

একগাল হাসে মেয়ার। 'নিশ্চয়ই করব। বলেই দেখ না।'

সালির অস্বস্তি বাড়ে। বিছানার কিনারে বসে আছে মেয়ার। কোট আর কলার খুলে ফেলেছে আগেই। ওর বগলে ঘামের কালচে দাগ লক্ষ্য করে সালি। মুখখানা ঈষৎ তেলতেলে মনে হয়।

সালি বলে, 'আমি একটা চিঠি পোস্ট করতে চাইছি, কিন্তু এখানে সেটা সম্ভব নয়। আ···তুমি বুঝতে পারছ নিশ্চয়? আমার বাবার মত নেই এতে···মানে আমি···'

মুচকি হাসে মেয়ার। 'আলবৎ বুঝতে পারছি।'

জড়সড় ভঙ্গিতে কামরার ওপাশে গিয়ে চিঠিখানা লোকটাকে দেয় সালি। ও আশা করেছিল ভালমত না দেখেই খামটা পকেটে ভরে ফেলবে মেয়ার কিন্তু তা করে না সে। ঠিকানা আর হাতের লেখাটা খুঁটিয়ে দেখে সে এবং তারপর যখন চোখ তোলে আবার তার চেহারা একদম বদলে গেছে। এখন ভীত মনে হয় তাকে। এবং বিব্রত।

'এ-শহরের হয়েছেটা কী?' জিজ্ঞেস করে মেয়ার। 'এটা তোমার চিঠি না। হাতের লেখাটা পুরুষের, ওসমান নামের একজনকে লেখা হয়েছে। কাল রাতে যে-লোকটা মার খেল তার নামও ওসমান। আমাকে তুমি কোন্ বিপদে ফেলতে চাইছ?'

সালি বলে, 'প্লিজ। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। ওই চিঠি ওর ভাইদের কাছে লেখা।'

'তাহলে নিচের মেইল বক্সে ফেলছে না কেন? আমাকে জড়াচ্ছ কেন? আমাকে আমার চাকরি বজায় রাখতে হবে। এখানকার লোকদের চটিয়ে সেটা সম্ভব হবে না। নিশ্চয় কোন গোলমাল আছে এই শহরে। আমি, বাপু, এর ভেতর নেই। তোমার চিঠি তুমিই পোস্ট করগে।'

এখন দরদর ঘামছিল মদ-বিক্রেতা। চোখে তার ফাঁদে-পড়া ভয়ার্ত মানুষের দৃষ্টি। সালি মৃদু অনুনয় করে, 'কেউ জানবে না। তোমাকে শুধু—'

'কেন করব আমি? তোমার কাছে আমার কোন দায় পড়েনি? তোমার জন্যে কোন্ দুঃখে আমি নিজের গলায় ফাঁসি দেব?'

মেয়ারের কণ্ঠস্বর এতটা চড়ে যায় যে সালি প্রমাদ গোনে বাইরে কেউ ওদের কথা শুনে ফেলল কিনা। ড্রামারের দিকে তাকায় সে। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে ও কিন্তু সেটাকে অনেকটা ভেংচির মত দেখায়। এরপর যে-কথাগুলো বেরিয়ে আসে ওর ঠোঁটে তাতে সালি নিজেই ভীষণ চমকে ওঠে, লজ্জা পায়। 'কারণ…তুমি যদি সাহায্য কর, হয়ত আমি…' আর বলতে পারে না সে। এমনকি ওরিনের জীবন বাঁচাতেও নয়। হঠাৎ ড্রামারকে ভীষণ ঘেন্না হয় তার। ঘেন্না হয় লোকটার ঠোঁট চাটার ধরন আর চোখের তপ্ত দৃষ্টিকে।

সালির মনে হয় একবার, লোকটা বুঝি বিছানা থেকে উঠে ঝাপটে ধরার চেষ্টা করবে ওকে। পিছু হটতে নেয় সে, তারপর ইচ্ছেটাকে দমন করে প্রবলভাবে। একজন মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে এর ওপর। সৎ একজন মানুষের।

মেয়ারের চোখে কামনার সঙ্গে লড়াই করে ভয়। শেষমেষ ব্যাজার মুখে মাথা ঝাঁকায় সে। বলে, 'ঠিক আছে। কিন্তু এরপর যখন শহরে আসব…'

ঘাড় কাত করে সালি, তাকাতে পারে না লোকটার চোখে। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে দরজায় যায় সে, কবাট খুলে পা রাখে করিডরে। উদ্বিগ্নভাবে সিঁড়ির মাথায় তাকায়। দেখতে পায় না কারোকে, কিন্তু পরক্ষণে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ শোনে। কেউ একজন ছিল সিঁড়িতে। মেয়ারের কামরায় তাকে যেতে দেখেছিল সেই লোক।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পাথর হয়ে থাকে সালি। শহরবাসীদের বর্তমান মেজাজ সে বোঝে। ওদের পাপ আর সেটা আবিষ্কৃত হবার ভয়ের কথা জানে। স্যাগুয়েরোর ওই পাপকে দুনিয়ার কাছ থেকে গোপন রাখতে কেউ কেউ কতটা নামতে পারে তাও সে জানে। হাঁটু কাঁপতে থাকে তার, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

নিঃসাড়ে, পায়ের পাতার ভরে, সিঁড়ির দিকে এগোয় সালি। যখন নিচের পুরো এলাকা দৃষ্টিপথে চলে আসে তখন দেখে কেউ নেই ওখানে। খাঁ-খাঁ করছে।

ওই শূন্যতা হিমশীতল একটা স্রোত সৃষ্টি করে তার মেরুদণ্ডে। ধীরে ধীরে, ধাপে-ধাপে নিচে নামে সে।

মাইনার্ড ব্রুকস ডেস্কে নেই। লবি একদম ফাঁকা। জানালা গলে-আসা সকালের রোদে পরিবেশটাকে শান্তিপূর্ণ নিরীহ মনে হয়।

ঝটপট, প্রায় দৌড়ে, ডাইনিং রুমে ফিরে আসে সালি। একটা চেয়ারে নেতিয়ে পড়ে। তার শরীর ঘামে ভেজা, তবু নিজেকে ওর বরফের মত ঠাণ্ডা মনে হয়।

ভ্রূকুটি করে, ভয়কে জয় করবার প্রয়াস পায় সে। ওরিন ওসমান

এখানে একা। কেউ তাকে সাহায্য করবে না। সে ছাড়া আর কেউ না।

কিন্তু এই ভয়কে জয় করতে না পারলে লোকটার কোন সাহায্যই সে করতে পারবে না। জোর করে হাত দুটোকে স্থির করে সালি। নিজের অসাড় মনকে সচল করে তোলে।

লোকটাকে হঠাৎ কেন সে সাহায্য করতে চাইছে, নিজেকে প্রশ্ন করে সালি। কেন? ওকে সে ভালমত চেনেও না।

ঘাড় ফিরিয়ে সালি লক্ষ্য করে, বারান্দার একটা চেয়ারে ওরিন-ওসমান বসে। নিরুদ্বিগ্ন অলস ভঙ্গিতে। চকিতে ওর লোকটার পেশীবহুল সুগঠিত শরীরের কথা মনে পড়ে গতরাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় যেটা সে দেখতে পেয়েছিল। সালি টের পায় তার মুখ ক্রমশ তেতে উঠছে।

সাহায্য করাই উচিত ওর। তবে মানবিক কারণ ছাড়াও আরো কিছু আছে এর পেছনে। ওরিনকে সাহায্য করলে, সালি উপলব্ধি করে, সেটা ওর নিজেকেও সাহায্য করা হবে। এভাবে, সম্ভবত, নিজের অপরাধ খানিকটা লাঘব করতে পারবে সে। ওরিনের মাধ্যমে নতুন সাহস খুঁজে পাবে—হয়ত চিরতরে স্যাগুয়েরো ত্যাগ করবার মত।

এতে ওর বাবাকেও সাহায্য করা হবে। মুহূর্তের জন্যে সেভারোর প্রতি করুণায় সালির চেহারা কোমল হয়। স্ত্রী-বিয়োগ প্রচণ্ড একটা মানসিক আঘাত ছিল তাঁর জন্যে। ভুলে থাকতে মদ ধরায় বাবাকে দোষ দেয়নি সে। পুরুষরা কখনো কখনো করে এরকম। সালির একান্ত আশা, তার মৃত্যুতেও কোন পুরুষ যেন একদিন ওরকম কাতর হয়ে শোক করে।

না, শুরুতে বাবার প্রতি তার কোন নালিশ ছিল না। কারণ তখন মদ্যপানটা ছিল শুধুই তার মাকে ভুলে থাকবার একটা উপায় মাত্র। কিন্তু পরে, ব্যাপারটা একধরনের অসুখে পরিণত হয়। বাস্তব থেকে পালাবার একটা উপায় হয়ে ওঠে সেটা। তিনি মদ খেতেন সংসারের মুখোমুখি হবার সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন বলে।

সেই অবস্থা থেকে তাঁকে সে বার করে এনেছিল, বছর দেড়েক আগে, তিনি মদ না ছাড়লে সে চলে যাবে অন্য কোথাও এই ভয় দেখিয়ে। তারপর, ছমাস আগে, এই শহরের ক্রুদ্ধ উন্মত্ততায় তিনি নিজেও জড়িয়ে পড়েন।

ওই ঘটনার পর স্যাণ্ডয়েরোয় সেভারো ভার্গাস একমাত্র নন যিনি মদে ডুবে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভার্গাসের জন্যে ব্যাপারটা থেমে যায়নি। সার্বক্ষণিকভাবে চলছে। একমাত্র যে-সময়ে তাঁকে কিছুটা সুস্থ দেখা যায় তা হল ভোরে, যখন তিনি কোনমতে শয্যাত্যাগ করে বাসিমুখেই বেরিয়ে যান নতুন করে মাতাল হতে।

এখন আর মানুষ নেই বাবা, সালি ভাবে, সুরাসক্ত জানোয়ার হয়ে গেছেন। তবে ওরিনকে সাহায্য করবার ব্যাপারে তাঁকে যদি বাধ্য করা যায়···হয়ত এখনো তাঁর একটা সম্ভাবনা আছে।

ওরিনের মুখ জরিপ করে সালি। ওর নিজের-টা কোমলতর হয়ে আসে। বলিষ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল লোকটার। ও ভাবে হাসলে কেমন দেখাবে মানুষটাকে।

পরক্ষণে অধৈর্যভাবে মাথা নাড়ায় সালি। মূর্খের মত সে দিবাস্বপ্ন দেখছে। ওরিনকে যদি কোন সাহায্য করতেই হয়, তার এখানে বসে থাকলে চলবে না। ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে লবি হয়ে দরজার দিকে এগোয় সালি। চোখের কোণে একঝলক মাইনার্ড ক্রকসকে

দেখতে পায় ডেস্কে, লক্ষ্য করছে ওকে।

সালি বেরিয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়েছিল স্যাম মেয়ার। চিঠিটা যেন পুড়ছিল তার ঘর্মাক্ত হাতে। তবু আপাতত এটাকে উপেক্ষা করে সে, ভবিষ্যতের রঙিন কল্পনায় বুঁদ হয়।

খোদা, ভাবে সে, সত্যিই মেয়েটা সুন্দর। বছরখানেক আগে সালি যখন হোটেলের ডাইনিং রুমে কাজ নেয় তখন থেকেই সে ওর ভক্ত। এই মেক্সিক্যান মেয়েগুলো···তাপ আছে এদের শরীরে, সীমান্ত এলাকার মেয়েদের মধ্যে সচরাচর এমন পেলবতা পাওয়া যায় না। আর স্যালুনের মেয়েরা তো রুক্ষ প্রকৃতির হয়ে থাকে।

চিঠিখানা নাড়াচাড়া করে মদ-বিক্রেতা, তাকায় ওটার দিকে। বুঝতে পারে না সে কেন ওটা এত ভীত করে তুলছে তাকে। সামান্য একটা চিঠি বই আর কিছু তো নয় এটা। বাইরে কোথাও গিয়ে পোস্ট করে দিলেই চলবে, তারপর এক মাস পর যখন আবার সে আসবে এখানে তখন মেয়েটার কাছে দাবি জানাতে পারবে···

ঠোঁট চাটে মেয়ার। আবার দেখে চিঠিটা। কিন্তু কেউ যদি তার ঘরে মেয়েটাকে আসতে দেখে থাকে? উঠে পড়ে সে, বিছানাটা ককিয়ে ওঠে। দরজায় যায় ড্রামার, সন্তর্পণে কবাট ফাঁক করে। উঁকি দেয় করিডরে, তারপর ঝট করে দরজাটা লাগিয়ে দেয় আবার।

কেউ নেই করিডরে। কিন্তু যদি আগে থেকে থাকে তাহলে? যদি আড়ি পেতে কেউ শুনে থাকে ওদের আলাপ?

বিছানায় ফিরে যায় সে, খাটের কিনারে বসে প্রায় নিঃশব্দে তোশকের নিচে চালান করে চিঠিটা। জাহান্নামে যাক। জানে না মেয়ার কেন স্যাগুয়েরোতে এ-যাত্রায় তার এত অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

নিজের ভয়ের কারণ সে খুঁজে পায় না। কিন্তু টের পায় অনুভূতিটা আছে, জমাট বরফপিণ্ডের মত ঠিক তার বুকের মধ্যখানে।

উঠে জানালায় গিয়ে নিচের রাস্তার পানে তাকায় সে। ইতিমধ্যেই তেতে উঠেছে প্রকৃতি, গরম এখন ঘরের ভেতর গুটিপায়ে ঢুকে পড়তে চাইছে। রাস্তা শান্ত, তবু অশুভ কোনকিছু যে ফেনায়িত হচ্ছে ওখানে তাতে ভুল নেই। কিন্তু সেটা কী মেয়ার তা বোঝে না।

বিছানার দিকে চোখ ফেরায় সে, চিঠিটা যেখানে রেখেছে সেখানে। আবার সে ভাবে সালির কথা। চিঠি একবার পোস্ট হয়ে গেলে, মুখে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা হয়ত রাখতে চাইবে না মেয়েটা। 'মুখে' এই শব্দটাই ঠিক, সখেদে ভাবে মেয়ার। অথচ সে কতকিছুই কল্পনা করছিল···আসলে মেয়েটা খোলাসা করে কিছুই বলেনি। কেবল ইঙ্গিত করেছে। আর তখন যে-দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল ওর চোখে···ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা।

ভয়, কার ভয়ে? তার? তাকে সালি ভয় করতে যাবে কেন? সে ছাপোষা একজন মানুষ, বেঁটে, সীমান্তের শহরে শহরে মদ ফেরি করে। মেয়েটা তার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বাই হবে, শক্তিও হয়ত বেশি।

আবার কাঁপে মেয়ারের হাত। এমন কিছু আছে ওই চিঠিতে যা তার জীবননাশের কারণ হতে পারে। যেমন আরেকটু হলে গতরাতে মারা পড়তে যাচ্ছিল ওই ভবঘুরে।

ওঅশ স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ায় সে, বেসিনে পানি ঢেলে দাড়ি কামায়। তারপর জামা না বদলেই সেলুলয়েডের কলারটা জুড়ে দেয় ওটার সাথে, তেলচিটে টাইয়ের নট বাঁধে।

দুপুর হতে আর কত দেরি, ভাবে মেয়ার। যত তাড়াতাড়ি কেটে পড়া যায় এই অলক্ষুণে শহর থেকে ততই মঙ্গল।

অস্থিরভাবে পায়চারি করে সে, মাঝেমধ্যে চোরা চাহনি হানে চিঠিটা যেখানে আছে সেদিকে। পরিশ্রমে আরো বেশি ঘাম হয় তার এবং একতিল কমে না।

চকিতে একটা বুদ্ধি খেলে যায় মদ-বিক্রেতার মাথায়। চিঠিটা খুলে দেখলেই তো হয়। খামের মুখ ভেজালে না ছিঁড়েই খোলা যাবে। পরে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে, সে সাফ বলবে ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

একমুহূর্ত দ্বিধা করে মেয়ার, তারপর দৃঢ়পায়ে এগোয় বিছানার দিকে। কাঁপা-কাঁপা হাতে বার করে আনে সে চিঠিটা। বেসিনে গিয়ে পানিতে আঙুল ডোবায় ড্রামার, খামের মুখ ভিজিয়ে নেয় ওই আঙুল দিয়ে। অধৈর্যভাবে পানিতে আঠা আলগা হবার অপেক্ষায় থাকে সে। বার কয়েক তাকায় দরজার দিকে। আশঙ্কা করে এখুনি বুঝি কেউ এসে পড়ল।

অবশেষে লেফাফার মুখে আঙুল ঢোকায় হুইস্কি ড্রামার। একটু চাড় দিতেই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, মুখ আলগা হয়ে যায়। চিঠি খুলে পড়ে মেয়ার :

প্রিয় ও'নীল/অ্যাঞ্জেল,

আমি স্যাগুয়েরোয় পৌঁছেছি। তোদের জন্যে খারাপ খবর আছে। জো নেই। রেপিস্ট সন্দেহে ফাঁসি দেয়া হয়েছে ওকে। পরে অবশ্য আসল অপরাধী ধরা পড়েছিল। এখন ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিতে চাইছে এরা। সেজন্যে দরকার মনে করলে হয়ত আমাকেও খুন করবে। তোরা চলে আয়।

ওরিন

এবার রীতিমত ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করে মেয়ারের হাত, চিঠি খামে রাখতে গিয়ে বেগ পায় সে। লেফাফার মুখ জিভ দিয়ে সে ভিজিয়ে নেয়, তারপর খাম বন্ধ করে ওটা ফের রেখে দেয় তোশকের তলায়। নিজের দুই হাঁটুর দিকে সে তাকায়, বোঝে ওগুলোও কাঁপছে। কেউ যদি জানে চিঠিটা সে পড়েছিল···কিংবা টের পায় ওটা পাচার করবার তালে আছে···

জাহান্নামে যাক সালি! জাহান্নামে যাক···ওফ, মেয়েটা তাকে জ্বলন্ত উননে নিক্ষেপ করতে চাইছিল।

এবার পায়চারি শুরু করে মেয়ার। খাঁচা মনে হয় তার ঘরটাকে, কিন্তু এর বাইরে যেতেও সে ভয় পায়।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পায় সে। এমনকি বন্ধ ঘরের ভেতরেও নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ির আর্তনাদ স্পষ্ট শোনা যায়। বোঝে পদশব্দটা তার কামরার দিকেই এগিয়ে আসছে।

এখন আর তালা দেবার সময় নেই। নিশ্বাস আটকে অপেক্ষা করতে থাকে মেয়ার, দরজায় টোকা শুনবার।

নয়

ওদিনকে সালি ভার্গাস সার্ভ করবার সময়ে লবির দরজা থেকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল মাইনার্ড ক্রুকস। মেয়েটার অস্থিরতা আর ভয় তার

দৃষ্টি এড়ায়নি। ক্রুকস ভাবে ওরিন নিশ্চয় কিছু বলে থাকবে ওকে, কেননা মেয়েটা চমকে উঠে আরেকটু হলেই বাটির স্যুপ ফেলে ওরিনের জামাকাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

ওরিনকে এদিকে ঘাড় ফেরাতে দেখে চট করে আত্মগোপন করেছিল সে। তারপর লোকটা যখন খাওয়া সেরে পাইপ আর তামাকের প্যাকেট বার করল সে ফিরেই আসছিল কিন্তু থেমে যায় চোখের কোণে ওরিনের তামাকের প্যাকেটের নিচে চিঠিটা দেখতে পেয়ে। ওটা সে থালার নিচে ঢুকে যেতে দেখে।

ভুরু কুঁচকে ডেস্কে ফিরে আসে সে। ওরিনকে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে লবি হয়ে হোটেলের বারান্দায় যেতে লক্ষ্য করে। ডেস্ক ছেড়ে আবার ডাইনিং রুমের দরজায় যায় সে, এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় যেখান থেকে ওরিন যে-টেবিলে খেয়েছিল শুধু সেটা দেখা যাবে। সালি থালাবাসন তুলবার সময় নজর রাখে সে, বোঝে চিঠিটা ও থালার নিচে রেখেছে।

আবার ডেস্কে ফিরে যায় ক্রুকস। যখন ডাইনিং রুম থেকে সালির বেরিয়ে আসার শব্দ পায় তখন ইচ্ছে করেই ওর দিকে সে পেছন ফিরে ছিল। দোতলায় উঠে যায় মেয়েটা। সিঁড়ির আওয়াজ সযত্নে এড়ান সত্ত্বেও, ওর ওঠার শব্দ পায় সে।

ক্রুকসের বয়স এখন আটচল্লিশ। এই হোটেলের মালিক সে। তার যা কিছু পুঁজি তার সবই এই হোটেলে বাঁধা। তার সারা-জীবনের পরিশ্রম আর সঞ্চয়ের ধন এটা। শুরু হিসেবে ব্যবসাটা মন্দ নয়। একদিন, স্যাগুয়েরো এই টেরিটোরির সবচেয়ে বড় শহরে পরিণত হবে, ফেডারেল স্টেটের রাজধানী হবে। রেল রাস্তা বসবে এখানে। ব্যবসা বাড়বে শহরের। সে ধনী হতে পারবে।

কিন্তু লিঙ্কিংয়ের কাহিনী ফাঁস হয়ে গেলে নয়। সেরকম কিছু ঘটলে স্যাগুয়েরোর রাজধানী হবার সম্ভাবনা চুরমার হয়ে যাবে। বছরখানেক বা, বড়জোর, দুয়েকের মধ্যে বিরান হয়ে যাবে শহরটা। অথচ তার হোটেল এখানেই রয়ে যাবে এবং ব্যবসায় মার খেয়ে সে, মাইনার্ড ব্রুকস, পথের ফকির হবে।

রাগতভাবে সম্ভাবনাটা বিচার করে ব্রুকস। এরকম কিছুই ঘটতে যাচ্ছে না। সে ঘটতে দেবে না। প্রয়োজন হলে এজন্যে সে নিজেই খুন করবে ওরিন ওসমানকে।

এই হোটেলের মালিক হবার জন্যে জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সে বিসর্জন দিয়েছে। বিয়ে করেনি কখনো কারণ বুঝেছিল স্ত্রী তার চলার গতিকে ধীর করে দেবে। এখন সবকিছু হারাবার মুখোমুখি হয়ে ভয়ে তার পাকস্থলিতে বিষবাষ্প জমাট বাঁধে।

আর ভাববে না ছমাস আগে এ-সিদ্ধান্ত নেয়া সত্ত্বেও, এখন আবার লোরিনা নিউকার্ককে মনে পড়ে তার। মরুভূমিতে পিপাসায় মৃত্যু-পথযাত্রী কোন মানুষের যেমন পানির প্রয়োজন হয় তেমনিভাবে ওই মহিলাকে তার প্রয়োজন হয়েছিল। জীবনে যা কিছু সে ত্যাগ করে এসেছে বরাবর, মেয়েটা ছিল সে-সবেরই প্রতীক। ভালো যদি কারোকে সে কখনো বেসে থাকে তো ওকে। এমনকি মেয়েটা চাইলে এ-হোটেলের মায়াও ত্যাগ করতে পারত সে। ওর সঙ্গে চলে যেত অন্য কোথাও।

বিশ্বাস করে না সে, এমনকি এখনো, এ-শহরের আরো অনেক পুরুষের সঙ্গেই এই একই সম্পর্ক ছিল লোরিনার। বড়জোর বন্ধু ছিল ওরা, মাঝেসাঝে যেত ওর কাছে গল্পগুজব করতে নয়ত ওকে দুচোখ ভরে দেখতে। যখন খুন হল মেয়েটা···ফার্নিচার স্টোরের পেছনের

আণ্ডারটেকিং পারলারে ওর লাশ দেখল সে···এখনো সেই অসাড় অনুভূতির কথা পরিষ্কার মনে আছে তার। মনে আছে বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠবার পর কী পাশবিক ক্রোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

পারলে সে নিজেই গলা টিপে হত্যা করত জো ওসমানকে। লোকটাকে সবাই যখন হাজত থেকে টেনে বার করল তখন ওর কাছে সে পৌঁছুবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি কেননা জনতা ওসমানকে ঘিরে রেখেছিল।

লোকটার কাছে পৌঁছুতে পারেনি বলে পরদিন অবশ্য সে হালকা করেছিল। ফাঁসিতে কোনভাবে যুক্ত হয়নি সে। তার ভূমিকা ছিল স্রেফ একজন দর্শকের। সে নিরপরাধ।

কাজেই সে-রাতের ঘটনার জন্যে তার কোন সাজা হতে পারে না।

ওরিন ওসমান চিঠি পাচারের ফিকিরে আছে। একটা পোস্ট অফিস মারফত পাঠাবার চেষ্টা করেছিল। এখন সালি আর স্যাম মেয়ারের সাহায্যে পাঠাবার পাঁয়তারা করছে। সালি ওপরে এ-মুহূর্তে সেটাই দিচ্ছে স্যামকে।

ডেস্ক ছেড়ে চুপিসারে দোতলায় ওঠে সে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ায়। মেয়ারের দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু হুইস্কি ড্রামারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর সে স্পষ্ট শোনে। 'কেন সাহায্য করব আমি? তোমার কাছে আমার কোন দায় নেই। তোমার জন্যে আমি কেন আমার ঘাড় পেতে দেব?'

মেয়েটার অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সে কিন্তু ওর কথা নয়। আলতো পায়ে ক্রুকস নামতে শুরু করে।

মেয়ারের দরজা খুলবার আওয়াজ পায় সে। শব্দ হতে পারে

জেনেও, তড়িঘড়ি নেমে আসে সিঁড়ির বাকি ধাপগুলো। দৌড়ে লবি পেরিয়ে ডেস্কের পেছনে নিজের অফিস-কামরায় গিয়ে সে গা ঢাকা দেয়।

সন্তর্পণে দরজার বাইরে উঁকি দিয়ে, সালিকে ক্রুকস সিঁড়ি বেয়ে নেমে দ্রুত ডাইনিং রুমে ঢুকে যেতে দেখে।

ডেস্কে ফিরে আসে সে। চিঠি সম্পর্কিত ভাবনাটা, এখন সেটা দোতলায় মেয়ারের কাছে, অসহ্য মনে হয় তার, কিন্তু সালি জিনিসটার খোঁজে তাকে ওপরে যেতে দেখুক এ-ঝুঁকিও সে নিতে চায় না। মেয়েটা না যাওয়া অবধি সবুর কর, নিজেকে বলে ক্রুকস। স্টেজ আসবার আগে প্রচুর সময় মিলবে।

অপেক্ষার মুহূর্তগুলো অনন্ত মনে হয় তার কিন্তু একসময় ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে আসে সালি, লবি অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডেস্ক ত্যাগ করে ক্রুকস। দোতলায় গিয়ে মেয়ারের দরজায় টোকা দেয়।

কোন সাড়া আসে না ভেতর থেকে। আবার টোকা দেয় সে। তারপর হাতল ঘুরিয়ে নিজেই খুলে ফেলে দরজা.

কামরার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে মেয়ার, ভয়-বিস্ফারিত চোখে, তাকিয়ে আছে হোটেল মালিকের দিকে। অমায়িকভাবে মাথা দোলায় ক্রুকস। 'গুড মর্নিং, মিস্টার মেয়ার। আমাদের ওয়েট্রেসকে আমি এইমাত্র বেরিয়ে যেতে দেখলাম এখান থেকে। তোমাকে বিরক্ত করছিল?'

সবেগে মাথা নাড়ায় হুইস্কি ড্রামার। ক্রুকস বলে, 'জানতে পারি কেন সে এসেছিল?

সাদা হয়ে যায় মেয়ারের মুখ। হাত কাঁপতে শুরু করে। কী বলবে

ভেবে পায় না সে।

ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়ে ক্রুকসের। মৃদু স্বরে সে আদেশ করে, 'চিঠিটা আমাকে দাও, মিস্টার মেয়ার, আমি ওটা শেরিফকে দেব।'

'শেরিফকে?'

'নিশ্চয়। ওসমান আউট-ল। তুমি জান না? ওর ভাইদের আসতে লিখেছে সে। যখন তারা আসবে এখানে, সবাই মিলে লুট করবে শহরটা।'

মেয়ারের চোখে দুই পরস্পর-বিরোধী অনুভূতি দেখতে পায় সে। স্বস্তি, কেননা বানোয়াট গল্পটা তাকে পরিত্রাণের একটা পথ করে দিয়েছে, এবং আরো ভয় কারণ আসল ঘটনা সে জানে।

মুখ খোলে ক্রুকস, এখনো কোমল তার কণ্ঠস্বর কিন্তু এবার তা ভয়ানক শীতল শোনায়, 'আমরা সবাই তোমাকে পছন্দ করি, মিস্টার মেয়ার। এখানে তুমি প্রচুর ব্যবসা পাও। স্যাগুয়েরো সম্পর্কে তুমি যদি এমন কিছু বাইরে বল যা সত্যি নয় সেটা হবে খুবই দুঃখজনক।'

তোতলাতে শুরু করে মেয়ার, 'না···মানে···আমি···কী-বা জানি? আমি সবসময় নিজের কাজ নিয়েই থাকি, মিস্টার ক্রুকস। একজন সেলসম্যানকে তার ব্যবসার ব্যাপারেই মাথা ঘামাতে হয়। আমি স্রেফ মদ বিক্রি করি। কখনো ফালতু কথা বলি না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটার বুদ্ধির তারিফ করে ক্রুকস। 'তাহলে চিঠিটা আমাকে দিয়ে দাও, মিস্টার মেয়ার। আর, কখনো দেখেছ এটা একদম ভুলে যাও। ভুলে যাও তুমি এটা পড়েছ। তবেই তুমি নিয়মিত আসতে পারবে স্যাগুয়েরোয়। তোমার ব্যবসা বাড়তেও পারে এতে। স্যালুন মালিকেরা যদি শোনে তুমি আমাদের বন্ধু···'

চিঠিটা তার কাছে আদৌ আছে এটা স্বীকার যাবে কিনা তা

নিয়ে একমুহূর্ত দোনোমনো করে মেয়ার। অবশেষে ঘুরে দাঁড়ায় সে, তোশকের নিচ থেকে খামটা বার করে ব্রুকসকে দেয়।

'তোমার এতে উপকারই হবে, মিস্টার মেয়ার। পুরো ঘটনাটা মুছে ফেল মন থেকে, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকায় মেয়ার। স্বস্তিতে যেন দুর্বল বোধ করে সে, বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে।

চিঠিখানা পকেটে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ব্রুকস, পেছনে দরজাটা আস্তে বন্ধ করে। একটুক্ষণ করিডরে দাঁড়ায় সে, তারপর ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি ভেঙে নেমে যায় নিচে।

মেয়ার খাম খুলেছিল এটা জানতে বিশেষজ্ঞ হবার দরকার হয় না ব্রুকসের। কিন্তু সে বোঝে মেয়ার চুপ থাকবে। বাইরে গিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে অ্যাংগাস ওয়েলস মার্কেন্টাইলে যায় সে। ওরিন ওসমান এখনো বসে হোটেলের বারান্দায়, শান্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে। সারা পথ ব্রুকস তার পিঠে ওরিনের দৃষ্টিকে অনুভব করে।

টের পায় সে তার মাথায় খুন চড়ছে। জাহান্নামে যাক ব্যাটা, খোলা বারান্দায় বসে গোটা শহরকে এভাবে উস্কানি দেবার সাহস পাচ্ছে কোথায় হারামিটা? ওয়েলসের দোকানে ঢুকতে ঢুকতে দুর্বোধ্য এক অস্বস্তি খচখচ করে ওঠে তার ভেতরে। হয়ত ওরিন এমন কিছু জানে যা তাদের অজানা। চিঠিটা শহরবাসীদের ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যেও লেখা হয়ে থাকতে পারে।

ধারণাটা যে হাস্যকর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে ব্রুকস। লিঞ্চিংয়ের ঘটনাটা আজ সকালেই জেনেছে ওরিন। এত শিগগির বাইরের সাহায্য নিশ্চিত করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

দোকানের আরেক প্রান্তে বসে রিকারের সঙ্গে শলাপরামর্শ করছিল

ওয়েলস। রাগে থমথম করছে রিকারের মুখ। ক্রুকসকে দেখে উভয়েই কথা থামায়।

সরু প্যাসেজ ধরে ওদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয় ক্রুকস। পকেট থেকে চিঠি বার করে ওয়েলসের হাতে দেয়। 'সালির মারফত মেয়ারকে দিয়েছিল এটা। আমি কেড়ে নিয়েছি মেয়ারের কাছ থেকে। তবে ওকে যে-রকম সন্ত্রস্ত দেখলাম, নিশ্চয় পড়েছে সে।'

ভ্রূকুটি করে ওয়েলস, লেফাফা খোলে। চিঠিটা বার করে সে জোরে জোরে পড়ে। তারপর খামের মুখ পরখ করে মাথা ঝাঁকায়। 'হ্যাঁ, পড়েছে। খোলার জন্যে পানিতে ভিজিয়েছিল।' ক্রুকসের দিকে চোখ ছোট করে তাকায় মেয়র। 'চুপ থাকবে মনে হয়?'

মাথা দোলায় ক্রুকস। 'আমার বিশ্বাস।'

রিকার বাজখাঁই হুঙ্কার দেয়। 'নাকি আমি গিয়ে একটু বাতচিত করে আসব ওর সঙ্গে?'

ওয়েলস কপাল কুঁচকে তিরস্কার করে কামারকে। 'তোমার ধারণা তোমার ওই হাত দুটোই যে-কোন ব্যাপারে মোক্ষম দাওয়াই। মেয়ারকে নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। ও ঠিকই চুপ থাকবে।'

ক্রুকস বলে, 'ওব্রিনের কী ব্যবস্থা করবে? আমি সেটাই জানতে এসেছি। ওকে যদি আমরা স্টেজে উঠতে দিই...'

'কীভাবে জানলে তুমি ও স্টেজে উঠতে যাচ্ছে?'

'ওর জায়গায় তুমি হলে কী করতে? খুব ভালই জানে ওসমান এখানে সে নিরাপদ নয়। আর তাছাড়া, যা জানতে আসা সেটা ওর জানা হয়ে গেছে। একা একটা শহরকে যে সামলাতে পারবে না এটুকু বোঝার বুদ্ধি নিশ্চয় তার ঘটে আছে। কাজেই স্টেজ ধরবে সে। বাইরে থেকে সাহায্য জোগাড়ের চেষ্টা করবে।'

'না জানি আরো কটা ভাই আছে হারামিটার ?'

কাঁধ ঝাঁকায় ক্রুকস। 'হাজারটা থাকলেও কিছু যায় আসে না। ওকে বেরোতে না দিলেই হল। আর যদি ভাইদের আনেও শেষ পর্যন্ত, তাহলেই-বা কী করতে পারবে ?' দম নিতে একটু থামে সে। 'আমার যেটা ভয় তা হচ্ছে একবার খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে এই শহরের কী দশা হবে ! রাজধানী হওয়া দূরে থাক, জনমানবহীন এরকম একটা জায়গায় খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটাই তো সমস্যা হয়ে যাবে আমাদের সবার জন্যে।'

মাথা ঝাঁকায় ওয়েলস। ফ্যালফ্যাল করে রিকার তাকায় উভয়ের দিকে যেন ওদের কথাবার্তার তাৎপর্য কিছুই ঢুকছে না তার মাথায়। শেষমেষ খেঁকিয়ে ওঠে সে, 'আমার ওপর ছেড়ে দাও, নিকেশ করে দেব বেজন্মাটাকে।'

করুণার চোখে ওর পানে তাকায় ওয়েলস। 'কী করবে, পিটিয়ে লাশ বানাবে ?'

রিকারের কপালের ভাঁজ গভীরতর হয়। ক্রুকস ভাবে একটা আস্ত শুয়োর লোকটা, বোকা লোভী শুয়োর। তবে শুয়োরও বিপজ্জনক হয়ে থাকে অনেকসময়। রিকার একদম বুনো, মাথা মোটা, গায়ে ষাঁড়ের শক্তি। রিকার গজগজ করে, 'তাতে দোষটা কোথায় ? ওকে ক্ষেপিয়ে মারামারি বাধাব আমি, তারপর মট করে ভেঙে দেব ঘাড়টা।'

দ্বিধা করে ওয়েলস। আর ক্রুকস বলে, 'জানি না কীভাবে করবে। এখন পিস্তল আছে ওর কাছে। আজ সকালেই লরেন্স এসে ওটা নিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে।'

রিকারকে বিচলিত দেখায় একটু। ক্রুকস বলে, 'একটা জিনিস

নিশ্চিত, ড্র-য়ে তুমি ওকে হারাতে পারবে না। সেটা ওর পিস্তল ঝোলাবার কায়দা থেকেই বোঝা যায়। আর তাছাড়া, বাঁটটাও কেমন মসৃণ।'

আমোদের সুরে ওয়েলস বলে; 'দাঁড়াও এক মিনিট। একটা উপায় বোধ হয় আছে।'

রিকার বলে, 'আর এক কাজ করা যায়। পিস্তল বার করতে নিলে আমাদের মধ্যেই কেউ একজন গুলি করবে ওকে। লরেন্সও আপত্তি তুলতে পারবে না এতে। আমার কাছে পিস্তল থাকবে না। কাজেই ওসমান পিস্তল বার করতে নিলে যে-কারো অধিকার থাকবে ওকে থামাবার।'

'কিন্তু সেটা করবে-টা কে?' জানতে চায় ওয়েলস।

'কেন, মারফি। ওর দোকান হোটেলের ঠিক উলটো দিকে। খোলা দরজা দিয়ে অনায়াসে রাইফেল ছুড়তে পারবে সে।'

ওদের বসিয়ে রেখে চিন্তিতভাবে পায়চারি করে ওয়েলস। সাগ্রহে ব্রুকস তাকিয়ে থাকে ওর পানে, বোঝে সে খুব আহামরি না হলেও পরিকল্পনাটা কাজের।

ওসমানকে তুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে ওরা। তাহলেই আর বিপদের ভয় থাকবে না ওদের। এখনই অনেকটা স্বস্তি বোধ করে সে। ওসমান মরলে স্যাণ্ডয়েরো ধ্বংস হবে না।

পায়চারি থামায় ওয়েলস। জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু ওর ভাইদের ব্যাপারে কী করবে?'

দায়সারা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকায় ব্রুকস। 'আমরা ওদের ঠিকানা জানি না কাজেই খবরটা জানাবার প্রশ্ন আসছে না। তুদিন আগে বা পরে কেউ-না-কেউ আসবে এখানে। তখন লরেন্স ব্যাখ্যা করে

বলবে কী ঘটেছিল।'

'কিন্তু যদি লিঞ্চিংয়ের ব্যাপারটা জানতে পারে?'

ব্রুকস তাকায় ওর দিকে। করুণার স্বরে বলে, 'আগুপিছু এত ভাবলে তো চলবে না। সব ব্যাপারে আমরা কেউই গ্যারান্টি দিতে পারব না। যদি জেনেই ফেলে তখনকার ব্যবস্থা তখন করা যাবে। এখন আমাদের হাতের সমস্যাটা সামলাতে হবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও, মাথা ঝাঁকায় ওয়েলস। 'তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক। কিন্তু পরিকল্পনাটা একেবারেই সাদামাঠা।'

নীরবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে রিকার, তার চেহারায় প্রত্যাশার ঝলক। ব্রুকস বোঝে আবার ওরিনকে ধোলাই করার কথা ভাবছে কামার। গতরাতে ওরিনও নিজের কিছু চিহ্ন এঁকে দিয়েছে ওর মুখে, এবং সেজন্য ব্রুকস এখন গোপনে পুলকিত হয়। মারামারি সম্পর্কে যা শুনেছে সে, মারফি সাহায্য না করলে সম্ভবত ওরিনই জিতত।

পালা করে রিকার আর ওয়েলসের দিকে তাকায় সে। জটিলতা না থাকলে কোন পরিকল্পনাই ওয়েলসের ঠিক মনঃপূত হয় না। যদি উপায় দেখে, জটিল ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটাবার ফন্দি আঁটবে সে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ওয়েলস শুধোয়, 'যদি কাজ না হয় এতে তখন? যদি এরপরও বেঁচে যায় ওসমান?'

'কীভাবে বাঁচবে? মারফি ক্র্যাক-শট। আমি অন্তত ওর বাঁচার কোন আশা দেখছি না।'

'বহুকিছুই ঘটতে পারে। ওসমান যদি কোচের আড়ালে চলে যায় তখন কী করবে?'

ওয়েলসকে তেমন পছন্দ করে না ব্রুকস। তার ধারণা শহরবাসীদের উচিত ছিল এই দোকানির পরিবর্তে তাকেই মেয়র নির্বাচিত করা।

নিজেকে সে শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোক মনে করে। কৃত্রিম ধৈর্যের সুরে হোটেল মালিক বলে, 'তাহলে তুমিই ভাল কোন একটা উপায় ঠাউরাও।'

ভুরু কোঁচকায় ওয়েলস। একসময় সে মাথা ঝাঁকায় অনিচ্ছুকভাবে। 'ঠিক আছে। আমার মনে হয় এভাবে চেষ্টা নেয়া যেতে পারে।' রিকারের উদ্দেশে তাকায় সে। 'দেখ, অটো, ব্যাটা যেন কিছুতেই স্টেজের আড়ালে যেতে না পারে।'

দাঁত বের করে হাসে রিকার। 'পারবে না।' আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সে, যেন আরো কিছু নির্দেশের প্রত্যাশা করছে।

ক্রুকস বলে, 'যাও, মারফির সঙ্গে আলাপ করে সব ঠিক করে নাওগে।'

ঘাড় কাত করে রিকার। ঘুরে ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে এগোয় দোকানের সদর দরজার দিকে। পেছন থেকে ওকে একটা কদাকার ভাল্লুকের মত দেখায়।

ক্রুকস আর ওয়েলসের মধ্যে এবার থমথমে নীরবতা নামে। দায়সারাভাবে দোকানিকে অভিবাদন জানিয়ে দরজার উদ্দেশে হাঁটা দেয় ক্রুকস।

ভেতরে-ভেতরে নিজের ওপর সে ক্রুদ্ধ হয় কেননা, শহরের আর সবার মত, সেও যে-কোন সমস্যায় মেয়রের কাছে ধরনা দেয়। যেমন এখন চিঠিটা এনেছিল, যাতে এর ভিত্তিতে মেয়র একটা ব্যবস্থা নিতে পারে।

এছাড়া কিছুটা হতভম্বও বোধ করে সে। যেভাবে ওসমান হত্যার পরিকল্পনা করল ওরা—সে ওয়েলস আর রিকার—তাতে মনে হল যেন পোকার খেলার ব্যাপারে কোন আলোচনা করছিল।

ঝাঁ-ঝাঁ রৌদ্রে বেরিয়ে এসে ঈষৎ মাথা ঝাঁকায় ক্রুকস। আড়চোখে তাকায় রাস্তার ওপাশে হোটেলের বারান্দায়-বসা ওরিনের দিকে। হঠাৎ লোকটার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণায় তার অন্তর রি-রি করে ওঠে, ঘৃণা করে সে ওকে কারণ এখানে তার উপস্থিতির ফলেই পরিকল্পিত এই হত্যাকাণ্ডটা জরুরি হয়ে পড়েছে।

রাস্তা পেরিয়ে হোটেলের বারান্দায় ওঠে সে, তাকায় না ওরিনের দিকে। মনে মনে দৃঢ় কণ্ঠে বলে নিজেকে, এটা আদৌ খুন নয়। আত্মরক্ষা মাত্র। যদি পারে, ওরিন তাদের সবাইকে ধ্বংস করবে। সুতরাং নিজেদের রক্ষা করবার অধিকার তাদের আছে।

তবু পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না ক্রুকস। এবং এই নোংরা দায়িত্বটা অন্যে পালন করছে বলে হালকা বোধ করে নিজেকে।

দশ

বারান্দায় বসে, সালি ভার্গাসকে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ওরিন। একবারও ওর পানে না তাকিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে বাসায় ফিরে গেল মেয়েটা। এরপর, রিকারকে সে লিভারি বার্ন থেকে বেরিয়ে ওয়েলস মার্কেন্টাইল অভিমুখে এগোতে দেখে। ওর দিকে একবার খুনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল রিকার। ওরিন অপলকে ওর দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়। ভ্রূকুটি করে, রিকার রাস্তার ওপাশের দোকানে

ঢুকে গেল।

রিকারের মত মানুষ এর আগেও দেখেছে ওরিন। নির্বোধ ঝগড়াটে স্বভাবের লোক। গতরাতে ওয়েলস না থাকলে ওকে হয়ত সে মেরেই ফেলত। আজকের দিনে, ওরিন ভাবে, রিকার এমন একজন লোক যার ওপর নজর রাখা উচিত। কারণ, সম্ভবত, ওকে দিয়েই জঘন্য কাজটা করাতে চাইবে ওরা। এতই নির্বোধ লোকটা যে বুঝবেই না তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ওরিনের পেছনের দরজাটা খুলে গেল, মাইনার্ড ক্রুকস বেরিয়ে এল। ওরিনের দিকে একটিবারও না তাকিয়ে হনহন করে রাস্তা পেরোল সে।

ক্রুকস ওয়েলসের দোকানের ভেতর অদৃশ্য হল লক্ষ্য করে কপাল কোঁচকায় ওরিন। সালি বিদায় নেবার পরপরই ক্রুকসকে মেয়রের কাছে ছুটতে দেখে ছ্যাঁৎ করে ওঠে তার বুক। নিশ্চয় চিঠির ব্যাপারটা ও জেনে গেছে।

কুঞ্চিত কপালে, রাস্তার এমাথা-ওমাথায় নজর বোলায় ওরিন। সকালের তপ্ত রোদে ঝিমোচ্ছে অথচ তবু, কালকের মতই, এখানে একটা অশুভ শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তফাত একটাই : আজ সে জানে তার ধারণাটা অলীক নয়। যদি সম্ভব হয়, এই শহর আজ তাকে হত্যা করবে। কখন বা কীভাবে ঘটবে সেটা সে জানে না, তবে জানে ঘটবে। রাস্তার ওপাশে সেই চক্রান্তই আঁটছে ওরা।

নিশ্চিত দেখায় ওরিনকে, কিন্তু আসলে মোটেও অলস বসে নেই সে। ওর প্রতিটি স্নায়ু, পেশী টানটান হয়ে আছে। ভাঙা পাঁজরের ব্যথা দপদপ করে, নিশ্বাসে কষ্ট হয়। রিকার তাকে কাদা করে দিয়েছে। যতটা প্রয়োজন আজ, ততখানি ক্ষিপ্রতা সে দেখাতে

পারবে না।

দোকান থেকে বেরিয়ে এল রিকার। একমুহূর্ত থামল ফুটপাতে, আবার ওরিনের দিকে তাকাল। এখন আর ভ্রূকুটি করে না সে, কিন্তু এতদূর থেকে ওরিন ঠাহর করতে পারে না এ-মুহূর্তে লোকটার চেহারায় কিসের অভিব্যক্তি ফুটে আছে।

ঘুরে জুবুথবু ভঙ্গিতে লিভারি বার্ন অভিমুখে এগোল কামার। পথেই বন্দুকের দোকান, দরজা খুলে লোকটা ঢুকে গেল ভেতরে।

বিপদ রিকারের কাছ থেকে আসবে, ওরিন ভাবে। এবং সম্ভবত গানস্মিথের কাছ থেকেও। কিন্তু পরক্ষণেই তার বিশ্বাস হতে চায় না এটা। এভাবে রিকারকে আবার ওর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে না ওরা। নিশ্চয়ই ওদের চক্রান্ত আরো গভীরে।

কষ্টেস্‌ষ্টে উঠে দাঁড়ায় সে, চিঠির জন্যে উদ্বেগ বোধ করে। জানতে হবে তাকে হোটেল মালিক ওটা হাতিয়ে নিয়েছে কিনা। ক্রুকস ফিরবার আগেই কাজটা সেরে ফেলবার উদ্দেশ্যে চটজলদি লবি অতিক্রম করে দোতলায় যায় ওরিন।

মেয়ারের দরজায় আলতো টোকা দেয় সে। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে, আবার টোকা দেয়। খুলে গেল দরজা, চৌকাঠ জুড়ে দেখা দিল হুইস্কি ড্রামার।

লোকটার মুখ মড়ার মত সাদা। টপটপ করে ঘাম ঝরছে। ভয়ানক কাঁপছে সে। ওকে ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে যায় ওরিন, দরজা লাগিয়ে দেয়।

'খুব ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে?' মেয়ারকে জিজ্ঞেস্ করে।

হুইস্কি ড্রামার জিভ নেড়ে তার ঠোঁট ভেজায়। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকায় সে ওপরে-নিচে। 'হ্যাঁ, পেয়েছি। তোমার সঙ্গে নিজেকে

জড়াতে চাই না আমি। আমার কোন কসুর নেই। আমি ছাপোষা মানুষ। এমনকি এখানে ছিলামও না সেই ঘটনাটা যখন…' বেশি কথা বলে ফেলেছে টের পেয়ে থেমে যায় মদ-বিক্রেতা, আবার ঠোঁট ভেজায় সে নিজের।

ওরিন বলে, 'তারমানে চিঠিটা তুমি পেয়েছ। এবং পড়েওছ। আর কী?'

'আর কী? আর কী আছে ওতে। আমি এসবের মধ্যে নেই। আ—'

'চিঠিটা কোথায়?'

'ক্রুকস নিয়ে গেছে। তুমি এখন যাও, মিস্টার। আমি পরের চাকরি করি। এরা যদি আমাকে ব্যবসা না দেয়, আমার এই চাকরিটা যাবে।'

ভয়ার্ত মদ-বিক্রেতার দিকে চেয়ে থাকে ওরিন। ভয় সংক্রামক ব্যাধি, ভাবে সে। ঠিক এ-মুহূর্তে সে নিজেও ভীত। চিঠি পাঠাবার চেষ্টা করে নিজেও সফল হয়নি সে, এবং জানে পারবেও না সফল হতে। উপরন্তু এও বোঝে ওরিন, শহরবাসীরা তাকে স্টেজে চড়তে দেবে না। স্যাগুয়েরোয় হয়ত ভদ্রলোকও আছে কিছু, কিন্তু জো হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে তার এই অনুমান কতদুর ঠিক সে-বিষয় যথেষ্ট সংশয় হয় ওরিনের। আর যদি-বা কিছু ভাল মানুষ থাকে, তারা ওর সমর্থনে এগিয়ে আসবে না। ভাবে সে। লিঞ্চিং মবকে তারা নিরস্ত করেনি।

বিষণ্ণ মনে ওরিন স্বীকার করে, হয়ত ভ্রাতৃহত্যার বদলা নেবার সুযোগ এ-জীবনে সে আর পাবে না। তার আগেই তাকে হত্যা করা হবে। পরে অবশ্যই, ও'নীল নয়ত অ্যাঞ্জেল, কিংবা দুজনেই

আসবে ওর খোঁজে, কিন্তু তারা হয়ত কিছুই জানতে পাবে না সে এসেছে এটা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে শহরবাসীরা। ফলে পরবর্তীতে সত্য ঘটনা জানা কঠিন হবে আরো, একান্তই যদি অসম্ভব নাও হয়। পরের বার হুঁশিয়ার থাকবে স্যাগুয়েরো।

মেয়ারের দিকে প্রত্যাশার চোখে তাকায় ওরিন। মেয়ার সত্য ঘটনা জানে। খামের ওপর ওসমান র‍্যাঞ্চের ঠিকানা পড়েছে সে। এখন যদি সে…

আনমনে মাথা নাড়ায় ওরিন। সাহস পাবে না মেয়ার। কারণ স্যাগুয়েরোবাসীরা ঠিকই আন্দাজ করে নেবে কাজটা কার।

চিঁহি স্বরে মেয়ার বলে, 'তোমার খোদার দোহাই, তুমি যাও এখান থেকে। ওরা যদি জানতে পায় তুমি এখানে, আমাকে খুন করবে। ঠিক যেভাবে…' থেমে যায় মদ-বিক্রেতা।

ওরিন মাথা দোলায়। ঘুরে দরজা খুলে করিডরে উঁকি দেয়। কেউ নেই দেখে বেরিয়ে আসে সে, পেছনে আস্তে টেনে দেয় কবাট। করিডর ধরে নিজের কামরায় যায় ও, দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে।

মেয়ারকে দোষ দেয়া যায় না, ভাবে ওরিন। লিঞ্চিংয়ের সাথে কোনরকম যোগ ছিল না লোকটার এবং এজন্যে তার ভোগান্তি হবারও কোন যুক্তি নেই।

আনমনে পিস্তলে হাত বোলায় সে। হয়ত তার জীবন বাঁচাতে পারবে না এটা, ভাবে ওরিন, তবে এতে পাঁচটা বুলেট রয়েছে। জো হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাঁচটা বুলেট। জো, এবং নিজের কাছেও, এটুকু দায় তার আছে যেন প্রতিটা বুলেটই লক্ষ্যভেদ করে।

জানালায় গিয়ে নিচের রাস্তায় তাকায় সে। ক্রকস মাঝপথে, এদিকেই আসছে। ওপরে তাকাল না হোটেল মালিক।

অন্তত, ওরিন ভাবে, হুইস্কি ড্রামারের এখন আর কোন ভয় নেই। ক্রকস তাকে যেতে দেখেনি মেয়ারের কামরায়। নিজে থেকে যদি ফাঁস করে না দেয়, মেয়ার নিরাপদেই থাকবে।

অসহ্য গরম উপেক্ষা করে অবিরাম পায়চারি করে ওরিন। তার মন এখন খাঁচায়-বন্দী পশুর মত বেরোবার পথ খোঁজে। আধঘণ্টা কাটে এভাবে, কিন্তু কোন পথ মেলে না তার কারণ, নিজেকে বোঝায় সে, আসলেই কোন পথ নেই। গোটা শহর তার বিরুদ্ধে। সালি ভার্গাস সাহায্যের চেষ্টা করেছিল। এর বেশি ওর আর কিছু করবার নেই। একদল সশস্ত্র হায়েনার মোকাবেলায় একা একটা মেয়ের পক্ষে বেশিকিছু করা সম্ভবপর নয়।

শেরিফের কথা ভাবে সে কিন্তু আশান্বিত হয় না। লরেন্স তার কয়েদিকে রক্ষা করতে শহরবাসীদের ওপর গুলি ছোড়েনি। এখন তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে সে-আশা কম। তাছাড়া, তারও স্বার্থ জড়িত এতে। কয়েদিকে জনতার হাতে তুলে দেবার অপরাধে বাকি জীবন তাকে মানুষের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে।

ওরিনের বিশ্বাস হতে চায় না সে এখানে মাত্র একটি দিন আর রাত্রি কাটিয়েছে। বরং মনে হয় কয়েক সপ্তাহ হল রয়েছে। স্টেজ আসতে এখনো দুঘণ্টা বাকি। ওর মনে হয় এই দুঘণ্টার মধ্যেই চরম একটা হেস্তনেস্ত তাকে করে ফেলতে হবে কেননা এটাই হতে যাচ্ছে তার জীবনের শেষ সময়।

হোটেল বারান্দায় ওরিন ওসমানকে পাশ কাটাবার সময়ে সালি ভার্গাস কথা বলে না তার সাথে। তা করলে, জানে সে, ওদের দিকে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে।

মাথা নিচু করে, বাসার দিকে দ্রুত এগোয় সে। বেলা সাড়ে-এগারটার মধ্যে আবার হোটেলে ফিরতে হবে তাকে। সে-পর্যন্ত, মাঝের এই সময়টা একান্তই তার। পিঠে ওরিন ওসমানের দৃষ্টি অনুভব করতে পারে সে। ঘাড় ফিরিয়ে লোকটার দিকে তাকাতে ইচ্ছে হয় তার, কিন্তু তাকায় না।

স্যাণ্ডয়েরোর মেক্সিক্যান পাড়াও আজ কেমন-যেন নীরব। প্রত্যেকেই, মনে হয়, ওরিন ওসমানের প্রস্থানের প্রতীক্ষায় আছে। ঘরের ভেতর থাকছে সবাই, কারণ কেউই ওর চোখের দিকে তাকাতে চাইছে না।

ফুটপাত ধরে বাসায় ফেরে সালি। বাড়ির সামনেই ছনের বারান্দা। দরজায় ঠেলা দিয়ে সালি দেখে ওটা ভেতর থেকে আটকান। মৃদু টোকা দেয় সে, কোন সাড়া না পেয়ে আরো জোরে। এবার ভেতরে অস্পষ্ট একটা গোঙানির আওয়াজ পায় সে।

সালি হাঁক দেয়, 'বাবা! দরজা খোল। বাবা!'

আবার গোঙানি শোনে সে। তারপর, মনে হয়, অনন্তকাল পরে, হুড়কো তোলার আওয়াজ পায় সে এবং মৃদু শব্দ করে খুলে যায় দরজা।

ভেতরে ঢোকে সালি। সবকটা জানালা বন্ধ, কামরায় প্রায় রাত। দরজা আটকে হুড়কোটা আবার যথাস্থানে তুলে দেয় সে। তারপর বাবার দিকে তাকায়। এখন তিনি টেবিলে বসে, মাথা ভাঁজ-করা দুই বাহুর মাঝখানে রেখে।

সালি জানতে চায়, 'কী ব্যাপার? তুমি এই অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে কেন?'

'আমি বলে দিয়েছি। সব বলে দিয়েছি ওকে…' মাথা তুলে মেয়ের

পানে তাকান সেভারো, তাঁর চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত। 'ওরা জানলে খুন করবে আমাকে।'

'কীভাবে জানবে?'

'ঠিকই জানবে। ওরা সব জানতে পায়।'

কথাটা বোধহয় ঠিক, সালি ভাবে। লিঞ্চিংয়ের পর থেকেই স্যাগুয়েরো শহরটা আমূল বদলে গেছে। কেউ কারোকে বিশ্বাস করে না। সবার চোখে সন্দেহ, সর্বক্ষণ এখানে-সেখানে ফিসফাস।

তাই বলে সেভারোকে খুন করবে? তাঁর মত নিরীহ একজন মানুষকে মেরে ফেলতে চাইবে কেন ওরা? যাতে আর বকবক করতে না পারে লোকটা, বুঝতে পারে সে। দুনিয়ার কাছ থেকে নিজেদের পাপ গোপন রাখতে স্যাগুয়েরোর মানুষরা এখন সব করতে পারে।

টেবিলে সেভারোর মুখোমুখি বসে সে। 'আজ কতটা গিলেছ? চিন্তাভাবনা করার শক্তি আছে? কথা বলতে পারবে?'

'জানি না! জানি না!' মাথা তোলেন সেভারো। 'এখন কী করব আমরা?'

'চলে যাব এখান থেকে,' অবিচল কণ্ঠে জবাব দেয় সালি।

মুখ বিকৃত করেন সেভারো। 'এভাবে কথাটা বলছিস যেন কাজটা সহজ। একবার ভেবেছিস কীভাবে সম্ভব হবে সেটা?'

'আজকের স্টেজে চড়ে। দিনদুপুরে খোলা রাস্তায় আমাদের ক্ষতি করার সাহস পাবে না ওরা। তাছাড়া, সবাই ওই ভবঘুরেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। আমাদেরকে পাত্তা দেবার ফুরসত হবে না কারো।'

সেভারো নিরুত্তর থাকেন। আবার মাথা রাখেন টেবিলে। সালি তাঁর কাছে গিয়ে বসে, দুহাতে বাবার কাঁধ ঝাঁকায়। 'বাবা, আমার কথা শোন! হয়ত আমি বোকা, যেমনটা ভাবছ তুমি। হয়ত এটা

অসম্ভব। কিন্তু একবার ভেবে দেখছ যেভাবে দিনের পর দিন মদ খেয়ে তুমি সব ভুলে থাকতে চাইছ সেটা আরো অসম্ভব?'

'ওরা মেরে ফেলবে আমাদের।'

'হয়ত। হয়ত ওর সঙ্গে আমাদেরও মেরে ফেলবে। তবু এটাই আমাদের একমাত্র আশা। যদি আমরা না যাই, তুমি মদ খেয়েই যাবে। কিছুই তোমাকে থামাতে পারবে না, কোনদিন না। আর আমার জীবনটা শেষ হবে তোমার ময়লা ঘেঁটে।'

থেমে সেভারোর দিকে তাকায় সে, নিজের চেহারা কঠোর করে তুলবার প্রয়াস পায়। 'কিন্তু আমি তা চাই না। মা বেঁচে থাকলে আজ আমাদের এ-অবস্থা হত না। তিনি সবসময় আমাদের ভাল চাইতেন—তোমার, আমার। আমি চাই আমারও স্বামী-সংসার হোক, ছেলেপুলে হোক। বাবা, তোমার যদি আমার সঙ্গে আসার সাহস না হয়—আমি একাই চলে যাব।'

মাথা তোলেন সেভারো, ধীরে ধীরে। মেয়ের চোখে চোখ রাখতে গিয়ে ব্যর্থ হন তিনি। ঠোঁট ভেজান নিজের। বলতে চান আমি রাজি। তাঁর চেষ্টা দেখতে পায় সালি, কিন্তু সেভারোর মুখে ভাষা জোগায় না।

সালি অনুভব করে তার চোখের গভীরে কান্না জমছে। অংশত সেই কান্না সেভারোর প্রতি করুণায়, আজ যে-পর্যায়ে নেমেছেন তিনি সেই জন্যে। অংশত এ-কান্না ক্রোধের কেননা সালি জানে সেভারো না গেলে তারও যাওয়া হবে না।

অনুনয়ের সুরে সে বলে, 'আমার কথা শোন, বাবা। ওই ভবঘুরে... ওরিন ওসমান কঠিন লোক। আর, এখন তার কাছে পিস্তল আছে। আমার মনে হয় না ওকে ওরা পারবে খুন করতে। আমরা আগে-

আগেই স্টেজ স্টেশনে চলে যাব যাতে গাড়ি এলেই উঠে পড়তে পারি।'

সেভারোকে দেখে মনে হয় না কথাগুলো তিনি শুনেছেন। সালি উপলব্ধি করে তার বাবাকে সে ছলনা করেছে এবং ভাবে তিনি এটা আদৌ বুঝেছেন কিনা। শুধু গাড়িতে চড়াই আগেভাগে স্টেশনে যাওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। ওখানে সে থাকতে চায় ওরিনকে সাহায্য করতে, নিজের উপস্থিতি দিয়ে সাহায্য করতে।

অসহায়ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে সে কারণ সেভারো মাথা তোলেন না। আতঙ্কে তাঁর চিন্তাশক্তি কাজ করছে না, উপলব্ধি করে সালি। একটু একটু করে মদ তাঁকে গ্রাস করেছে। এখন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সাহস না। লজ্জা না। ইচ্ছাশক্তি না। শালীনতা বোধ না। সালির চোখ অবদমিত কান্নায় জ্বালা করে।

এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় ক্রোধ। ক্রোধ তাদের প্রতি যারা সেভারোকে বাধ্য করেছিল লিঞ্চিংয়ে অংশ নিতে, এবং তাদের ওপর, ওই ঘটনার পরে যারা তাঁকে মদ ধরিয়েছে। তবে একই সঙ্গে বাবা এবং নিজের প্রতিও ক্রুদ্ধ হয় সে।

কর্তব্যের খাতিরে নিজের সুখ, স্বপ্ন এগুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে এখানে থেকে যেতে পারে সে। তার রোজগারে তাদের সংসার চলবে, সেভারোর মদের জোগাড় হবে। এবং এভাবেই ধুঁকে ধুঁকে একদিন মারা যাবে সে, মাতৃত্বের স্বাদ পাবে না কোনদিন, কিংবা সেই পূর্ণতা যেটার আস্বাদন দিতেই ঈশ্বর নারী সৃষ্টি করেছেন।

আর নয়ত, সালি ভাবে, সেভারোকে সে ত্যাগ করতে পারে। তিনি পরিত্রাণ পেতে চান না। বাঁচতে চান না। তাঁকে রক্ষা করতে হলে ওকে জোর খাটাতে হবে।

বাবার রুক্ষ মলিন অবিন্যস্ত চেহারা আর বেশভূষার দিকে তাকায় সে। এখন আর সভ্য মানুষ নেই সেভাবে।

জংলী হয়ে গেছেন। এবং এরকমই থাকবেন। যতদিন জো ওসমানকে লিঞ্চ করার খবর গোপন থাকছে দুনিয়ার কাছে। যদি এটা ফাঁস হয়, জানতে পারে অনেকে, কেবল তাহলেই শান্তি ফিরে পাবেন তিনি।

এগার

ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে, ওরিন অনুভব করে ক্রোধ আর অসহায়তায় তার জেদ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। খানিক আগেও কেবলমাত্র একটা জিনিসই তার কাম্য ছিল, জো-র ভাগ্যে কী ঘটেছে তা জানা। আর এখন তার চাহিদা আরো বেশি।

এ-পর্যন্ত মোটামুটি সবক্ষেত্রেই সফল হয়েছে সে। আবিষ্কার করেছে কীভাবে নিহত হয়েছে জো। জেনেছে স্যাণ্ডয়েরোর প্রায় সবাই জড়িত ছিল এতে। কিন্তু আজ যদি তাকে ওরা খুন করে, এখানে তার আসার কোন অর্থই আর থাকবে না। জো হত্যার রহস্য রহস্যই রয়ে যাবে। শহরবাসীদের পাপী রক্তরঞ্জিত হাত পরিষ্কার হবার বদলে আবারো রক্তে রাঙা হবে।

ওর পায়চারির গতি বাড়ে, কপালের ভাঁজ আরো গভীর এবং

আরো ক্রুদ্ধ হয়। কীভাবে? কীভাবে ব্যর্থতার পাঁক থেকে সাফল্য ছিনিয়ে আনবে সে? যদি মারাও যায়, তবু কীভাবে সফল হতে পারবে?

একটা বিষয়ে ওরিন নিশ্চিত। একা এটা সে সম্ভব করতে পারবে না। স্যাগুয়েরোর অন্তত একজনকে তার বার করা চাই খুঁজে, যে সাহসী হবে সাহায্য করতে।

হঠাৎ থমকে যায় সে। যদি, অলৌকিক কোন উপায়ে, পালাতে পারে···ঠিক কোন্ কাজটি সে করবে? ফিরে আসবে ও'নীল আর অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে? যারা জড়িত ছিল লিঞ্চিংয়ে তাদের সবার ওপর প্রতিশোধ নেবে? ধীরে ধীরে মাথা নাড়ায় ওরিন। না। তার মনে হয় একমাত্র আইনই পারে উচ্ছৃঙ্খলতার উপযুক্ত সাজা দিতে।

কিন্তু আইনকে গোটা সমাজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় না। কাজেই এটা সারতে হবে জনমত গড়ে তুলে। লিঞ্চিংয়ের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদের প্রত্যেকের নাম ছাপিয়ে দিতে হবে কাগজে যেন আমৃত্যু দেশ ও দশের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে সেই সব লোক।

আর একটি ব্যাপার: জো-র মরদেহ অবশ্যই বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। এই পাপপুরীতে ওর থাকা চলবে না।

জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপাশের দালানটার দিকে তাকায় ওরিন। দোতলার একটা জানালায় লেখা: 'টমাস কেমারার, অ্যাটর্নি অভ ল।'

চোখ সংকুচিত হয় ওর। জানালার অস্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে অফিস-ঘরটা সে দেখবার চেষ্টা করে। একটা ডেস্ক আর এর পেছনে অস্পষ্টভাবে একজন মানুষের কাঠামো চোখে পড়ে।

ঝটিতি ঘুরে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসে সে। নিচে নেমে লবি অতিক্রম করে। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। রাস্তা পেরোবার সময়ে চেহারা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখবার প্রয়াস পায় ওরিন। যদিও তার প্রতিটি স্নায়ু, ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে। যেকোন মুহূর্তে, জানে সে, চোরাগোপ্তা বুলেট ছুটে আসতে পারে তার হৃৎপিণ্ডের সন্ধানে। ওই রকম একটা বুলেটের আঘাতের আশঙ্কায়ই, হয়ত-বা, ওর পিঠের মাঝ বরাবর একটা জায়গা চিনচিন করে ওঠে।

দোতলার অফিস এলাকায় যাবার সিঁড়ি দালানের একপাশে। ওরিন উঠতে শুরু করে, জানে এভাবে সে শত্রুর সহজ নিশানায় পরিণত হচ্ছে। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে নিচু হয়ে সাঁৎ করে দরজা দিয়ে ঢুকে যায় সে। অজানা ভয়, সখেদে ভাবে ওরিন, জানা ভয়ের চেয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করে বেশি। অজানা ভয়। মানসিক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে।

করিডরে দাঁড়িয়ে আপনমনে হাসে সে। শহরবাসীরা হয়ত হত্যা করবে তাকে, কিন্তু তার মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট করতে পারবে না। আর যদি আগেই তাকে ওরা খুন না করে, ডিপোতে সে ঠিকই অপেক্ষা করবে স্টেজের জন্যে।

টমাস কেমারের নেমপ্লেট-লাগান দরজার সামনে থামে ওরিন। ভদ্রলোকের নামের নিচে 'কাউন্টি জাজ' লেখাটা তার চোখে পড়ে। নক করে সে।

ভরাট একটা কণ্ঠস্বর সাড়া দেয়, 'ভেতরে এস,' এবং দরজা খুলে কামরায় প্রবেশ করে ওরিন। কবাটে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ায় সে, ডেস্কের পেছনে-বসা ভদ্রলোকের দিকে তাকায়।

বয়স্ক মানুষ, ষাট কিংবা তারও বেশি। চুল সাদা। মাঝারি গড়ন;

মরুসূর্যের তাপে মুখ আর হাতের ত্বক কালচে।

ওরিন বলে, 'আমি ওরিন ওসমান।'

পলক তোলেন জাজ। মাথা ঝাঁকান। 'জানি।' তাঁর চোখ দুটো নীল, ওরিনের মনে হয়, অনেকটা রবিন পাখির ডিমের মত। হয়ত এই ভদ্রলোককেই সে খুঁজছে, তাঁকে সাহায্য করবার সৎ-সাহস যাঁর আছে।

'আর কী জানেন আপনি?'

ঈষৎ তীক্ষ্ণ হয় জাজের চোখ। সেগুলো একটুক্ষণ সযত্নে পর্যবেক্ষণ করে ওরিনকে। অবশেষে কেমারার বলেন, 'আমি জানি তুমি জো ওসমানের ভাই। তার খোঁজে এসেছ, এবং জেনেছ লিঞ্চিংয়ের কথা। এবং এখন এই শহর থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোবার পথ খুঁজছ।'

মাথা ঝাঁকায় ওরিন। তার চোখে জাজের এই সংক্ষিপ্ত অথচ চোখা মূল্যায়নের প্রতি শ্রদ্ধা। সে জিজ্ঞেস করে, 'কীভাবে পারব বেরোতে?'

এপাশে-ওপাশে মাথা নাড়ান কেমারার। 'মনে হয় না পারবে। এ-শহরের সবাই এখন অপরাধী, মিস্টার ওসমান। আমরা কেউ-কেউ হয়ত তোমাকে যেতে দিতে চাই, কিন্তু অধিকাংশ লোকের তাতে সমর্থন নেই।'

'আপনি বলেছেন, "আমরা কেউ-কেউ।" এর অর্থ কি তাহলে এই যে আপনিও সাহায্য করেছিলেন লিঞ্চিংয়ে? আপনি, একজন জাজ হওয়া সত্ত্বেও?' সহসা শীতল হয়ে যায় ওরিনের কণ্ঠস্বর।

ধীরে ধীরে কেমারের মুখে রক্ত জমা হয়। তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় ওরিনের চোখ। নীরবে মাথা ঝাঁকান তিনি, তারপর যখন কথা বলেন তখন মনে হয় গভীর কোন কুয়ো থেকে উঠে আসছে তাঁর কণ্ঠস্বর।

'এ-লজ্জা আমার কোনও দিন ঘুচবে না। সাহায্য করেছিলাম আমি। যে-মিথ্যা বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেটা পরিচালনা করেছিলাম।'

পলক তোলেন তিনি, জোর করে তাকান ওরিনের চোখের দিকে। বলেন, 'আমি তোমাকে কোন ভুল ধারণা দিতে চাই না। আসলেই ওটা একটা প্রহসন ছিল। তোমার ভাই আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ পায়নি। আমি রায় ঘোষণার আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল তার ভাগ্য।'

'কেন…?'

'…এসব কথা বলছি তোমাকে? আমি নিজেও তা জানি না, মিস্টার ওসমান। সত্যি বলছি, জানি না। হয়ত তোমার ঘৃণা পেতে চাই। কিংবা মনে মনে আশা করছি তুমি আমাকে হত্যা কর।' জানালার দিকে সরে যায় তাঁর দৃষ্টি, আনমনে তিনি বলে চলেন, 'মুহূর্তের একটা আবেগে এতে যোগ দিয়েছিলাম আমি, একটা অন্ধ ক্রোধ আমাকে পেয়ে বসেছিল কারণ আমি এমন কিছু হারিয়েছি…' বেদনায় বিকৃত হয় তাঁর মুখ '…এমন কিছু যা আমার কোনকালেই ছিল না।'

বিমূঢ়ভাবে জাজের দিকে চেয়ে রইল ওরিন।

হাত ইশারায় ওকে বসতে বলেন কেমারার। অস্বস্তিভরে একটা চেয়ারের কিনারে বসে পড়ে ওরিন।

কেমারার জিজ্ঞেস করেন, 'মিস্টার ওসমান, তুমি জান কী ধরনের মহিলা ছিল লোরিনা?'

মাথা নাড়ায় ওরিন।

'সুন্দরী। চতুর। যারা ভালবাসত ওকে তাদের চোখে ও ছিল… দেবী, সম্ভবত। আর যেসব পুরুষ অভিসারে যেত ওর কাছে তারা

ভাবত ও কারো উপেক্ষিতা অসুখী স্ত্রী। ওর প্রেমিকদের কেউই বিশ্বাস করত না, সে-ই একমাত্র নয়।'

ওরিন তার মনোভাব গোপনের যথাসম্ভব চেষ্টা করে। কী বলবে সে ? এই বৃদ্ধের প্রতি কোনরকম করুণা বা সহানুভূতি দেখাবার প্রশ্ন ওঠে না। রিকারের চেয়ে কোন অংশে ভাল নন জাজ। বরং আরো খারাপ, কারণ সব জেনেশুনে ভাবাবেগতাড়িত হয়ে অন্যায়কে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন। কেমারার জনতাকে রুখতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি। বরং নিজেও শরিক হয়েছিলেন'।

জাজ এখন আর তাকাতে পারেন না ওরিনের চোখে। 'ওদের মধ্যে আমি সবথেকে জঘন্য। মেয়েটার সাথে কোন সম্পর্কই আমার ছিল না। আমি শুধু এই চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম ওকে। ভাবতাম ও আমার হলে কেমন হয়...'.

ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে তাঁর কণ্ঠস্বর। 'যদিও জানতাম তা কখনো হবার নয়। ওই মেয়ে আমাকে ভালবাসবে না। আমি বুড়ো মানুষ। আশ্চর্য, কী বিরাট ভুলই না আমি করেছি। তোমার ভাইকে ফাঁসি দেবার ব্যাপারে সাহায্য করেছি তুচ্ছ একটা আবেগের বশে; আমি তাকে হত্যাকারী ভেবেছিলাম কারণ আমার মনে হয়েছিল সে আমার একটা স্বপ্নকে হত্যা করেছে।'

এরপর দীর্ঘ নীরবতা। শূন্য দৃষ্টিতে জানালার বাইরে চেয়ে থাকেন নির্বাক জাজ। ওরিন তাকায় তাঁর দিকে, নিজের ওপর বিরক্ত হয় কারণ ওই মানুষটার জন্যে সে এখন করুণা বোধ করে।

কিন্তু জো ? ভাবে সে। জো-র জন্যে কে করুণা বোধ করেছিল ? আইনে খুনীকে শাস্তি দেয়ার বিধান রয়েছে। জো-র হত্যাকারীদের

কী শাস্তি দেয়া হবে ?

ঘাড় ফেরান জাজ। তাঁর চেহারা এখন প্রায় ফ্যাকাসে, চোখ আলোহীন। ওরিনের মনের কথা পড়তে পেরেই হয়ত-বা, তিনি বললেন, 'তুমি হত্যাকারীদের শাস্তির কথা ভাবছ। বললে তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, মিস্টার ওসমান, তোমার ভাইকে ফাঁসি দেবার পর থেকে গত ছমাসে একটা রাতও ঘুম হয়নি আমার। চোখ বুজলেই দেখতে পাই ওর মুখ। ঘামে শরীর ভিজে যায়, অন্ধকারে আমি চিৎকার করে উঠি...'

'আপনি বলেছেন, "আমরা কেউ-কেউ তোমাকে যেতে দিতে চাই।" এ-কথার অর্থ কিন্তু এখনো স্পষ্ট নয় আমার কাছে।'

'অর্থাৎ আমরা কেউ কেউ প্রথম অপরাধটা গোপন করার জন্যে আরেকটা খুন করতে রাজি নই।'

'কিন্তু সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন না আপনারা। এই তো, জাজ ?'

ওরিনের দিকে এবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকান কেমারার। 'তুমি কী করতে বল আমাকে ?'

'নিশ্চয় অস্ত্রহাতে রাস্তায় নামতে বলব না। এখানকার অবস্থা যেন আমার মা-ভাইয়েরা জানতে পারে এটুকুই আমার চাওয়া।' জাজের চোখে চোখ রাখে সে। 'আপনি আপনার অপরাধ হালকা করতে চাইছেন, জাজ। ঠিক আছে। আমার চিঠিটা পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

কেমারারের চোখে ভয় দেখে সে। জাজ অনেক, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন নিচের রাস্তায়। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে চোখ রাখেন ওরিনের ক্ষতবিক্ষত মুখে। স্বাবমাননায় তাঁর চেহারা বিকৃত হয়।

অস্ফুট স্বরে তিনি বলেন, 'ঈশ্বর ক্ষমা করুন আমাকে।'

ওরিন অপেক্ষা করে। অবশেষে কেমারার বললেন, 'ওরা নজর রাখছে তোমার ওপর। জানতে পাবে তুমি এখানে এসেছিলে।'

ওরিন মাথা ঝাঁকায়।

'ওদেরকে কিছু একটা বলতে হবে আমার।'

'বলে দেবেন আমাকে সাহায্য করতে আপনি রাজি হননি।'

জাজ মাথা নাড়ান। 'বিশ্বাস করবে না। বিশেষত আজ সকালে আমি যা বলেছি তার পর।'

ওরিন অবিশ্বাসভরে তাকায় তাঁর দিকে। 'আপনি এসব কী বলছেন, জাজ! আপনি না বিচারক? কারো কাছে জবাবদিহির প্রয়োজন নেই আপনার। কেউ কিছু জানতে এলে সাফ বলে দেবেন তারা যেন নিজের চরকায় তেল দেয় গিয়ে।'

কেমারার মাথা ঝাঁকান। 'বেশ। চিঠিটা লিখে আমায় দাও।'

ওরিনকে কাগজ-কলম আর খাম এগিয়ে দেন তিনি। লিখতে লিখতে ওরিন ভাবে এটা তার তৃতীয় চিঠি। এটাও শেষ পর্যন্ত প্রাপকের হাতে পৌঁছুবে কিনা কে জানে।

বার

ক্রুকসের পেছন পেছন দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় অ্যাংগাস ওয়েলস। হোটেল মালিককে হন্তদন্ত হয়ে রাস্তা পেরোতে দেখে সে। দোকানের সামনের জানালার ভেতর দিয়ে ভবঘুরেকে জরিপ করে মেয়র। কেমন অবিচল অলস ভঙ্গিতে হোটেল বারান্দায় বসে, ভাবে সে। কিন্তু ওয়েলস জানে, ভবঘুরে নিশ্চয়ই শান্তিতে নেই। থাকা অসম্ভব।

ভ্রূকুটি করে ওয়েলস। ওসমানের এই আলস্য লোক-দেখান। ভেতরে সে নিশ্চয়ই ইস্পাতের কুণ্ডলী-পাকান স্প্রিং হয়ে আছে। খোঁচালেই সাপের মত ছোবল বসাবে।

ঘুরে অন্যদিকে সরে যায় দোকানি। হঠাৎ বিস্মিত হয় এই ভেবে যে কীভাবে সে ঠাণ্ডা মাথায় ভবঘুরেকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। তারপর আত্মপক্ষ সমর্থন করে সে। ভবঘুরে এখন তাদের পথের কাঁটা। তাকে না হটাতে পারলে এই শহরের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। লোকটা যদি তার ভাইকে ফিরিয়ে আনতে পারত তাহলেও নাহয় অন্যভাবে ব্যাপারটাকে দেখত তারা। কিন্তু সেটা সম্ভবপর নয়। কেউই আর কোনদিন জো ওসমানকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

তাছাড়া এমন তো না যে শহরবাসীরা ওই ঘটনার জন্যে অনুতপ্ত

নয়। তারা অনুতপ্ত, প্রত্যেকেই। জো ওসমান এখনো বেঁচে থাকলে ওয়েলস নিজের অর্ধেক সম্পত্তি হয়ত দান করত তাকে। কিন্তু সে বেঁচে নেই এটাই বাস্তবতা, এবং তার ভাইয়ের প্রতিশোধস্পৃহাকে চরিতার্থ করতে দেবার জন্যে ওয়েলস তার সহায়-সম্পত্তি সবকিছু হারাতে রাজি নয়।

ভ্রূকুটি করে, অফিসের রোল-টপ ডেস্কে বসে পড়ে সে, সামনের জরুরি কাগজপত্রগুলো একটিবার নেড়েচেড়েও দেখে না। এখন আর কোন মানে হয় না পেছনে তাকাবার। যা হবার তা হয়ে গেছে। ওরিনকে সে ডেকে আনেনি কেঁচো খুঁড়ে সাপ বার করতে, আর যদি তা আনতও, শহরের অন্যরা তা মেনে নিত না। এখন তাদের সামনে একটা পথই কেবল খোলা আছে: ওরিনকে হত্যা করার পরিকল্পনাটা যেন সফল হয় তা নিশ্চিত করা।

পরিকল্পনাটার সবচেয়ে বড় ত্রুটি, ভাবে সে, এর মধ্যে কোন জটিলতা নেই। এবং আরো একটা খুঁত রয়েছে। সেই খুঁত—জিম লরেন্স।

সকালে, গোরস্থানে, লরেন্স যখন ওরিনকে আরেকটু হলেই খুন করে বসছিল তখন ওয়েলস ঠেকিয়েছিল তাকে। এখন তার মনে হয় বাধা না দিলেই ভাল হত, কেননা এর পর থেকেই শেরিফের মতি-গতি বদলে গেছে।

ওয়েলসের ভ্রূকুটি গভীরতর হয়। স্টেজ আসার সময়ে লরেন্স যদি কাছেপিঠে থাকে, নিশ্চয় বাধা দেবে ওদের পরিকল্পনায়। কাজেই দায়িত্বটা এখন মেয়রের, শেরিফ যেন তখন অন্য কোথাও থাকে তা নিশ্চিত করা। ঝামেলা হবার কথা না এতে। স্টেজ আসার আগেই শেরিফের দফতরে পাঠালেই হবে কারোকে। লরেন্সকে সে তারই

হাজতের একটা কক্ষে আটকে রাখবে।

কিন্তু যাবে-টা কে? উঠে দোকানের লম্বা করিডর ধরে একটুক্ষণ পায়চারি করে দোকানি। এমন কারোকে যেতে হবে যাকে গোনায় ধরে লরেন্স। বোঝে অবাধ্য হলে সে তাকে গুলি করতে পিছপা হবে না। এ-মুহূর্তে বেপরোয়া একজন মানুষের বড় প্রয়োজন মেয়রের। এমন কারোকে, ওরিন ওসমান বেঁচে থাকলে যার বহুকিছু হারাবার আশংকা আছে। হ্যারিস জেন্ট্রি, ভাবে সে। জেন্ট্রিই উপযুক্ত লোক। যেহেতু জেন্ট্রির ওঅর রেকর্ড জানে, তার হুমকি চ্যালেঞ্জ করতে সাহস পাবে না লরেন্স।

গটগট করে দোকানের সদর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে ওয়েলস। বাঁয়ে মোড় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ফার্নিচার স্টোরের দোতলায় উঠে যায়।

ডানের প্রথম অফিসটাই জেন্ট্রির। সাড়া না দিয়েই ভেতরে ঢুকে যায় সে। জানালার দিকে মুখ করে বসেছিল জেন্ট্রি।

ওয়েলস ঢুকতেই চমকে উঠে ঘাড় ফেরায় সে, কিন্তু পরমুহূর্তে আগন্তুককে চিনতে পেরে হাঁপ ছাড়ে। ওয়েলস দরজা বন্ধ করতে করতে বলে, 'আমরা একটা প্ল্যান এঁটেছি, হ্যারিস। তবে তোমার সাহায্য লাগবে।'

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে যায় অ্যাটর্নির চোখ দুটো। ওয়েলস তড়িঘড়ি বলে, 'না-না, তোমাকে খুন করতে হবে না। তবে কাজটা ওই প্ল্যানেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।'

চেয়ারে সোজা হয় জেন্ট্রি। কোন কথা বলে না।

'লরেন্সকে সামলাতে হবে একটু,' বলে সবিস্তারে ওদের পরিকল্পনার কথা অ্যাটর্নিকে জানায় মেয়র।

চিন্তিত মুখে একটুক্ষণ বসে থাকে জেন্ট্রি। তারপর মাথা ঝাঁকায় ধীরে ধীরে। 'বেশ, আমি সামলাব জিমকে।'

তীক্ষ্ণ চোখে জেন্ট্রিকে কয়েক মুহূর্ত জরিপ করে ওয়েলস, তারপর হৃষ্টচিত্তে উঠে ঘুরে দাঁড়ায় দরজার দিকে, বাইরে বেরিয়ে যায়।

বাইরের সিঁড়িতে ওর ভারি পদশব্দ শোনে জেন্ট্রি। জানালা দিয়ে দেখতে পায় ফুটপাতে উঠে ঘুরে দোকানের ভেতর ঢুকে গেল ওয়েলস।

ভুরু কোঁচকায় সে, বোঝার প্রয়াস পায় নিজেকে। এক অর্থে, অনুমান করে অ্যাটর্নি, সে নিজের জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করছে। ছমাস আগে যা অসম্ভব মনে হত আজ সে, হাসিমুখে, তা-ই করতে রাজি। একটা পরিকল্পিত হত্যার ব্যাপারে সাহায্য করতে সে এখন সম্পূর্ণ তৈরি। সত্যি, ছমাস আগে সেই জঘন্য কাজটা তাকে করতে হয়নি। কিন্তু আজ মনে হয় করাটা তার উপকারেই আসত। তাহলে হয়ত আজ বিবেকের দংশন এড়াতে পারত সে।

অপ্রত্যাশিতভাবে সাপ দেখলে যা হয়ে থাকে সাধারণত, হঠাৎ কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে ওঠে তার, সে শিউরে ওঠে। যুদ্ধের সময়ে প্রচুর রক্তপাত করতে হয়েছে তাকে। তার ইশারায় ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অনেক লোককে। কিন্তু তখন সবসময় একটা কথা সে ভেবেছে এত লোক যেখানে মরছে সেখানে তার নিজের বেঁচে থাকাটা শোভনীয় নয়।

তবে এর সঙ্গে ছমাস আগের ঘটনাটার তুলনা চলে না। যুদ্ধে সে লড়াই করেছিল একটা বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু ছমাস আগের সেই ভয়ঙ্কর রাতে সে পশু হয়ে গিয়েছিল।

রাগ···না, ক্রুদ্ধ হয় অ্যাটর্নি, নিজের প্রতি। লিঙ্কিংয়ে তার সায়

দেবার পেছনে সে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে পারবে না। তার ক্ষিপ্ততার হেতু একজন মহিলার অসম্মান নয়—সেটা ছিল লোরিনা নিউকার্ককে আর কোনদিন সে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে না বলে। আর কোনদিন না কারণ মহিলা খুন হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে, তাও এমন একজনের হাতে যাকে হয়ত সে সঙ্গও দিয়েছিল।

হঠাৎ হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় অ্যাটর্নির। পাকস্থলি থেকে শির-শিরে একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। মনে হয় এখুনি বোধহয় সে দম আটকে মারা যাবে। লোরিনার প্রেমিকদের মধ্যে একমাত্র সে-ই প্রকৃত ঘটনা জানত। তবু, লজ্জার মাথা খেয়ে, প্রতিরাতেই গেছে ওই মেয়ের কাছে। সে একাই আসে না, এটা জানা সত্ত্বেও।

সে নিজেই খুন করতে পারত ওকে, জেন্ট্রি ভাবে। বিতৃষ্ণায় অনেকবারই এরকম ইচ্ছে তার হয়েছে। কিন্তু করেনি, কেননা বিতৃষ্ণার মুহূর্তেও সে জানত লোরিনাকে আসলে দায়ী করা যায় না তার স্বভাবের জন্যে। এবং, সম্ভবত, তাকেও না কারণ সে লোরিনার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারেনি।

রাগতভাবে উঠে পড়ে জেন্ট্রি। লাথি মেরে চেয়ারটাকে আছড়ে ফেলে দেয়ালের গায়ে।

অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকে জেন্ট্রি। ভাবে ওরিন ওসমান যদি বেরিয়ে যায় তাদের জাল ছিঁড়ে তার কী ক্ষতি হবে। ধ্বংস হয়ে যাবে সে। লিঞ্চিংয়ে অংশগ্রহণ করবার দায়ে আইনজীবী সমাজ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হবে। ঠিক, অন্য পেশায়ও জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে সে। কিন্তু বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী ছাড়া কোন মানুষ কী বেঁচে থাকতে পারে? বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল

বিবেকের এই দংশন সহ্য করে পারবে সে টিকে থাকতে? ঠিক, হত্যা জঘন্য অপরাধ। কিন্তু জেন্ট্রির বিশ্বাসে, বিশ্বাসঘাতকতা আরো খারাপ।

করিডরে পায়ের আওয়াজ পায় সে। এবং তার অফিস-ঘরের দরজা খুলে যায়। ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখে দোরগোড়ায় তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে। কবাট ভিড়িয়ে দিয়ে স্বামীর দিকে এগিয়ে আসে মহিলা।

ছোটখাট, পলকা গড়ন তার। হাতে ছাতা। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জেন্ট্রি জানে ওই পলকা চেহারা ওর খোলস মাত্র। জীবনে এরকম দৃঢ়চেতা মহিলা সে কমই দেখেছে। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে ওই ছোটখাট্ট শরীরেই সে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে। এখন সে স্থিরকণ্ঠে জানতে চায়, 'হ্যারিস, শহরে কী চলছে এসব?'

'কী চলছে?' অস্বস্তি বোধ করে জেন্ট্রি, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই কেন-যেন তার জিভ শুকিয়ে যায় সর্বদা।

'হ্যাঁ, হ্যারিস, চলছে একটা কিছু। হোটেলের বারান্দায় ওই যে-লোকটা বসে, সে দেখতে অনেকটা···অনেকটা ছমাস আগের সেই ভবঘুরের মত। কাল রাতে মারধোর করা হয়েছে তাকে। আমি চাই তুমি আমাকে বল আজ কী ঘটতে যাচ্ছে এখানে।'

জেন্ট্রি জানে এড়াবার চেষ্টা করে লাভ নেই। অন্তত তার স্ত্রী যখন ওই সুরে কথা বলে তখন।

স্ত্রীর দিকে পেছন ফেরে জেন্ট্রি, রাস্তার ওপাশে হোটেল বারান্দায়-বসা ওরিনকে দেখে। ঘেউ করে ওঠে সে, 'কিস্যু না।'

'অবশ্যই ঘটতে যাচ্ছে। ওই লোক ওর ভাই, তাই না? এবং সত্য ঘটনা সে জেনে ফেলেছে। শহরের লোকদের মতলব কী, হ্যারিস। ওকেও মেরে ফেলা?'

ঘাড় ফেরায় জেন্ট্রি। 'বাসায় যাও, বেলি। মেয়েমানুষের এর মধ্যে আসা উচিত না।'

'আমি তা মনে করি না, হ্যারিস। প্লিজ, তুমি একটু বোঝার চেষ্টা কর। আমার সাহায্য নাও। কেন তুমি সবসময় ভাব সব ব্যাপারেই তুমি বেশি বোঝ আমার চেয়ে?'

প্রায় রাগত স্বরে জেন্ট্রি বলে, 'তোমাকে বলা সম্ভব নয়।'

'কেন? তোমার ধারণা এতে করে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে বেঈমানি করা হবে? ওরা ওই লোকটাকে খুন করতে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই? আর তুমিও থাকছ তাতে।'

'আমি সে-কথা বলিনি।'

'না, আমি বলেছি। এসব আমি সহ্য করব না, হ্যারিস। আমি বাধা দেব। ছমাস আগে যা ঘটেছে সেটাই যথেষ্ট। তবু এক অর্থে ওটা মেনে নেয়া যায়। আর সবার মত ক্ষণিকের উত্তেজনায় তুমিও বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলে। কিন্তু এই লোক কোন অপরাধ করেনি। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই কারো। শুধু ওর ভাইয়ের খোঁজে ও এখানে এসেছে। জানবার চেষ্টা করেছে কী হয়েছে তার।'

অপরাধীর দৃষ্টি ফুটে ওঠে জেন্ট্রির চোখে। অনুভব করে সামনে-দাঁড়ান এই মহিলার যোগ্য পুরুষ সে নয়। মরিয়া হয়ে অ্যান্টনি বলে, 'বাড়ি যাও, বেলি। প্লিজ!'

মহিলা একগুঁয়ে মাথা নাড়ায়। 'না। আমি এখানেই থাকব। সম্ভব হলে সাহায্য করব ওই লোককে। তুমি এর মধ্যে জড়িয়ো না, হ্যারিস। নিজেকে আবার একজন খুনী করে তুল না।'

শীতল হয়ে যায় জেন্ট্রির চেহারা। এবং তার কণ্ঠস্বর। 'তোমার যা খুশি কর, মিসেস জেন্ট্রি। আমার বিশ্বাসে আমি অটল থাকছি।'

তের

জেক নিউকার্ক তার স্যালুনে বারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। এগার-টাও বাজেনি এখনো, তবু বোতল বার করে গলা ভেজাচ্ছে সে। ব্যাটউইং দোরের ওপর দিয়ে রাস্তার ওপাশের হোটেল বারান্দা আর সেখানে যে-যুবক বসে তাকে দেখা যায়। সেই সকাল থেকেই ওখানে রয়েছে লোকটা। শুধু একবার রাস্তার এপারে এসেছিল।

মেয়ার তার ব্যাগ নিয়ে হোটেলের বাইরে এল। ওটা নামিয়ে রেখে, রুমাল বার করে মুখ আর ঘাম মুছল সে। তারপর স্যুট করে ফের ঢুকে গেল হোটেলের ভেতরে।

নিউকার্ক অসন্তোষের দৃষ্টিতে বারের পেছনের আলমারিটা দেখে। মেয়ার আজকাল আর আসে না এখানে, কারণ জেক মাল নেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। মেয়ার নিশ্চয় বোঝে একটা কিন্তু আছে এর ভেতরে, কিন্তু জেকের ব্যবসা হঠাৎ করে পড়ে গেল কেন সে জানতে চায়নি কখনো।

আরেক ঢোক মদ খেয়ে, থুপথুপ করে দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় জেক। রোদ-ঝলসান রাস্তার দিকে তাকায়। এই শহরকে সে ঘৃণা করে, ভাবে স্যালুন মালিক। শহরের প্রতিটা লোককে ঘৃণা করে। তবে এদের মধ্যে তিনজনকে করে সবচেয়ে বেশি। ওয়েলস। জেন্ট্রি।

ক্রুকস। রাতে যখন সে এখানে রুটিরুজির ধান্দায় ব্যস্ত থেকেছে, দামি দামি উপহার নিয়ে লোরিনার কাছে অভিসারে গেছে ওরা। লোরিনার কাছে তার মূল্য ছিল শুধু একটা টাকা উপায়ের যন্ত্র হিসেবে। সে যখন টাকা কামাতে ব্যস্ত থাকত, শহরের ভদ্দরলোকরা লোরিনার সেবা গ্রহণ করত।

ভদ্দরলোক! প্রবল বিতৃষ্ণায় মুখ বিকৃত করে সে। এরাই জো-কে লিঞ্চ করার জন্যে দায়ী। অথচ এখন সবাই তাকে দুষে। তার এখানে আসা ছেড়ে দিয়েছে ওরা। খদ্দেরের অভাব সত্ত্বেও, স্যালুন খোলা রেখেছে সে কিন্তু এখন তার পিঠ ঠেকে গেছে দেয়ালে। তিন মাসের ভাড়া বাকি, ওয়েলস নিশ্চয় আর অপেক্ষা করতে রাজি হবে না। ভাড়া বাকি ফেলার দায়ে তাকে সে উচ্ছেদ করবে, এবং সেখানেই অপমৃত্যু ঘটবে নিউকার্কের এম্পোরিয়া স্যালুনের।

শেষ হয়ে গেছে সে। এই শহর তাকে শেষ করেছে—তার নিজের কোন দোষে নয়, স্রেফ সে লোরিনার স্বামী ছিল বলে। ওরা তাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। নিজের কৃতকর্মের দায়ভার তার ঘাড়ে চাপিয়ে আজ সাধু সাজতে চাইছে সবাই।

হঠাৎ অটো রিকারকে দরজা ঠেলে স্যালুনে ঢুকতে দেখে সবিস্ময়ে ওর দিকে তাকায় নিউকার্ক। বারে এসে কামার ফরমাস দেয়, 'হুইস্কি, জেক।'

বোতল আর গ্লাস ওর দিকে ঠেলে দেয় নিউকার্ক। রিকার বলে, 'দেখ, বেজন্মাটার দুঃসাহস দেখ একবার। কেমন পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে। বাহাদুরি দেখাচ্ছে, আমাদের সে পরোয়া করে না। আরেকটু অপেক্ষা করুক, স্টেজ এলেই বাঞ্চোৎকে আমি পিষে ফেলব।'

নিউকার্ক জবাব দেয় না। ভাবে হঠাৎ আজ কেন রিকার তার

স্যালুনে গলা ভেজাচ্ছে। লিঞ্চিংয়ের পর এই প্রথম সে এখানে ঢুকল।

নিশ্চয় কিছু চায় তার কাছে, জেক ভাবে। সমর্থন, বা সাহায্য, কিংবা অন্যকিছু। নিছক মদ খেতে আসেনি রিকার।

মুখ ভেংচে কামারকে বলে সে, 'আমি খুশি হব ও যদি তোমাকে ধোলাই করে। ভেবেছ আমি বুঝি না আজ কেন এসেছ তুমি। সাহায্য চাইছ আমার। তা হবে না। আমার ব্যবসা ডোবাবার সময় মনে ছিল না? পারলে আমি ওই লোককে সাহায্য করব।'

স্যালুন মালিকের উদ্দেশে চোখ পাকায় রিকার। ড্রিংক শেষ করে একটা আধুলি ছুড়ে মারে সে বারের ওপর। গলায় বিষ ঢেলে বলে, 'এসব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দাও, জেক। স্টেজ যখন আসবে, ভুলেও নাক গলিয়ো না তুমি। ওকে আমরা নিকেশ করব, আর তুমি বাধা দিতে এলে—তোমাকেও।'

কর্কশ হাসে নিউকার্ক। 'ফালতু বোকো না! ওর কাছে এখন পিস্তল আছে। তুমিই না সাবাড় হয়ে যাও শেষে সেই চিন্তা করগে।'

'নিরস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে পিস্তল বার করবে না ও। আর যদি করেই...'

কামারের দিকে তাকায় স্যালুন মালিক, চোখে তার নগ্ন বিদ্বেষ। 'তোমার হয়ে কেউ ওকে খুন করবে। এই তো? তুমি চাও আমি যেন সেই কাজটা করি। জাহান্নামে যাও তুমি। বেরিয়ে যাও আমার দোকান থেকে!'

আগুন চোখে কয়েক মুহূর্ত ওর পানে চেয়ে থাকে রিকার। তার মুখ রক্ত জমে লাল। চোখে জিঘাংসা। কিন্তু নিউকার্কের দৃষ্টি কাঁপে না। শেষমেষ রিকার ঘুরে গটগট করে বেরিয়ে যায় রাস্তায়।

দরজার দিকে তাকায় জেক। মুখে স্বীকার না গেলেও, ভবঘুরের

ভয়ে নিশ্চয় কামারের কলিজা শুকিয়ে গেছে। নইলে সাহায্যের আশায় তার কাছে আসত না। কিন্তু হঠাৎ তার দারস্থ হবার প্রয়োজন ওর হল কেন? রিকার আর মারফি একগ্লাসের ইয়ার। মারফি কেন সাহায্য করছে না, তাহলে?

ভুরু কোঁচকায় সে। নিশ্চয় করছে, জেক অনুমান করে। রিকার বাড়তি সাহায্যের ব্যবস্থা রাখতে চাইছিল।

জিম লরেন্স কি জানে এ-খবর? নিউকার্ক ভাবে। হয়ত জানে। আবার নাও জানতে পারে। জেক বুঝে উঠতে পারে না শেরিফও ভবঘুরেকে হত্যা করার চক্রান্তে জড়িত কিনা। তার সঙ্গে কথা না বললে এটা জানবার উপায় নেই। স্যালুন থেকে বেরিয়ে আসে জেক।

ঝাঁ-ঝাঁ রৌদ্রে প্যাঁচার মত অন্ধ হয়ে যায়। কপালে হাত তুলে চোখ আড়াল করে নিউকার্ক, জেলখানার দিকে এগোয়। সদর দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে যায় ভেতরে।

লরেন্স ডেস্কে বসে কাজ করছিল, বিরক্তির সঙ্গে তাকায়। তারপর জেককে চিনতে পেরে কোমল হয়ে আসে তার চেহারা। 'হ্যালো, জেক,' বলে শেরিফ। 'হঠাৎ আজ কী মনে করে?'

সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেলে নিউকার্ক, এই শহর ছেড়ে সে চলে যাবে তবু মাথা নোয়াবে না অন্যায়ের কাছে।

'জিম,' সরাসরি কাজের কথায় চলে আসে স্যালুন মালিক, 'তুমি ওদের মতলব কিছু জান? স্টেজ এলে রিকার ফের ঝগড়া বাধাবে ভবঘুরের সঙ্গে?'

'ওসমানের সঙ্গে এখন পিস্তল আছে। ড্র-য়ে ওকে হারাতে পারবে না রিকার।'

'ওকে কিছু করতে হবে না। রিকার নিরস্ত্র থাকবে। কিন্তু ওর

হুমকিতে ওসমান যখন পিস্তল বার করতে নেবে, আড়াল থেকে আর কেউ ফেলে দেবে তার লাশ।'

লরেন্স ওর মেরুদণ্ড সোজা করে। 'তুমি ঠিক জান?'

জেক মাথা নাড়ায়। 'নিশ্চিত নয়। তবে আঁচ করছি। খানিক আগে রিকার এসেছিল আমার স্যালুনে। বলল আমি যেন বন্দুক তৈরি রাখি। আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

লরেন্স মাথা ঝাঁকায়। 'খবরটা আমায় জানিয়ে ভাল করেছ। পাহাড়ের মাথায় স্টেজ দেখলেই আমি একবার যাব ডিপোয়।'

স্যালুনে ফিরে পেছনের একটা কামরায় গিয়ে দাড়ি কামিয়ে নেয় নিউকার্ক, ধোপদুরস্ত জামা পরে ওয়েলস মার্কেন্টাইলে গিয়ে ঢোকে।

অ্যাংগাসের কাছে কোনরকম সুবিধে চাইতে ঘৃণা হয় তার, কারণ অ্যাংগাস লোরিনার 'বন্ধু' ছিল। কিন্তু এই ওয়েলসের কাছেই তার ভাড়া বাকি পড়েছে। সুতরাং ফয়সালাটা ওর সাথেই করতে হবে তাকে।

দরজায় দাঁড়িয়ে হোটেল বারান্দায়-বসা যুবককে দেখছিল ওয়েলস। জেক নিউকার্ক বলে, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে। তুমি তিন মাসের ভাড়া পাবে, কিন্তু আমার কিছু জিনিসপত্র আছে। এখন আমি যদি চলে যাই, তুমি আমাকে কত দেবে ওগুলোর জন্যে?'

ওয়েলস তাকায় ওর দিকে। বলে, 'পরে এ-ব্যাপারে কথা বলবখন। আমি আপাতত খুব ব্যস্ত।'

হাতের মুঠি চাপে জেক। 'যা বলার এখুনি বল,' জেদ ধরে সে। 'আমি এই পচা শহরে আর একমুহূর্ত থাকতে চাই না। স্পষ্ট বলে দাও, স্যালুনটা যদি তোমাকে দিয়ে দিই, তুমি আমাকে কত দেবে।'

ভুরু কোঁচকায় ওয়েলস, কিন্তু জেকের কথায় এখনো মনোযোগ

দিতে পারে না পুরোপুরি। সে বলে, 'কিস্যু দেব না। ভাড়া বাকি ফেলার দায়ে ক্রোক করে নেব সব।'

নিউকার্ক এক মুহূর্ত চেয়ে থাকে ওর দিকে। ওয়েলস এখনো দেখছে ওসমানকে। ওর চেহারায় একধরনের মুগ্ধতা ফুটে উঠেছে।

ওয়েলসের মুখে ঘুসি মারতে ইচ্ছে হয় তার। আবার মুঠি চাপে সে। পরক্ষণে এর ফলাফল চিন্তা করে সংযত করে রাগকে। চেষ্টা করলে হয়ত সে স্টেজের ভাড়াটা অন্তত আদায় করতে পারবে।

গোমড়া মুখে ঘুরে দাঁড়ায় সে, বেরিয়ে আসে বাইরে। এখন আরো বেশি করে ওয়েলসকে তার ঘৃণা হয়। এবং সেই সঙ্গে এখন নিজেকেও ঘৃণা করে। কিছুটা অন্তত আত্মসম্মানবোধ থাকা উচিত ছিল তার। এই জঘন্য শহরকে তার সমুচিত শিক্ষা দেয়া উচিত। জানবার পর-পরই, স্ত্রীর তিন নাগরকে তার খুন করা উচিত ছিল।

স্যালুনে পৌঁছে ভেতরে যায় জেক। গ্লাসে সুরা ঢেলে উপুড় করে দেয় গলায়।

নাগাড়ে মদ্যপান করে চলে সে, এবং প্রতি মুহূর্তে তার ক্রোধ আর হতাশা বাড়তে থাকে। ওরা তাকে বোকা বানিয়েছে। তার স্ত্রীকে ভোগ করেছে, ধ্বংস করে দিয়েছে তার ব্যবসা।

এখন তার যা করা উচিত সেটা ছমাস আগেই সমাধা করা প্রয়োজন ছিল। ওদেরকে মাশুল গুনতে বাধ্য করা। সবকটার খুলি উড়িয়ে দেয়া। তাকে এতটা ঘাঁটান ওদের ঠিক হয়নি।

ভ্রূকুটি করে, বাইরের রাস্তায় চেয়ে থাকে জেক নিউকার্ক।

চোদ্দ

রোজকার মত আজও কাক-ভোরে শয্যাত্যাগ করে নিকোলো ফিঞ্চ। মেঝের দিকে চেয়ে একটুক্ষণ বিছানার কিনারে বসে থাকে সে। এক-রকম সারাটা রাতই নির্ঘুম কেটেছে তার, সারাক্ষণ কেবল স্টেজের সেই ভবঘুরের কথা ভেবেছে, মনে পড়েছে ছমাস আগের ফাঁসির ঘটনাটা। ওরিন ওসমান তার ভাইয়ের মৃত্যু সম্পর্কে কিছু জানে কিনা সে নিশ্চিত নয়, তবে লোকটা যে ঠিক জায়গায়ই খুঁজতে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই।

এবং যখন সে জানতে পাবে ঘটনাটা···বস্তুত এটাই রাতে ঘুমোতে দেয়নি ফিঞ্চকে। সে জানে ওরিন যদি স্যাগুয়েরোর লোকদের অপ-রাধের কথা জেনে যায়, ওরা তার কী দশা করবে।

জামাকাপড় পালটে বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে আসে ফিঞ্চ। এরই মধ্যে তেতে উঠেছে প্রকৃতি, এটা মরুভূমির গরম নয়। এত উচ্চতায় স্যাগুয়েরোর মত গরম কখনো পড়ে না। এখানে, প্রায় প্রতি বিকেলেই, বৃষ্টি হয়। উপত্যকায় একটা ঝরনা নেমে গেছে এঁকে-বেঁকে, ফলে চাষাবাদ করা আর গরুবাছুর পালায় পানির কষ্ট নেই।

শুধু শীতের সময়ে গরুবাছুরগুলো মরুভূমিতে নেমে যায়, যখন বরফে ঢাকা পড়ে যায় এখানকার ঘাস। ঠিক এমনি একটা দিনে,

গত শীতে, ফাঁসির পরদিন, সে এবং আরেকজন লোক লোরিনা নিউকার্কের হত্যাকারীর দেখা পেয়েছিল।

প্রাচীর-ঘেরা র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোয় ফিঞ্চ। সদর দরজায় মনিব জন স্মিটারম্যানের দেখা পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আজকে দিনটা আমি ছুটি নিই?'

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায় স্মিটারম্যান, কপাল কুঁচকে ফিঞ্চকে সে জরিপ করে একটুক্ষণ। 'কী ব্যাপার? আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

ফিঞ্চ মাথা নাড়ে। 'আমি একাই সামলাতে পারব।'

কোরালে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপায় সে, তারপর স্যাডলে চেপে রওনা দেয় স্যাগুয়েরোর উদ্দেশে। র‍্যাঞ্চ থেকে শহর অনেক দুর, যত জোরেই ঘোড়া ছোটাক, দুপুরের আগে পৌঁছুতে সে পারবে না। তবু চেষ্টা তাকে নিতে হবে। একটা দায়িত্ব বোধ করে ফিঞ্চ। ভাবে গতকাল স্টেজেই তার সব ঘটনা খুলে বলা উচিত ছিল ওসমানকে।

ফিঞ্চ জানে না, তবে ওর অকপট সরলতাই ওকে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করেছিল। নিঃসঙ্গ মানুষ সে, নির্জন জায়গায় গরুবাছুরের তদারকিতে সময় কাটে। বছরে দুবার যদি শহরে যায়, সেটাই তার জন্যে অনেক।

এভাবে জীবনযাপন করার ফলে মেয়েদের সম্পর্কে কিছু ভাবা বা ওদের সাথে মেলামেশার সুযোগ ফিঞ্চ পায় না। মনিবের স্ত্রী, মেরি স্মিটারম্যানকে সে মায়ের মত শ্রদ্ধা করে। 'ভাল' মহিলা বলতে এই একজনকেই সে চেনে। অন্যরা···

ফিঞ্চের পৃথিবীতে দুধরনের মহিলা আছে। ভাল আর মন্দ। তাই, আণ্ডারটেকারের পারলারে লোরিনা নিউকার্কের লাশ দেখে সে ক্রুদ্ধ

হয়েছিল। শহরের ভদ্র একজন মহিলা দুঃখজনক একটা পরিণতির শিকার হয়েছে যা আসলে প্রাপ্য ছিল খারাপদের।

জো ওসমান নির্দোষ একথা একবারও চিন্তায় আসেনি ফিঞ্চের। তাকে সে অন্ধভাবে অপরাধী ভেবেছিল। জিম লরেন্স তাকে গ্রেফতার করে শহরে ফিরিয়ে আনে। ওসমানের মুখে জখমের দাগ ছিল। হোটেলের ডাইনিং রুমে তাকে দেখা গিয়েছিল লোরিনা নিউকার্কের দিকে নজর দিতে। সেদিন শহরে আর কোন ভবঘুরেকে দেখা যায়নি।

তাছাড়া, জাজ কেমারার বিচার করেছিলেন তার। যদিও স্বাভাবিক কোন বিচার অনুষ্ঠান নয়, কেননা সেটা হয়েছিল রাত্রিবেলার এবং শহরের একমাত্র কটনউড গাছের নিচে। এবং সেখানেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় লোকটার অপরাধ সম্পর্কে।

এটাই ন্যায়সঙ্গত বিচার, অন্তত সেই রাতে, মনে হয়েছিল সবার। কিন্তু পরদিন সবকিছু অন্যরকম দেখাল। পরদিন শুধু একটা কথাই ভাবতে পেরেছিল নিকোলো যে তার মতই অতি সাধারণ একজন মানুষ বিনা দোষে মারা পড়েছে উচ্ছৃংখল জনতার রোষে। এবং সে নিজেও সেই জনতার কাতারে ছিল। ফাঁসির সময়ে তার ঘোড়াতেই তুলে দেয়া হয়েছিল লোকটাকে।

ফিঞ্চ ভাবে ওরিনের কী অবস্থা করবে স্যাগুয়েরোবাসীরা। এটা নির্ভর করে, সম্ভবত, ওরিন কী করতে যাচ্ছে তার ওপর। ওরিন যদি প্রতিশোধ নিতে চায়, ফিঞ্চ দোষ দেবে না তাকে।

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবায় সে। লাফিয়ে ছুটতে শুরু করে জানোয়ারটা। গরম অসহ্য হয়ে উঠবার আগেই যতটা সম্ভব এগিয়ে থাকতে হবে।

র‍্যাঞ্চ থেকে দশ মাইল দূরে, স্টেজ রোডের দেখা পায় ফিঞ্চ, এবং

সেটা ধরেই এগোয় শহর অভিমুখে। এগারটার খানিক বাদে গন্তব্যে পৌঁছায় সে।

তন্দ্রালু মনে হয় শরটাকে, বরাবরের মত। রিভার স্ট্রিট ধরে হোটেলের দিকে আসতেই ওরিনকে দেখতে পায় ফিঞ্চ, রাস্তা পেরিয়ে ফার্নিচারের দোকানে ঢুকছে।

ওসমানকে দেখে তার বোধ হয় নিজের বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেল। আপনমনে হাসে সে। কী তার প্রত্যাশা ছিল সে জানে না, তবে ওসমান এখনো বেঁচে রয়েছে দেখে খুশি হয়। হোটেলের সামনে মুহূর্তের জন্যে ঘোড়া থামায় ফিঞ্চ, তারপর সামনে এগিয়ে নিউকার্কের স্যালুনের বাইরে নামে স্যাডল থেকে।

সাদা একটা ক্রুশ হাতে ফার্নিচার স্টোর থেকে বেরিয়ে এল ওরিন। মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল গোরস্থানের দিকে।

ভ্রূকুটি করে ফিঞ্চ। ওসমান জানে, তারমানে। জানে ওর ভাইকে লিঞ্চ করা হয়েছিল। অকস্মাৎ রাস্তাটা জরিপ করে নিকোলো। তন্দ্রালু ঠিক বলা যায় না একে। জনশূন্য বললেই বরং আসল চিত্রটা মেলে। একদম খাঁ-খাঁ। দিনের এসময়ে কিছু মানুষজন অন্তত থাকে। অথচ আজ কারোকেই চোখে পড়ে না।

স্যালুনে প্রবেশ করে ফিঞ্চ। বেজার মুখে নিউকার্ক দাঁড়িয়ে বারের পেছনে। ফিঞ্চ বলে, 'ও জানে সব ঘটনা, তাই না?'

নিউকার্ক মাথা ঝাঁকায়।

ফিঞ্চ বলে, 'তাহলে তো লোকটার সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে।'

ফের মাথা ঝাঁকায় নিউকার্ক। রিকারের মতলব জানায় কাউবয়কে।

'শেরিফ জানে?'

জেকের মাথা আস্তে ওঠানামা করে একবার। অর্থাৎ, জানে শেরিফ।

'তাহলে সে-ই সামলাবে।'

নিউকার্ক বলে, 'যদি না তারও কাম্য হয় ওসমানের মৃত্যু।'

ফিঞ্চ বলে, 'আমি লিঞ্চিংয়ে যোগ দিয়েছিলাম তোমার স্ত্রী অত্যন্ত ভাল মহিলা ছিলেন বলে, কিন্তু এই লোকের তো কোন কসুর নেই। নাহ্, ওদের যদি কোন কুমতলব থাকেই, আমাকেই যেতে হবে ওর সাহায্যে।'

কর্কশ তিক্ত একখানা হাসি ফিঞ্চকে উপহার দেয় নিউকার্ক। কিছু বলতে নিয়েও আচমকা মুখ বন্ধ করে ফেলে সে। তারপর বলে, 'হ্যাঁ। তুমিই সাহায্য করগে।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায় ফিঞ্চ, কিন্তু কিছু বলে না। ড্রিংক শেষ করে দাম চুকিয়ে দেয় সে। তারপর বাইরে বেরিয়ে, রাস্তা অতিক্রম করে হোটেলের বারান্দায় গিয়ে বসে পড়ে ওরিনের পরিত্যক্ত চেয়ারে। রেইলে পা তুলে সে, নিজের জন্যে সিগারেট বানায় একটা।

ওরিন ভাবেনি মার্কারটা সত্যি সত্যি তৈরি থাকবে। কিন্তু তাই ছিল সেটা, তারিখসহ। জানুয়ারি নয়, আঠারশ একাত্তর। দাম মিটিয়ে দিয়ে জিনিসটা নিয়ে বেরিয়ে আসে সে, গোরস্থানের দিকে এগোয়।

জো-র কবর কোন্‌টা জানে না বলে ভার্গাসদের বাসায় যায় সে। সালি ওর ডাকে সাড়া দিয়ে দরজা খোলে। ওর মুখ তখনো ফ্যাকাসে, চোখ ভয়ার্ত। ওরিন বলে, 'জো-র কবর চেন তুমি, এই মার্কারটা আমি লাগিয়ে দিতাম?'

ঈষৎ ভুরু কোঁচকায় সালি, চিন্তার ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজের। অবশেষে সে বলে, 'নদীর দিক থেকে যেটা সবচেয়ে কাছে।'

'ধন্যবাদ,' বলে ঘুরে দাঁড়ায় ওরিন। মেয়েটা পিছু ডাকে। 'ওরা তোমাকে যেতে দিচ্ছে না। তুমি জান নিশ্চয় ?'

ঘাড় ফেরায় ওরিন, মাথা ঝাঁকায়। 'জানি।' মেয়েটাকে অল্পক্ষণ অপলকে দেখে সে, তারপর ফের ঘুরে হাঁটা দেয় গোরস্থান অভিমুখে। ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে।

তার ভেতরে এখন তুমুল উত্তেজনা। ভাঙা পাঁজরে যন্ত্রণা। তবু যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে চেষ্টা করে সে, যাতে তার উত্তেজনা বা যন্ত্রণা বোঝা না যায় বাইরে থেকে।

গোরস্থানে পৌঁছয় সে। সূর্য এখন মধ্য-আকাশে, আগুন ঢালছে পৃথিবীর বুকে। দুপুর হয়ে এল প্রায়, অনুমান করে ওরিন। শিগগিরই এসে পড়বে স্টেজ।

জো-র কবরে গিয়ে দাঁড়ায় সে। সকালে এরই খানিকটা সে খুঁজছিল। মাটি আলগা হয়েই ছিল, সাদা ক্রুশখানা পুঁততে কোনই বেগ পায় না সে। এরপর পিছিয়ে আসে ওরিন, টুপি খুলে গম্ভীর-ভাবে চেয়ে থাকে জো-র কবরের দিকে। জো-র চেহারা স্মরণ করবার প্রয়াস পায় সে। কিন্তু শুধু এটুকুই দেখতে পায় যে জো হাত বাঁধা অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে বসে, তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরান, সামনে জল্লাদ দাঁড়িয়ে।

ওরিন অনুভব করে প্রচণ্ড গরমে তার শরীর ঝিমঝিম করছে। ঝিমুনিভাব তাড়াতে রাগতভাবে মাথা ঝাঁকায় সে। আর একটা মুহূর্ত, তাহলেই জল্লাদের মুখ সে দেখতে পেত। এটা মনে হতে সে শিউরে ওঠে। ভাবে কার মুখ হত ওটা।

বর্তমানে ফিরে আসে তার চিন্তা। মাথা নুয়ে চোখ বুজে সে নীরবতা পালন করে এক মিনিট।

গোরস্থানে এখন সীমাহীন স্তব্ধতা। মাথায় টুপি চাপিয়ে আবার শহরের পথ ধরে ওরিন। তাপ-তরঙ্গে চোখে ধাঁধা দেখে সে। অবসন্ন, দুর্বল বোধ করে।

ভার্গাসদের বাসার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে ওরিন, বারান্দায় ওঠে। কিন্তু এবার আর সাড়া দিতে হয় না তাকে। নিজে থেকেই দরজা খুলে দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায় সালি।

ওরিন বলে, 'তোমার বাবার সঙ্গে আমি একটু কথা বলব। আমার কয়েকটা জিনিস জানবার আছে।'

একপাশে সরে গিয়ে ওকে ভেতরে ঢোকবার পথ করে দেয় সালি।

বাইরের ঘরেই বসেছিল ভার্গাস। ওরিনকে দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকায় সে, তারপর মাটিতে চোখ নামায়।

ওরিন বলে, 'তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। উত্তর দেবে?'

মাটিতে চোখ রেখেই, ভার্গাস মাথা ঝাঁকায়।

ওরিন বুঝতে পারে না কীভাবে শুরু করবে। তারপর ভাবে ফাঁসির মুহূর্ত থেকে ধাপে ধাপে পিছিয়ে আসাই সবচেয়ে ভাল উপায়।

জিজ্ঞেস করে সে, 'চাবুকটা কার হাতে ছিল?'

পনের

ভার্গাস কথা বলবার আগে দীর্ঘ একটা মিনিট কেটে যায়। তারপর ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করে সে। 'রিকার।'

মোটেও বিস্মিত হয় না ওরিন। মোটামুটিভাবে এ-নামটাই প্রত্যাশা করেছিল সে। দ্বিতীয় প্রশ্ন করে সে। 'ফাঁস কে পরিয়েছিল?'

'মারফি।'

এটাও বিস্মিত করে না ওরিনকে। বরং সে বুঝতে পারে কেন রিকার আর গানস্মিথের মধ্যে এত দোস্তি।

জিজ্ঞেস করে সে, 'গোলমাল শুরু করেছিল কে?'

সেভারো ভার্গাস তাকায় ওর পানে। এবার নিখাদ দ্বিধা ফুটে ওঠে ওর চেহারায়। ও বলে, 'নেতৃত্ব দিয়েছিল জেক নিউকার্ক। কিন্তু কে শুরু করেছিল ঠিক বলা মুশকিল। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে—ওয়েলস গরম-গরম ভাষণ দিয়েছিল একটা। সে বলেছিল, আমাদের যে-কারো ঘরেই ঘটতে পারত এমনটা। কাজেই আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য—এর প্রতিশোধ নেয়া।'

মাথা ঝাঁকায় ওরিন। সেভারোর দিকে তাকায়। ওর জানতে ইচ্ছে হয় ভার্গাসের কী ভূমিকা ছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করে না। উঠে দরজায় যায় সে। 'ধন্যবাদ। দুপুরের স্টেজে আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে

এগুলো আমার জানা দরকার ছিল।'

নিস্তেজ হেসে সালি ওকে বলে, 'নিউকার্ক, ওয়েলস, কিংবা মারফি বা রিকারের সাধ্য ছিল না এটা করে। শহরের সবাই এতে জড়িত ছিল।'

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় ওরিন। সালি আবার বলে, 'তোমাকে ওরা যেতে দেবে না। স্টেজে ওঠার আগেই খুন করবে।'

ওরিন বলে, 'অন্তত সে-চেষ্টাই করবে।' বাইরে বেরিয়ে পেছনে দরজাটা টেনে দেয় সে।

হোটেলে ফিরে সোজা নিজের কামরায় উঠে যায় ও। ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে ডেস্কে নেমে আসে। ঘরের চাবি ডেস্কে ফেলে দিয়ে বলে, 'আমি চলে যাচ্ছি। কত পাওনা হয়েছে আমার কাছে?'

'সোয়া ডলার, মিস্টার ওসমান। আশা করি—' গৎবাঁধা বুলি আউড়াতে গিয়েও থেমে যায় ক্রুকস। ওরিন বোঝে লোকটা বলতে চেয়েছিল, 'আশা করি সময়টা তোমার ভাল কেটেছে।'

একটা খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারে না সে। বলে, 'আমার ক্ষেত্রে কথাটা খাটে না···না?'

ক্রুকসের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। আবার হুল ফোটায় ওরিন। 'কাজটা ওরা কীভাবে সারবে, মিস্টার ক্রুকস? অ্যামবুশ করে? অনেক লোক থাকবে, নাকি আজকের পাপটা বহন করার জন্যে একজনই অনেক?'

এবার একদম সাদা হয়ে যায় ক্রুকসের চেহারা। কোন জবাব দেয় না সে। ওরিন জিজ্ঞেস করে, 'কী হল, মিস্টার ক্রুকস?'

বিড়বিড় করে কিছু বলেই, ঝটপট নিজের অফিস-ঘরে ঢুকে যায় হোটেল মালিক। ওরিন ব্যাগ তুলে নিয়ে লবি হয়ে দরজার দিকে

এগোয়।

বিস্ময় বোধ করে সে। তার ধারণা ছিল যখন চরম মুহূর্ত আসবে, মৃত্যুর মুখোমুখি হতে ভয় পাবে সে। কিন্তু এখন আবিষ্কার করে সেটা ঠিক নয়।

ঠিক পৌনে বারটায় ব্যাগহাতে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে ওরিন, বারান্দা অতিক্রম করে ফুটপাতে নামে, পাশের পোস্ট অফিস-কাম-স্টেজ ডিপোতে গিয়ে ঢোকে।

ব্যাটারটন এখন পোস্ট অফিস গ্রিলের পেছনে নেই। অন্য এক খুপরিতে রয়েছে সে। গ্রিলের মাথায় লেখা: 'স্যাণ্ডয়েরো অ্যাণ্ড আলব্যুকার্ক স্টেজ লাইন'।

গ্রিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল মেয়ার। ওরিন ওর পেছনে-গিয়ে দাঁড়াতেই ঘাড় ফেরায় সে। নিমেষে রক্তশূন্য হয়ে যায় তার মুখ, হাত কাঁপতে শুরু করে। টিকিটের দাম মিটিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ে মদ-বিক্রেতা।

ওরিন বলে, 'আলব্যুকার্কের টিকিট। স্টেজটা তো ওই পর্যন্তই যায়, নাকি?'

নীরবে মাথা ঝাঁকায় ব্যাটারটন। টিকিট বার করে ওপরে গন্তব্যের নাম লেখে সে, সিল মেরে ঠেলে দেয় গ্রিলের তলা দিয়ে।

ওরিন বিশ ডলারের একটা স্বর্ণমুদ্রা দেয় ওকে। নীরবে, কাঁপা-কাঁপা হাতে, ভাঙানিগুলো কাউন্টারের ওপরে রাখে ব্যাটারটন। সেগুলো পকেটস্থ করে বাইরে বেরিয়ে আসে ওরিন, হোটেলের বারান্দায় উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে তাকায়।

স্টেজের দেখা না পেয়ে ফের হোটেলে ঢুকে যায় সে, দরজার

পাশেই একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ে। পাইপ ধরিয়ে টানতে শুরু করে।

অচিরেই ব্যাটারটনকে দেখা যায় রাস্তায়, হোটেলের দিকে ঝটিতি একবার তাকাল সে। মাথা নামিয়ে তড়িঘড়ি ঢুকে গেল ওপাশের ওয়েলস মার্কেন্টাইলে। মিনিট দুয়েক পরে বেরিয়ে এল পোস্টমাস্টার, আবার ফিরে গেল অফিসে।

ওরা সবাই ওয়েলসের কাছে ছোটে, ওরিন ভাবে, যে-কোন সমস্যায়।

ওপরে তাকিয়ে, জাজ কেমারারকে তাঁর অফিসের জানালায় দেখে সে। এর দুটো জানালা পরে, আরেক লোককে ওর চোখে পড়ে। এই লোকটাকে সে চিনতে পারে না। এ-ও তাকিয়ে রয়েছে এদিকে। ভুরু কুঁচকে লোকটার মাথার ওপর জানালার লেখাটা পড়বার চেষ্টা করে সে। লোকটা সরে গেলে পড়তে পারে ওটা। 'হ্যারিস জেন্ট্রি, অ্যাটর্নি অ্যাট ল'।

আরেকজন আইনের লোক, ভাবে ওরিন। নিশ্চয় এ-ও জড়িত ছিল লিঞ্চিংয়ে। এখন তার খুন হবার অপেক্ষায় ছটফট করছে।

চেয়ার ঠেলে একটু ভেতর পানে সরে যায় সে, হোলস্টার থেকে পিস্তল বার করে। গুলি ভরা আছে কিনা দেখে নিয়ে আনমনে সিলিণ্ডারটা ঘোরায়। ভয় হয় তার হয়ত সে একটা গুলি ছুড়বারও অবকাশ পাবে না। তার আগেই নিজে শেষ হয়ে যাবে গুপ্তঘাতকের বুলেটের ছোবলে।

আবার লবির দেয়াল ঘড়ির ওপর চোখ বোলায় ওরিন। নয় মিনিট বাকি বারটা বাজতে। এখুনি এসে পড়বে স্টেজ। বাঁ-হাতের তালুতে পাইপ ঠোকার সময়ে নিজের হাতের দিকে তাকায় ওরিন। দুটো

হাতই কাঁপছে অল্প অল্প। পাইপটা নামিয়ে রেখে মুঠি চাপে সে। উপলব্ধি করে তার ভয় হচ্ছে।

তারপর ভাবে আজ এখানে যা-ই ঘটুক, সত্য চাপা থাকবে না চিরকাল। সে যদি মারাও যায়, ও'নীল আর অ্যাঞ্জেল ঠিক জানতে পাবে কী ঘটেছিল এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

কথাটা মনে হতেই ওরিন টের পায় ওর ভয় দূর হয়ে যাচ্ছে, এবং সেই স্থান দখল করছে ভবিতব্যের প্রতি বিশ্বাস। ভয় করে কোন লাভ হবে না। ভয় মানুষকে বিপদ মোকাবেলায় বাধা দেয়। কিন্তু সে চিরদিন বিপদের মাঝেই মানুষ। এরচেয়েও ভয়ঙ্কর বিপদ মোকাবেলা করেছে। বছর কয়েক আগে, আরিজোনার এক পাহাড়ি এলাকায়। ড্রুসিলাকে মনে পড়ে তার, এবং তার বিপদে ওসমান পরিবারের সবার ছুটে আসবার কথা।

জেন্ট্রি জানত আজ সকালে ওরিন দেখা করেছে কেমারের সঙ্গে। আন্দাজ করে নিয়েছে সে কী কথাবার্তা হয়েছে ওদের মধ্যে।

কোটের সাইড পকেটে পিস্তল ফেলে নিঃশব্দে করিডরে বেরিয়ে আসে সে। সাড়া না দিয়েই দরজা খুলে ঢুকে পড়ে কেমারের অফিসে।

জাজ কেমারার, ডেস্কে বসে তাকিয়েছিলেন রাস্তার দিকে, ভীষণ চমকে উঠলেন, জেন্ট্রির মনে হয়। ডেস্কের ওপর থেকে একটা চিঠি তুলে নিয়ে তিনি ড্রয়ারে রেখে দিলেন।

জেন্ট্রি জানতে চায়, 'কী ওটা?'

'কিছু না। তুমি হঠাৎ এই অসময়ে, হ্যারিস?'

'ড্রয়ারে কী রাখলেন সেটাই বলুন।'

রাগে লাল হয়ে যায় কেমারারের মুখ। ‘সেটা,’ কেটে কেটে বলেন তিনি, ‘তোমার জানবার দরকার নেই। তুমি নিজের চরকায় তেল দাওগে।’

জাজের ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ায় জেন্ট্রি। বলে, ‘চিঠিটা আমাকে দিন, জাজ। নইলে আমি জোর খাটাব।’

এবার ক্রোধে সাদা হয়ে যায় কেমারারের চেহারা। তিনি কাঁপতে শুরু করেন। জেন্ট্রি পিস্তল বার করে শাসায় তাঁকে। ‘চিঠিটা দিন, জাজ। আপনি ভালই জানেন, গুলি করার সময় আমার হাত একটুও কাঁপে না।’

চিঠিটা বার করে অ্যাটর্নিকে দিলেন তিনি, পরক্ষণে ড্রয়ারে হাত ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধরলেন তাঁর ডেরিঞ্জারটা। সতর্ক ছিল জেন্ট্রি, এক পা এগিয়ে কেমারারের গালে চড় কষাল সে, তাঁর হাত চেপে ধরল বজ্রমুঠিতে। ডেরিঞ্জারটা খসে পড়ল মেঝেয়। অ্যাটর্নি সেটা লাথি মেরে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে হিসহিস করে বলল :

‘বুড়ো মানুষ, তাই বেঁচে গেলেন। আর কক্ষনো আমাদের কাজে বাধা দিতে আসবেন না।’

ওরিনের চিঠিখানা খাম খুলে পড়ল সে, ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দিল ওটা, তারপর সে বেরিয়ে গেল ওখান থেকে।

অ্যাটর্নি বিদায় নেবার পর অনেকক্ষণ বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে রইলেন জাজ। তারপর একসময় ড্রয়ার থেকে কাগজ-কলম বার করে চিঠি লিখতে শুরু করলেন। লিখতে লিখতে, আসল সত্যটা হঠাৎ উপলব্ধি করেন কেমারার। জেন্ট্রি এবং অন্যরা যদি এই শহরের বিবেকের টুঁটি চেপে ধরতে চায় তবে আজকের খুনটা করেই ওরা থামবে না। লিঞ্চিংয়ের ঘটনা ধাপাচাপা দেয়ার জন্যে একের পর

এক খুন করে যাবে। কিন্তু এতকিছুর পরেও, ওরাই পরাজিত হবে। কারণ সত্যের কাছে মিথ্যা চিরদিনই পরাজিত হয়।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করে জেন্ট্রি। জাজ কেমারার হঠাৎ এরকম জেদী হয়ে উঠলেন কীভাবে বুঝতে পারে না সে। আর সবার মত কেমারেরও বহুকিছু হারাবার আশঙ্কা আছে এতে। বস্তুত তাঁকেই হারাতে হবে সবচেয়ে বেশি।

ফুটপাতে মুহূর্তের জন্যে থামে সে, শহরের পেছন দিককার পাহাড়টার দিকে তাকায়। চূড়ায় কোন ধূলিঝড় নেই। বাকেট থেকে সোনার ঘড়ি বার করে দেখে জেন্ট্রি। বারটা বাজতে আর দশ মিনিট। এখন আর কয়েকটা মিনিট মাত্র। স্টেজ আসতে দেখে লরেন্স রাস্তায় নামবার আগেই জেলভবনে পৌঁছুতে হবে তাকে।

তবে তার আগে আরো একটা কাজ রয়েছে। হনহন করে রাস্তা পেরোয় অ্যাটর্নি, অনুভব করে অত্যধিক গরমে আর পরিশ্রমে সে ঘামছে। পোস্ট অফিসে ঢোকে সে। স্টেজ লাইন গ্রিলের পেছনে ছিল ব্যাটারটন। জেন্ট্রি বলে, 'এড, একুণি জাজের অফিসে চলে যাও। দেখবে উনি যেন কোন চিঠি লিখতে না পারেন। স্টেজ ছাড়বার আগে পর্যন্ত কিছুতেই তাঁকে বেরোতে দেবে না।'

ঘাড় কাত করে ব্যাটারটন। তার চোখে অকপট স্বস্তি ফোটে। জেন্ট্রি বোঝে গোলাগুলির সময়ে এখানে থাকতে হচ্ছে না বলে খুশিই হয়েছে পোস্টমাস্টার।

বেল্টের তলায় পিস্তল গুঁজে রাস্তায় পা রাখে ব্যাটারটন, অপর পারে গিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে যায় ওপরে, ভেতরের করিডরে অদৃশ্য হয়।

জেন্ট্রি রাস্তায় নেমে আবার তাকায় পাহাড়ের দিকে, তারপর ঘুরে হোটেলের পাশ দিয়ে জেলখানা অভিমুখে এগোয়। হোটেল বারান্দায় নিকোলো ফিঞ্চকে দেখে সে। লবিতে ওরিন ওসমানকে চোখে পড়ে, বিরাট একটা জানালার পাশে বসে।

তাকে হালকা দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে বলে মনে মনে আনন্দিত হয় জেন্ট্রি। নিজে হাতে সে লোকটাকে খুন করতে চায়নি। আবার তার দায়িত্বটাও কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঘটনার সময়ে শেরিফকে আটকে রাখাই তার কাজ।

জেন্ট্রির বিবেচনায়, ওরিন ওসমান এখন মৃত।

ষোল

রাস্তার ওপাশের অফিস ভবন থেকে জেন্ট্রিকে বেরিয়ে আসতে লক্ষ্য করে নিকোলো ফিঞ্চ। ওকে পোস্ট অফিসে যেতে দেখে সে। এর কয়েক মুহূর্ত পর এড ব্যাটারটন বেরিয়ে এল, রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে গেল এইমাত্র জেন্ট্রি যে-দালান থেকে বেরিয়ে এসেছে সেখানে।

ভ্রূ কোঁচকায় ফিঞ্চ। আজ সকালে রাস্তার থমথমে ভাব চোখে পড়বার মত। বিশেষ করে প্রকৃতি আর নিঃসঙ্গতার মাঝে যাদের জীবন কাটে তারা সহজেই এখানে একটা বিপদের আভাস পাবে।

জেন্ট্রি বেরিয়ে এল পোস্ট অফিস থেকে, একটু থেমে তাকাল

পাহাড়ের দিকে। ওর হাবভাবে স্পষ্ট বোঝা যায় স্টেজ আসার অপেক্ষায় আছে সে। তারপর ঘুরে হোটেলের পাশ দিয়ে চলে গেল অ্যাটর্নি, কোনাকুনিভাবে রাস্তা পেরোল, তার গন্তব্য নিউকার্কের স্যালুন কিংবা, আরো সামনে, জেলখানা।

ফের ভ্রূকুটি করে ফিঞ্চ। আজ জেন্ট্রির মধ্যে বিসদৃশ একটা কিছু ধরা পড়েছে তার চোখে। কিন্তু সেটা কী বুঝে উঠতে পারে না সে।

টানটান শরীরে, উদ্বিগ্ন চোখে, অ্যাটর্নির ওপর নজর রাখে সে। জেন্ট্রির হাঁটার ভঙ্গিটা সৈনিকের মত। কর্তৃত্বের ভাব রয়েছে।

নিউকার্কের স্যালুন পেরিয়ে গেল সে। জেলখানার দিকে যাচ্ছে। নিশ্চয় জেলখানাই ওর গন্তব্য, ফিঞ্চ ভাবে।

জেলখানার সামনে পৌঁছে থামল জেন্ট্রি, ঘুরে অদৃশ্য হল ভেতরে।

ফিঞ্চের ভ্রূ কুঞ্চন গভীর হয়। খুঁতখুঁত করে মন। শেরিফের অফিসে যাওয়া জেন্ট্রির জন্যে স্বাভাবিক ব্যাপার। জেন্ট্রি আইনের লোক, লরেন্সের কাছে তার প্রয়োজন থাকতেই পারে।

তবু, টের পায় সে, আজকের ব্যাপারটা স্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়ে না। তারপর হঠাৎ তার অস্বস্তির হেতুটা সে উপলব্ধি করে। জেন্ট্রির কাছে পিস্তল রয়েছে।

অ্যাটর্নিকে এর আগে কখনো পিস্তল নিয়ে চলাফেরা করতে দেখেনি ফিঞ্চ, কাজেই ঘটনাটা অস্বাভাবিক বৈকি। বুঝতে পারে সে, জেন্ট্রি লরেন্সকে আটকে রাখতে চাইছে, যাতে শেরিফ ওরিন হত্যায় বাধা দিতে না পারে।

উঠে দাঁড়ায় ফিঞ্চ। পাহাড়ের দিকে তাকাতে ধুলোর মেঘ চোখে পড়ে তার। রাস্তায় নামে সে, রৌদ্রের প্রখর তাপে আপনাআপনি চোখ কোঁচকায়।

আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে রিভার স্ট্রিটে চলে আসবে স্টেজ। খাড়া পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নামতে মোটামুটি এরকম সময়ই লাগে ওটার।

বেশি সময় নেই, ভাবে সে। তবে যথেষ্ট, যদি পথে কোন বাধা না আসে। পা চালিয়ে এগোয় ফিঞ্চ, অনুভব করে দরদর করে ঘামছে সে। নিজের অজ্ঞাতসারেই তার হাত চলে যায় পিস্তলের ওয়ালনাট বাঁটে।

রাস্তার আরেক প্রান্তে লিভারি বার্নের বিরাট দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় অটো রিকার। গায়ের অ্যাপ্রনটা খুলে দরজার পাশেই একটা গেরেকে ঝুলিয়ে রাখে। রিভার স্ট্রিটের দিকে তাকায় সে, সামনের পাহাড় পানে চোখ তোলে। ধুলো উড়তে দেখে কামার, এরপর ছয় ঘোড়ার স্টেজটা চোখে পড়ে। অস্পষ্টভাবে ড্রাইভারের চিৎকার শুনতে পায় সে।

নামতে শুরু করেছে স্টেজ। প্যান্টের উরুতে হাত মুছে রাস্তায় নামে রিকার।

দিনের এই সময়টায় ছায়া থাকে না কোথাও। সূর্য এখন সরাসরি মাথার ওপর। তাপে চোখ ছোট করে রিকার। হোটেল বারান্দা থেকে নেমে এক লোককে তার দিকে এগোতে দেখে সে। তবে লোকটা ওসমান নয়। নিকোলো ফিঞ্চ।

ফিঞ্চ শহরে কী করছে আজ, ভাবে সে। গতকালই এসেছিল ও, স্টেজ থেকে নেমেই ঘোড়া ভাড়া নিয়ে ফিরে গিয়েছিল র‍্যাঞ্চে।

ফিঞ্চ কোনাকুনিভাবে রাস্তা পেরিয়ে জেলখানার দিকে এগোচ্ছে। রিকারের ভ্রূকুটি বাড়ে।

একটু ধীরে হাঁটে সে, যেন তার আগেই ডিপোয় পৌঁছয় স্টেজ।

চোখ সরু করে হোটেল বারান্দার দিকে তাকায় রিকার। দেখতে পায় না ওরিন ওসমানকে। এখনো হোটেলেই রয়েছে সম্ভবত। মারফির বন্দুকের দোকানের দিকে তাকায় সে, কিন্তু সেখানেও কিছু চোখে পড়ে না।

উত্তেজনার খই ফোটে তার ভেতর। ওরিনের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে পারবে এ-বিশ্বাস হয় না রিকারের, কিন্তু তবু সে আশা ছাড়ে না।

জেলখানা অতিক্রম করে কামার। ভেতরে তাকিয়ে জেন্ট্রিকে দেখে লরেন্সের সঙ্গে কথা বলতে। জেন্ট্রি দরজার দিকে পেছন ফিরে ছিল, লরেন্স মুখোমুখি। শেরিফের চেহারায় রাগ লক্ষ্য করে রিকার।

আরো এগিয়ে যায় সে। এবার ওয়েলস মার্কেন্টাইলের দিক থেকে মিসেস জেন্ট্রিকে এগিয়ে আসতে দেখে।

লবির দরজা দিয়ে ওসমান বেরিয়ে এল হোটেলের বারান্দায়। তার বাঁ-হাতে চামড়ার ব্যাগ।

ঘোরান পাহাড়ি রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে নেমে-আসা স্টেজটার দিকে চোখ পড়তেই চলার গতি কিছুটা মন্থর করে কামার। অকস্মাৎ নিজের বুকের ভেতর আক্রোশের আগুন টের পায় সে। শক্তিশালী হাত দুটোর মুঠি চাপে বারংবার।

আক্রোশের প্রচণ্ডতা অনুভব করে আনমনে ভ্রূ কোঁচকায় রিকার। আচ্ছা, ওরিনকে সে এত ঘৃণা করে কেন? গতরাতের মারামারিতে সে সরাসরি জিততে পারেনি বলে? ধীরে ধীরে মাথা নাড়ায় রিকার। কাল রাতের মারামারির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ওরিনকে যেতে দিলে তাদের অপরাধ ফাঁস হয়ে যাবে তার সাথেও নেই।

ঠিক। এর কারণ খুঁজতে হবে ছমাস আগের সেই লিঞ্চিংয়ের রাতে। তার আক্রোশ আদপে ওই লোকটার ওপর নয়, ওর ভাইয়ের

ওপরে। সেই লোক এখন মৃত, কিন্তু মারা যাবার আগমুহূর্তে ওর মুখে সে থুতু দিয়েছিল।

শহরের সবাই দেখেছে সেটা। সবাই দেখেছে রিকারের মুখে থুতু দিয়ে ওসমান স্যাগুয়েরোবাসীদের প্রতি তার ঘৃণা প্রকাশ করেছে।

ক্রোধে অপমানে রিকারের চাবুক ঝলসে উঠেছিল ঘোড়ার নিতম্বে। লাফিয়ে সরে গিয়েছিল ঘোড়াটা, আর দড়িতে টান পড়ে ওসমানের ঘাড় ভেঙে যায়, গাছের ডালের সঙ্গে বীভৎস ভঙ্গিতে সে ঝুলতে থাকে।

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল শহরবাসীরা। রিকারের আকস্মিক ক্রোধের ভেতর নিজেদের পাপের স্বরূপ ওরা প্রথম আবিষ্কার করেছিল। এবং সেটা দেখেই তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, ওসমানের মৃত্যুর সমস্ত দায়-দায়িত্ব রিকারের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে।

ফাঁসির মুহূর্তটি মনে পড়ে তার, মুখে মৃতব্যক্তির থুতু লেগেছিল তখনো, হাতে চাবুক ল্যাগব্যাগ ঝুলছিল। মনে পড়ে জামার আস্তিনে মুখ মুছেছিল সে। তবে সবচেয়ে বেশি করে যেটা মনে পড়ে, ওই ঘটনার পর কীভাবে শহরের সবাই তাকে এড়িয়ে চলছে। তার মাঝে একজন জল্লাদের সন্ধান পেয়েছে ওরা। আড়ালে বলাবলি করে রিকার না থাকলে ওসমানকে সে-রাতে মরতে হত না কারণ শহরের আর কেউই ব্যবহার করত না চাবুকটা।

এটা সত্য নয়, অবশ্যই। নিউকার্ক নিত রিকারের জায়গা। অথবা অন্য কেউ। শহরের লোকেরা সেই রাতে হত্যার নেশায় মেতে উঠেছিল, রিকার থাক-চাই-না থাক, খুন তারা করতই।

রাগতভাবে সামনে তাকায় কামার। নিকোলো ফিঙ্ককে পাশ কাটাবার সময়ে চোখ গরম করে, কিন্তু লোকটা কথা বলে না। ফিঙ্ক

জনতারই একজন ছিল। জেন্টি আরেকজন। ওরা প্রত্যেকেই জড়িত ছিল, এবং সে এখন দ্বিতীয়বারের মত ওদের উদ্ধার করতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে আগুনে। রিকার বুঝতে পারে না তার এই মহানুভবতার কারণ কী।

কী এমন নেই তার যা সে এই শহরের লোকদের কাছ থেকে চায়? সমীহ চায় সে, সহসা উপলব্ধি করে রিকার। সে চায় সবাই তাকে রিকার নয়—মিস্টার রিকার বলে সম্বোধন করুক।

মূলত এজন্যেই সে-রাতে সে জল্লাদের ভূমিকা পালন করেছিল। এবং একই কারণে আজও লড়তে যাচ্ছে ওরিন ওসমানের সঙ্গে।

কিন্তু এখন হঠাৎ করেই উপলব্ধি করে রিকার, ভুল বুঝছে সে। সমীহ নয়, সে ওদের ঘৃণা অর্জন করছে। যে-কাজে নিজেদের হাত ময়লা করবে না ওরা ঠিক সে-কাজটাই সে করছে। এভাবে কখনো কারো শ্রদ্ধা অর্জন করা যায় না।

কিন্তু রিকার নিরুপায়—কেননা এই একটামাত্র কাজই সে জানে।

জেক নিউকার্কের সামনে-রাখা বোতলটা অর্ধেক হয়ে এসেছিল যখন সে জেন্টিকে রাস্তা দিয়ে জেলখানার দিকে যেতে দেখল। এর খানিক বাদে, ফিঞ্চ চলে গেল, একই পথে। এবং প্রায় এর পরপরই, রিকারকে দেখা গেল, উলটো রাস্তায় যেতে। স্যালুনের সামনে বেলি জেন্টি পাশ কাটাল রিকারকে। নিশ্চয়ই স্টেজ আসছে, ভাবে নিউকার্ক।

বারের কোনা ঘুরে দরজার দিকে এগোয় সে। দোরগোড়ায় পৌঁছে ডাকে, 'রিকার!'

ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রূকুটি করে রিকার। থামে সে, কিন্তু কাছে যায় না। পালা করে নিউকার্ক, হোটেল এবং আবার নিউকার্কের দিকে তাকায়

কামার। বিরক্তিভরে জানতে চায়, 'কী চাও তুমি?'

ব্যাটউইং দোর ঠেলে ফুটপাতে নামে নিউকার্ক, রৌদ্রের তাপে চোখ ছোট ক'রে। রিকার বিরক্ত হয়েছে বুঝে হঠাৎ সপ্তমে চড়ে যায় তার মেজাজ, ক্ষিপ্ত স্বরে বলে, 'আমি চাই ওসমান যেন তোমার খুলিটা উড়িয়ে দেয়।'

ভুরু কোঁচকায় রিকার। 'তোমার আমি হয়েছে-টা কী? কাঁচা মাংস খেয়েছ নাকি?'

জেক ঘাড় ফেরায়। জেন্টি অদৃশ্য হয়েছে। ফিঞ্চ প্রায় জেলখানার দরজায়, এবং তার পেছনেই বেলি জেন্টি। ফের রিকারের দিকে তাকায় সে। 'তুমি একটা খুনী!'

হঠাৎ ভীষণ হয়ে ওঠে রিকারের চেহারা। 'চোপ, বেজন্মা! তুই আবার কোথাকার সৎ মানুষ? তোর জন্যেই তো লোকটাকে মরতে হয়েছে।'

'কিন্তু জল্লাদ ছিলি তুই।' গরমে আচমকা ঘুরে ওঠে জেকের মাথা। একটা ঝিমুনি বোধ করে সে।

'হ্যাঁ, এখন মনে হয় না করলেই ভাল হত। তাও অমন একটা ছিনালের জন্যে!'

জেক ভাবে এত মদ্যপান করা তার উচিত হয়নি। ভাবে সে যদি আরেকটু স্পষ্ট দেখতে পেত রিকারকে। লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সাধ হয় তার, মনে হয় যদি মাটিতে ফেলে ওর টুঁটিখানা টিপে ধরতে পারত। কিন্তু পরক্ষণে বোঝে জেক, রিকারকে পাকড়াও করবার আগে সে নিজেই পড়ে যাবে মাটিতে। আর তা যদি নাও পড়ে, একঘুসিতে তাকে শুইয়ে দেবে রিকার।

যা তার প্রয়োজন ছিল তা হল একটা পিস্তল। রিকারকে খুন

করবে সে, খোদার কসম। ওকে দেখিয়ে দেবে সে। সবাইকে দেখাবে। হয়ত রিকারকে খুন করেই থামবে না। একে-একে ওয়েলস ব্রুকস আর জেন্টি কেও নিকেশ করবে।

বিড়বিড় করে নিউকার্ক, 'খুনী। খুনী।'

আগুন চোখে ওর দিকে তাকায় রিকার। ওকে ধরতে এগোয় এক কদম, তারপর থেমে নজর দেয় পাহাড়ের দিকে। প্রায় ঢালের নিচে পৌঁছে গেছে স্টেজ। আর একটা বাঁক ঘুরলেই রিভার স্ট্রিটে প্রবেশ করবে।

রিকার হুঙ্কার দেয়, 'তোকে আমি পরে সামলাব, জেক। তোর লড়াইয়ের সুখ মিটিয়ে দেব জন্মের তরে।'

এরপর আর দাঁড়ায় না কামার।

অসহায়ভাবে ওর পানে এক মুহূর্ত চেয়ে থাকে জেক। ভাবে এখন তার হাতে একটা পিস্তল থাকলে হত। যদি থাকত, রিকারের খুলিতে একটা ছ্যাঁদা সৃষ্টি করত সে। আবার বলে স্যালুন মালিক, 'খুনী। খুনী।'

তাকায় না রিকার, কিন্তু তার ঘাড় লাল হয়ে যায়। জেক ঘুরে টলতে টলতে ফিরে যায় স্যালুনে। এখন সে সম্পূর্ণ মাতাল। এটা বুঝেও কোন পরোয়া করে না জেক। আজ অনেকের সঙ্গে বহুদিনের বোঝাপড়াটা সে সেরে ফেলবে।

সতের

পাহাড়ের মাথায় ধুলো দেখে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সালি। ব্যাগ আগেই গুছিয়ে রেখেছিল, এবার সেটা তুলে নিয়ে ও বলে, 'স্টেজ আসছে। তোমার ইচ্ছে হয় আস, নয়ত এখানেই থাক। আমি চললাম।'

দরজা খোলে সালি। মেয়ের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন সেভারো। তাঁর মুখে কোন কথা সরে না। বারান্দায় বেরিয়ে দরজা টেনে দেয় সালি, ফুটপাতে নেমে হাঁটতে থাকে।

দরজা খুলে যায় ওর পেছনে। ঘাড় ফিরিয়ে সালি দেখে ওর বাবা বেরিয়ে আসছেন বাসা থেকে, তাঁর হাতে ছোট্ট একটা কার্পেটব্যাগ। তিনি বললেন, 'দাঁড়া...'

থামে সালি, হাসে তাঁর উদ্দেশে। রাগত ভ্রূকুটি করেন তিনি, মেয়ের কাছে পৌঁছে গজগজ করেন, 'আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়...নইলে তোর কথা শুনি!'

রাস্তা ধরে হোটেল অভিমুখে এগোয় সালি। পেছনে ওর বাবা, এখনো ভুরু কুঁচকে রয়েছেন, কিন্তু কথা বলছেন না আর। অল্পক্ষণের ভেতর ঘামে ভিজে যায় তাঁর মুখ। টুপি পেছনে ফেলে দিয়ে হাতের পিঠে কপাল মোছেন তিনি।

রিভার স্ট্রিটে পৌঁছয় ওরা। শহরে ঢুকবার আগে এখন শেষ বাঁকটা ঘুরছে স্টেজ।

রিকারকে কোনাকুনিভাবে হোটেলের দিকে এগোতে দেখে সালি। ফিঞ্চকে চোখে পড়ে, প্রায় জেলগেটে। ওর পেছনেই মিসেস জেন্টি, স্কার্টের কোনা উঁচু করে দ্রুত হাঁটছেন।

হনহন করে রাস্তা পেরোয় সালি, ঠিক পেছনেই সেভারো। হোটেলে পৌঁছে সালি দেখে ওরিন ওসমান লবির জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ঘাড় ফিরিয়ে রিকারকে দেখে ও। পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে। নিরস্ত্র অবস্থায়। এবার রাস্তার ওপাশে তাকিয়ে মারফিকে তার দোকানের দরজায় দেখে সালি।

এবার হঠাৎ ভীষণ কাঁপতে শুরু করে ও, এত যে মনে হয় শীত করছে। ছুটে পালাতে চায় সে, চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু নড়ে না সে, কেবল হাতের ব্যাগটা ফুটপাতে নামিয়ে রেখে অপেক্ষা করে, ঘাড় ফিরিয়ে মুগ্ধ চোখে দেখতে থাকে পেছনে একরাশ ধুলোর মেঘ উড়িয়ে, ঝমঝম, এগিয়ে আসছে স্টেজ কোচ।

সালির পেছনে, লবির দরজা খুলে ব্যাগহাতে বারান্দায় পা রাখে মেয়ার। ঝটপট, সন্তর্পণে, দেয়াল ঘেঁষে বারান্দার আরেক প্রান্তে চলে যায় সে, ধপ করে একটা চেয়ারে বসে টুপি খুলে কপালের ঘাম মোছে। ব্যাগটা দুপায়ের ফাঁকে পড়ে থাকে।

স্বাভাবিক শান্ত চেহারা রাস্তার। ব্যতিক্রম, শুধু একজন মহিলা, হনহন করে জেলখানার দিকে এগোচ্ছে, মারফি দাঁড়িয়ে তার দোকানের দরজায়, এবং হোটেলের ওয়েট্রেস আর তার মাতাল বাপ

অপেক্ষা করছে স্টেজের জন্যে। রিকারকেও দেখা যাচ্ছে, কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পোস্ট অফিসের সামনে।

সালির দিকে একবার তাকিয়েই, চট করে চোখ সরিয়ে নেয় মেয়ার। মেয়েটা নিশ্চয় শহর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভাবে সে, এবং আশঙ্কা করে স্যাণ্ডয়েরোবাসীরা ওকে আদৌ যেতে দেবে কিনা।

উত্তরোত্তর বাড়ে হুইস্কি ড্রামারের অস্বস্তি। শহরের মধ্যে ওসমানকে না আটকে ওরা যদি রাস্তায় স্টেজ আক্রমণ করে তখন কী হবে? নিজের কম্পিত হাতের দিকে চোখ নামায় সে। নিকুচি করি সবার। ওসমান আর মেয়েটা যদি স্টেজে ওঠে, সে এখানে থেকেই যাবে। পরে একসময় গেলেও তার চলবে।

স্কার্ট উঁচু করে ছোটে বেলি জেন্টি। তার স্বামীকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, শেরিফের অফিসের ভেতর অদৃশ্য হয়েছে। কেবল শহরের পুবে যে-র‍্যাঞ্চটা আছে তার কাউবয় এখন তার দশ-বার গজ সামনে রয়েছে। তাদের উভয়ের গন্তব্যই মনে হয় এক। সে-ও জেলখানার দিকেই এগোচ্ছে।

ফিঞ্চ পেছনে তাকায় না। জেলখানা থেকে যখন আর পঞ্চাশ ফুট দূরে রয়েছে, পিস্তল বার করে সে।

আতঙ্ক বেলিকে বাড়তি গতি দান করে। দম ফুরিয়ে আসে তার তবু হাঁটার বেগ কমায় না সে। স্বামীর কোমরে-গোঁজা পিস্তলটা সে দেখেছে। জানে প্রয়োজনে জেন্টি ওটা ব্যবহার করবে, শেরিফ নয়ত ছমাস আগে যাকে লিঞ্চ করা হয়েছে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে। বেলি এও জানে, সম্ভব হলে স্বামীকে তার বাধা দিতে হবে। যাতে আর

একটা খুন সে করতে না পারে।

সামনে, জেলখানায় পৌঁছে দরজার বাইরে থামে ফিঞ্চ। ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় বেলি। ও দেখে লরেন্স দরজার দিকে মুখ করে, হাত দুটো কাঁধের কাছে তোলা। স্বামীর পিঠ দেখতে পায় সে, এবং তার পিস্তলটা।

'পিস্তল ফেলে দাও, জেন্ট্রি। ড্রপ ইট!' ফিঞ্চ আদেশ করতেই, বেলি দেখে, তার স্বামী ঘুরে দাঁড়াল পাঁই করে।

এরপর সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যায় ওর। হ্যারিস ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আগুন ঝরাচ্ছে তার হাতের পিস্তল। পরমুহূর্তে বুকে অসাড়-করা একটা ধাক্কা অনুভব করে বেলি।

পিছিয়ে যায় সে, টের পায় সে ফুটপাতে পড়ে যাচ্ছে। তারপর সূর্য লাগে তার চোখে, মাথা বোঁ-বোঁ ঘুরতে থাকে।

ফিঞ্চের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ও। 'এখনো সময় আছে, জেন্ট্রি, পিস্তল ফেলে দাও।' কাঠের মেঝেয় একটা পিস্তল গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ পায় সে। তারপর শোনে লরেন্স বলছে, 'যাও, এবার হাজতে গিয়ে ঢোক!'

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল লোহার দরজা। লরেন্সের মুখ দেখতে পায় বেলি, ঝুঁকে আছে তার ওপর। কাউবয় ফিঞ্চকে দেখে। উদ্বিগ্ন-ভাবে লরেন্স বলল :

'ফিঞ্চ, জলদি ডেকে নিয়ে এস স্যালিকে। ওর আঘাতটা মারাত্মক মনে হচ্ছে।'

ওদিকে হাজতে, জেন্ট্রি চিৎকার জুড়েছে, 'লরেন্স! জিম! বেরোতে দাও আমাকে। বেলি চোট পেয়েছে। জিম, আমাকে বেরোতে দাও!'

লরেন্স গর্জে ওঠে, 'চুপ করে থাক, জেন্টি। একদম চুপ। ফিঞ্চ সালিকে ডাকতে গেছে।' বেলির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সে। 'আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ, মিসেস জেন্টি?'

মাথা ঝাঁকাতে চেষ্টা করে বেলি। শেরিফ বলে, 'আমি তোমাকে তুলে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি। একটু ব্যথা লাগবে হয়ত, তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

চোখ বোজে বেলি। টের পায় শেরিফ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। মুহূর্তে প্রচণ্ড ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে তার শরীরে। একটা চিৎকার শুনতে পায় সে। মনে হয় আওয়াজটা বুঝি অন্য কোথাও থেকে আসছে, যদিও বেলি জানে তা অসম্ভব।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, আবার চিৎকার জুড়ল ওর স্বামী। অফিসের কাউচে বেলিকে সাবধানে নামিয়ে রাখে লরেন্স। তারপর সোজা হয়ে ধমকে ওঠে, 'তুমি চুপ কর, জেন্টি।'

'জিম! তোমার আল্লার দোহাই, ওর কাছে যেতে দাও আমাকে। ওর এই অবস্থার জন্যে আমি দায়ী। আমিই গুলি করেছি। তবে সত্যি বলছি ওটা দুর্ঘটনা ছিল।'

'বটেই তো। তুমি আসলে নিকোলো ফিঞ্চকে গুলি করতে চেয়েছিলে।'

'কারোকে গুলি করতে চাইনি। আমার দায়িত্ব ছিল স্টেজ এসে চলে না যাওয়া অবধি তোমাকে এখানে আটকে রাখা।'

'কেন?'

জবাব দেয় না জেন্টি। মুহূর্তের নীরবতা, তারপর মিনতি করে জেন্টি, 'জিম, প্লিজ! বেলির এ-অবস্থায় তুমি আমাকে আটকে রাখতে পার না। আমি পালাব না। তুমি জান আমি তা।'

'জানি। কিন্তু যতক্ষণ না তোমাদের মতলব খুলে বলছ আমাকে, ওখানেই তোমাকে পচতে হবে।'

'জিম, তোমার আল্লার…'

লরেন্স কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করে না।

আধ মিনিট পেরিয়ে যায়। শেষমেষ জেন্ট্রি বলে চেঁচিয়ে, 'ঠিক আছে, বলছি। রিকার গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবে ওসমানের সঙ্গে। ওসমান যদি পিস্তল বার করতে নেয়, রাস্তার ওপাশ থেকে ওকে শুইয়ে দেবে মারফি।'

'ব্যস?'

'হ্যাঁ। কসম। এবার আমাকে আসতে দাও বেলির কাছে।'

ওর কণ্ঠস্বরে যন্ত্রণা এত স্পষ্ট ধরা পড়ে যে বেলি জেন্ট্রির পাণ্ডুর ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির ছোঁয়া লাগে। সহসা নিজের ঠাণ্ডা শরীরটাকে তার গরম বোধ হয়। তালায় চাবি ঘোরাবার আওয়াজ পায় সে, শোনে ঘটাং করে খুলে গেল লোহার দরজা। পায়ের আওয়াজ পায় বেলি, তারপর পাশে স্বামীর উপস্থিতি টের পায়। শরীরে তার গরম নিশ্বাস এসে পড়ে। বেলি টের পায় জেন্ট্রি কাঁদছে। ধরা গলায় সে বলল, 'বেলি, বিশ্বাস কর, আমি চাইনি এমনটা।'

নিজের ঠোঁট ভেজায় বেলি, কথা বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু জোর পায় না। স্বামীর হাতটা আঁকড়ে ধরে সে। এখানে ওকে সে আটকে রাখবে। হোটেল বারান্দার সামনে প্রলয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তাহলেই আর ওরিন ওসমানের মৃত্যুতে কোন হাত থাকবে না হ্যারিসের।

মাথা ঘুরতে শুরু করে ওর। চোখের সামনে ঘরটাকে ওলটপালট হতে দেখে সে। তার মনে হয় সে তলিয়ে যাচ্ছে, নিচে, নিচে…

অন্ধকার হয়ে যায় গোটা পৃথিবী। কিন্তু বেলির হাত ঠিকই শক্ত করে ধরে রাখে স্বামীকে।

জেলখানার দিক থেকে পিস্তলের গর্জন শুনতে পায় সালি। আপনা-আপনি তার মাথা ঘুরে যায় সেদিকে, দেখে ফুটপাতের ওপর লুটিয়ে পড়ছে বেলি জেন্টি।

ঘাড় ফিরিয়ে এগিয়ে-আসা কোচের দিকে তাকায় ও। তারপর ওর চোখ ঘুরে বাবার মুখে নিবদ্ধ হয়।

লরেন্স বেরিয়ে এল জেলখানা থেকে। ফিঞ্চকে কিছু বলল সে, কাউবয় হনহন করে তার দিকেই আসছে, সালি দেখে। হাঁটু গেড়ে বসল শেরিফ, বেলিকে তুলে ভেতরে নিয়ে গেল।

সালি লক্ষ্য করে ফিঞ্চ দৌড়ে রাস্তা পেরোচ্ছে। ওর কাছেই আসছে লোকটা। কেউ আহত হলে তার কাছেই ওরা আসে সব-সময়।

শেষ যেখানে দেখেছিল ওরিন ওসমানকে সেই জানালার দিকে ঘাড় ফেরায় ও। এখন আর দেখা যাচ্ছে না তাকে।

কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সালি। গোলমাল যখন শুরু হবে এখানে থাকবে না সে। লোকটাকে সাহায্য করতে পারবে না কোন-ভাবে। স্টেজ চলে যাবার পরেও অনেক, অনেকক্ষণ তাকে মিসেস জেন্টির শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকতে হবে···

ক্ষণিকের জন্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার মন। যাবে না সে, সালি ভাবে। অন্য কেউ সাহায্য করুক বেলিকে। ওদের কোন অধিকার নেই তার কাছে সাহায্য চাইবার, তাকে স্যাগুয়েরোতে আটকে রাখবার।

ফিঞ্চ এখন কাছে এসে পড়েছে। এবার সে ডাকল, 'মিস ভার্গাস। শেরিফ তোমাকে এক্ষুণি জেলখানায় যেতে বলল। মিসেস জেন্ট্রির গুলি লেগেছে।'

আর একটিবার বাবার দিকে তাকায় সালি। তাঁর চেহারায় দ্বিধা। একদিকে তিনি খুশি কারণ শহর ছাড়তে হচ্ছে না ওদের, আবার হতাশও কেননা যাওয়া না হলে তাঁর এত প্রযত্নের সাহস সঞ্চয় ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সালি বলে, 'তুমি এখানেই অপেক্ষা কর, বাবা। স্টেজ ছাড়বার আগে কারোকে দিয়ে আমাকে একটা খবর পাঠিয়ো।'

নীরবে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। সালি দেখে ওরিন ওসমান বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে, চোখ কুঁচকে আছে রৌদ্রের তাপে। গতরাতে রিকারের সঙ্গে মারামারির ফলে ওর মুখ এখনো ফোলা, ক্ষতবিক্ষত। তবে আজ তার কাছে পিস্তল রয়েছে এবং সেটা ঝোলাবার কায়দা থেকে সালি বোঝে লোকটা এর ব্যবহার জানে।

ফিঞ্চ পৌঁছে যায় ওর কাছে। কিছুক্ষণ আগে-বলা কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করতে নেয় সে, কিন্তু সালি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'আমি আসছি এক্ষুণি।'

সম্ভবত ওর মুখে উৎকণ্ঠা দেখে থাকবে ফিঞ্চ। কিংবা দেখে থাকবে কীভাবে সে তাকিয়েছিল ওরিনের দিকে। কাউবয় বলল, মৃদু অথচ অভয়ের সুরে, 'শেরিফ আসছে, ম্যাম। রিকারের মতলব সে জানে।'

মাথা ঝাঁকায় সালি। এখানে যত দেরি করবে সে, বেলি জেন্ট্রির বাঁচার আশা তত কমে যাবে। অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়ায় সালি এবং জেলখানা অভিমুখে ছুটে যায়।

আঠার

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে হাঁপ ধরে যায় এড ব্যাটারটনের। ল্যাণ্ডিংয়ে একটুক্ষণ থামে সে, নিচের রাস্তার দিকে চোখ ফেরায়। হোটেলটা যেন রৌদ্রে ঝিমোচ্ছে। পাশের পোস্ট অফিসটাও তেমনি তন্দ্রালু।

ছুটো চেহারাই ভ্রান্তিকর। আর কয়েক মিনিটের ভেতর নরক ভেঙে পড়তে যাচ্ছে ওখানে। খোদার শোকর, সে এখানে থাকছে। গোলমালে তাকে জড়াতে হবে না।

বেল্টে-গোঁজা পিস্তলটা স্পর্শ করে পোস্টমাস্টারের হাড্ডিসার নীল শিরা-ওঠা হাত। দরজা খুলে সে জেন্ট্রি আর জাজের অফিসে যাবার করিডরে প্রবেশ করে। ক্ষীণ একটা চিৎকার শুনে মুখ বার করে পাহাড়ের দিকে তাকায় ব্যাটারটন। স্টেজ আসছে।

দরজাটা বন্ধ করে সে, করিডরের ভেতর তাকায়। পিস্তল বার করে হ্যামারটা টেনে দেয় পেছনে। জেন্ট্রি তাকে বলে দিয়েছে রাস্তার ঝামেলা না মেটা অবধি জাজকে এখানে আটকে রাখতে। জেন্ট্রির ধারণা জাজ বাধা দিতে পারেন ওদের কাজে।

নিঃশব্দে জাজের অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ব্যাটারটন। কাঁপতে শুরু করে তার হাত, সে অসুস্থ বোধ করে।

অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে আচমকা দরজাটা খুলে ফেলে সে। চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন জাজ। ব্যাটারটন ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠে চেয়ারসুদ্ধ ঘুরে এদিকে ফিরলেন তিনি, পোস্টমাস্টারের হাতের পিস্তলটার পানে তাকালেন ফ্যালফ্যাল করে।

অস্বাভাবিক রকমের চিঁহি করে ওঠে ব্যাটারটনের কণ্ঠস্বর। সে বলে, 'বোকার মত কোন কাজ করবেন না, জাজ। চুপ করে বসে থাকুন।'

কেমারার চেয়ে থাকেন ওর দিকে। ব্যাটারটন তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়।

জাজ প্রশ্ন করেন: 'তোমাকে জেন্টি পাঠিয়েছে?'

'সেটা জেনে আমার কোন লাভ নেই। স্টেজটা না যাওয়া পর্যন্ত আপনি শুধু চুপ করে বসে থাকুন।'

'তুমি জান ওদের পরিকল্পনা?'

ব্যাটারটন মাথা ঝাঁকায়।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওকে দেখছিলেন জাজ। প্রশ্ন করেন তিনি, 'তুমি জান হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে বিচারে তোমারও সাজা হতে পারে?'

'প্রমাণ করতে পারবেন না।'

মাথা ঝাঁকান কেমারার। 'তা হয়ত পারব না। কিন্তু তুমি তো সত্যটা জান, এড। এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেটা ভুলতে পারবে না।'

'একদম চুপ, জাজ। আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি। এখন আর ফেরা সম্ভব নয়।'

ম্লান হেসে মাথা ঝাঁকান কেমারার। 'হ্যাঁ, তোমার কথাই বোধহয় ঠিক।' এড ব্যাটারটনের কম্পিত হাতের পিস্তলটার দিকে তাকান তিনি।

হোটেলের উলটো দিকে, বন্দুকের দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে ফ্র্যাংক মারফি লক্ষ্য করে রিভার স্ট্রিটে ঢুকছে স্টেজ।

রাস্তার ওপাশে অপেক্ষমাণ রিকারকে দেখতে পায় সে। অন্যদেরও চোখে পড়ে।

রাইফেলহাতে, দোকানের ভেতর পিছিয়ে যায় সে। কাউন্টারের পেছনে গিয়ে বসে হাঁটু গেড়ে, রাইফেলটা নামিয়ে রাখে কাউন্টারের ওপর।

সাইটে সযত্নে ওসমানের বুক নিশানা করে গানস্মিথ। একচুল বাঁয়ে সরায় নিশানাটা যেখানে সে লোকটার হৃৎপিণ্ড আছে বলে জানে। মারফি তার ধৈর্যের সুতোয় একটু ঢিলে দেয়, ওর হাত কাঁপে সামান্য, তবে লক্ষ্য নষ্ট করবে এতটা নয়।

এখন অদ্ভুত এক উত্তেজনা বোধ করে সে। কিছুক্ষণ আগে জেলখানার ওদিকে গুলির আওয়াজ সে পেয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা কী তা জানবার প্রয়োজন বোধ করেনি। ফিঙ্ককে সালির খোঁজে আসতে এবং ওদের দুজনকে একসঙ্গে চলে যেতে দেখে বুঝেছে গানস্মিথ কেউ একজন গুলি খেয়েছে, কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি বিশেষ। তার বা রিকারের পরিকল্পনায় কোন হেরফের হবে না এতে। রাস্তার ওপাশে এখনো অপেক্ষা করছে রিকার। এবং ওসমানও আছে সেখানে।

এবার রিকারের বুকে রাইফেলের নিশানা করে মারফি। আপন-

মনে সে মৃদু হাসে। বন্দুক মানুষের মধ্যে ক্ষমতার একটা দম্ভ এনে দেয় যেমনটা আর কোনকিছুই পারে না। ঠিক এ-মুহূর্তে রিকারের প্রাণ তার মুঠোয়। সে এখন রিকারের সমান শক্তিশালী। না, রাইফেলহাতে তার ক্ষমতা এখন এমন যেখানে রিকার কস্মিনকালেও পৌঁছুতে পারবে না।

ওরিনের বুকে নিশানা সরায় গানস্মিথ। ওর চওড়া, স্বভাবসুলভ মসৃণ ভুরুদ্বয়ে ঈষৎ ভাঁজ জেগে ওঠে।

এবার সে লোরিনাকে স্মরণ করে। এবং তক্ষুণি মনে পড়ে যায় মেয়েটা তার চাহিদাকে কীভাবে বিদ্রূপ করেছিল। এর হেতু, মারফি ধারণা করে, লোরিনার চেয়ে সে ইঞ্চি তিনেক বেঁটে ছিল।

মেয়েটার মরার খবর পেয়ে খুশি হয়েছিল সে। আরো খুশি হয়েছিল মৃত্যুর কারণ জেনে। হত্যাকারীকে লোরিনা প্রত্যাখ্যান করেছিল। লোকটার কামনাকে উসকে দিয়ে, ওকে উপহাস করেছিল সে। ঠিক যেভাবে একদিন উপহাস করেছিল ফ্র্যাংককে।

শহরের অনেকে লোরিনাকে দেবী জানলেও, ওর আসল চেহারা তার চোখে ধরা পড়তে বেশিদিন লাগেনি। তাই ওর মৃত্যুতে সে খুশি হয়েছিল।

মারফি নিশ্চিত জানে না কেন সেই রাতে লিঞ্চ মবে শরিক হয়েছিল সে। লোরিনার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে তার কোন আক্রোশ ছিল না যেমনটা ছিল অন্য সবার। এখন তার মনে হয় তার যাবার কারণ এটা হতে পারে যে না গিয়ে সে অন্যদের থেকে আলাদা বলে চিহ্নিত হতে চায়নি।

আলাদা। ঈষৎ কুঞ্চিত হয় তার মুখ, চোখ দুটো ছোট হতে হতে সংকুচিত হয়ে যায়। সে ওদের থেকে আলাদা। কারণ তার চেহারা

কুৎসিত; বেঁটে কর্কশ হৃষ্টপুষ্ট। মাথাটা বেঢপ, শরীরের বাকি অংশের তুলনায় বড়। এমনকি বাজারে মেয়েরা পর্যন্ত তার ছায়া মাড়াতে চায় না। অথচ তার ভেতরেও অন্য সবার মত সেই একই কামনা-বাসনা রয়েছে।

এখন গান মাযলের ওপর দিয়ে ওরিন ওসমানের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মারফি উপলব্ধি করে ছমাস আগে কেন সে ওসমানের ভাইকে লিঞ্চ করার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল, এবং কাল রাতে ওরিনের বিরুদ্ধে মারফিকে, অথবা আজ রাইফেলহাতে এখানে তৈরি থাকতে রাজি হয়েছে। কেননা ওসমান লম্বা ঋজু একহারা—কেননা ওর মধ্যে সেইসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো মারফি নিজের মাঝে আশা করে কিন্তু এটাও জানে যে কোনদিনই সেটা সম্ভব হবে না। ওসমানরা সেই জাতের মানুষ, তিক্ততার সঙ্গে ভাবে গানস্মিথ, যারা সহজেই জয় করতে পারে নারীর মন।

এখন স্টেজ আসার শব্দ পায় মারফি, ড্রাইভারের চিৎকার আর ঘোড়ার খুরের টগবগ আওয়াজ শোনে।

দোকানের অন্ধকার থেকে অচঞ্চল হাতে ওরিন ওসমানের বুকে রাইফেল তাক করে সে।

জেলখানায় গুলির আওয়াজ পেয়েই দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওয়েলস। লরেন্সকে বাইরে এসে একজন মহিলার নিস্পন্দ দেহকে কোলে করে ভেতরে নিয়ে যেতে দেখল সে। মহিলাকে তার বেলি জেন্ট্রি বলে মনে হল।

রাগতভাবে ভ্রূকুটি করে ওয়েলস। শেরিফকে আটকে রাখতে ওখানে গেছে জেন্ট্রি।

হোটেলের সামনে-দাঁড়ান লোকগুলোর উদ্দেশে নজর ফেরায় সে। নিকোলো ফিঞ্চ জেলখানা থেকে দৌড়ে এসে সালিকে ডেকে নিয়ে গেল।

পোস্ট অফিসের সামনে অপেক্ষমাণ রিকারের দিকে তাকায় দোকানি। স্টেজ এখন আসছে; প্রায় পৌঁছে গেছে শহরে।

রিকার তার দায়িত্ব পালন করবে। মারফি তার-টা। লরেন্স বাধা না দিলে সবকিছু মিটে যাবে ভালয় ভালয়। কিন্তু এখন আর এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না সে। লরেন্স বাইরে এসে জেলখানার ভেতরে নিয়ে গেছে বেলিকে। এর অর্থ হয় জেন্টি মারা গেছে, নয়ত তাকে বন্দী করা হয়েছে। নইলে সে-ই এগিয়ে আসত বেলির সেবায়।

দোকানের ভেতর ফিরে যায় ওয়েলস। তড়িঘড়ি পেছনের একটা শেলফ থেকে নিজের শটগানটা তুলে নেয়। সর্বদা গুলি ভরা থাকে ওটায়, তবু নিশ্চিত হবার জন্যে এখন আর একবার পরখ করে ওয়েলস।

শটগানহাতে রাস্তায় বেরোলে লোকের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হবে। কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায় নেই। একমাত্র শটগানই লরেন্সের মনে পর্বতপ্রমাণ ঈশ্বরভীতি জাগাতে পারে। পিস্তলকে সে তোয়াক্কাই করবে না।

দোকানের বাইরে আবার যখন পা রাখল ওয়েলস, স্টেজ তখন আর একশ গজ দূরেও নেই। ওয়েলসের হাতে বন্দুক দেখে চুন হয়ে গেল ড্রাইভারের মুখ, সবিস্ময়ে দোকানির দিকে তাকাল সে।

ওয়েলস হাত নেড়ে, একগাল হেসে, অভয় দেয় ড্রাইভারকে। রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে স্টেজটা তার সামনে দিয়ে

বেরিয়ে যাবার।

রাস্তার ওপাশে পৌঁছে রাশ টানে ড্রাইভার, ধুলোর মেঘে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। ওয়েলস কাশতে শুরু করে।

মুহূর্তের জন্যে ধুলোর আড়ালে হারিয়ে যায় সবকিছু। ঘাড় ফিরিয়ে জেলখানার দিকে তাকায় ওয়েলস। ওখানে কারোকে দেখতে পায় না সে, কেবল হ্যারি জেবকে চোখে পড়ে, ফার্নিচারের দোকান থেকে গলা বার করে উঁকি দিচ্ছে। হ্যারির মুখ মড়ার মত ফ্যাকাসে। সাঁৎ করে ভেতরে মাথাটা টেনে নিল সে।

জেলখানার দিকে নজর রেখে, রাস্তার পাশে পা ফাঁক করে বন্দুক-হাতে দাঁড়ায় ওয়েলস। ভাবে এই শহরের মাত্র গুটিকতক লোকের যা একটু দায়িত্ববোধ আছে। জেন্ট্রির। তার নিজের। এবং রিকার আর মারফির। অন্যরা হয় ভীষণ ভিতু, নয়ত হুট করে আর্জ তাদের কারো কারো নীতিবোধ টনটনে হয়ে উঠেছে যেটা ছমাস আগেও ছিল না।

ধুলো থিতিয়ে আসে। রিকার, যে এতক্ষণ পোস্ট অফিসের সামনে ছিল, এখন হোটেলের দিকে এগোয়। স্টেজের ঘোড়াগুলো, পাহাড়ি পথ ভাঙার ক্লান্তিতে জিভ বার করে হাঁপায়।

রিকারের মুখের দিকে তাকায় ওয়েলস। লোকটার চোখজোড়া সরু হয়ে গেছে, জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁটের একটা কোণ বেঁকে রয়েছে কুৎসিতভাবে। কাঁধ দুটো সামনের দিকে কুঁজো। কামারকে দেখে চকিতে ওয়েলসের চোখে খ্যাপা ষাঁড়ের আক্রমণের ভঙ্গি ভেসে ওঠে।

ওরিন ওসমানকে ব্যাগহাতে বারান্দা থেকে নামতে দেখে সে। কোচের দিকে এগোচ্ছে ওসমান।

আড়চোখে, রাস্তার ওপাশে মারফির দোকানটা একবার দেখে নেয় ওয়েলস। রিকার যদি তাড়াহুড়ো না করে, ওসমান কোচের আড়ালে চলে যাবে। মারফি গুলি করতে পারবে না তাকে।

রিকার দৌড়ুতে শুরু করল। ওয়েলসের দৃষ্টিপথ থেকে কোচের পেছনে হারিয়ে গেল সে।

ধুলো এখন আরেকটু থিতিয়ে এসেছে। ফার্নিচারের দোকানের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায় ওয়েলস। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে শটগানটা ধরে থাকে হাতে।

আর মিনিট কয়েকের ভেতর শেষ হয়ে যাবে সবকিছু, ভাবে সে। ওসমান মরবে। লরেন্স কিছুই করতে পারবে না কারণ সবাই সাক্ষ্য দেবে একজন নিরস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে পিস্তল বার করতে গিয়ে নিহত হয়েছে ওসমান।

তবে ওই অল্প কয়েকটা মুহূর্তই জ্বলজ্বলে হয়ে থাকবে ওয়েলসের অভিজ্ঞতায়। যতদিন সে বাঁচবে, আজকের দিনটাকে ভুলতে পারবে না।

উনিশ

স্টেজ লাইন অফিসের দোরগোড়ায় কোচ থামছে এই সময়ে শেরিফ বেরিয়ে এল তার দফতর থেকে। ফার্নিচার স্টোরের সামনে অ্যাংগাস

ওয়েলসকে দেখতে পেল লরেন্স। দোকানির হাতের শটগানটা তার চোখে পড়ল। বারান্দা থেকে নেমে ওরিন ওসমানকে কোচের দিকে এগোতে দেখল সে। রিকারকে কোথাও দেখতে না পেয়ে লরেন্স ধরে নিল কামার নিশ্চয় কোচের পেছনে রয়েছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে কোনাকুনিভাবে রাস্তার ওপাশে এগোল শেরিফ। এবার তার চোখে পড়ল কোচের পেছন থেকে বেরিয়ে ওরিনের দিকে এগোচ্ছে রিকার।

ছুটতে শুরু করে লরেন্স। সর্বনাশ! দেরি হয়ে গেছে তার। খুব বেশি না। বড়জোর সেকেণ্ড দুয়েক। কিন্তু ওটুকুই যথেষ্ট। সে কিছু করতে পারার আগেই খুন হয়ে যাবে ওরিন ওসমান। তার হাতের শটগানটা স্বল্প পাল্লার। এসময়ে একটা রাইফেল প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন আর সেটা আনতে যাবার সময় নেই।

ফার্নিচার স্টোরের দোতলায়, নিজের অফিসে বসে কেমারার তাকালেন পোস্টমাস্টার আর তার হাতের পিস্তলটার দিকে। জাজের সামনে ডেস্কের ওপর একটা চিঠি পড়ে, খানিক আগেই যেটায় তিনি দস্তখত করেছেন। ডেস্ক ড্রয়ার খুলে খাম বার করার জন্যে হাত বাড়ালেন তিনি। ব্যাটারটন শক্ত হয়ে গেল লক্ষ্য করে বললেন, 'একটা খাম বার করব।'

খামটা নিয়ে ওপরে ও'নীল ওসমানের নাম আর ঠিকানা লিখলেন তিনি। তারপর চিঠিখানা ভরে খামের মুখ বন্ধ করে ওপরে নিজের সীলমোহর সমেত গালা লাগিয়ে দিলেন।

ব্যাটারটন জানতে চায়, 'কার চিঠি?'

কেমারার পলক তোলেন ওর দিকে। 'ওসমানের ভাইয়ের। আমি

নিজেই যাচ্ছি পোস্ট করতে। আমাকে যদি তোমার থামাতেই হয়, নিজের সাহসের সলতেটা তুমি একটু বাড়িয়ে নাও, কারণ গুলি না করে আমাকে আটকাতে পারবে না।' একটুক্ষণ ব্যাটারটনকে জরিপ করেন তিনি, তারপর উঠে দাঁড়ান। মেঝের একপাশে অবহেলায় পড়ে-থাকা ডেরিঞ্জারটা তাঁর চোখে পড়ে। কিন্তু সেদিকে কোন নজর দেন না জাজ। ব্যাটারটনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার ইচ্ছে তাঁর নেই। পোস্টমাস্টার হয় তাঁকে গুলি করবে নয়ত যেতে দেবে। ডেরিঞ্জারটা উদ্ধার করতে গিয়ে ওকে তিনি গুলি করবার একটা ছুতো পেতে দিচ্ছেন না।

সরাসরি ব্যাটারটনের চোখে তাকান জাজ। বলেন, 'এড, তোমাকে তো আমি অনেকদিন হল চিনি, নাকি?'

'তার সাথে এর কী সম্পর্ক?'

কাঁধ ঝাঁকান কেমারার। 'হয়ত কিছুই না। তবে আমার ধারণা তোমাকে আমি খুব ভালভাবে জানি। ঠাণ্ডা মাথায় তুমি কারোকে গুলি করতে পার, আমার বিশ্বাস হয় না এটা।' একটু থামেন তিনি, তারপর যোগ করেন, 'আমি বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। নিচে গিয়ে স্টেজ ড্রাইভারকে এই চিঠিটা দেব। আমাকে যদি থামাতেই চাও, এখনই তার সময়, এড।'

ইচ্ছেকৃতভাবে, পেছন ফেরেন কেমারার। ধীর পায়ে দরজায় যান। নবে হাত রেখে থামেন একটু, অপেক্ষা করেন। তারপর দরজা খুলে পা রাখেন বাইরে।

পেছনে ব্যাটারটনের নিশ্বাসের ফোঁসফোঁস ছাড়া আর কোন শব্দ পান না জাজ। পেছনে তাকাবার ইচ্ছেটা জোর করে দমন করেন তিনি, কেননা তাতে করে অযথা ব্যাটারটনকে গুলি করবার সুযোগ

দেখা হবে।

করিডর ধরে এগোন জাজ, দৌড়ুতে ইচ্ছে হয় তাঁর, কিন্তু লোভ সংবরণ করে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকেন।

বাইরে ঘোড়ার খুরের টগবগ আওয়াজ, ড্রাইভারের চিৎকার আর হার্নেসের ঝমঝম শব্দ পান জাজ। সিঁড়ি দরজাটা তিনি আস্তে করে খোলেন।

উত্তেজনাটা এবার আর দমাতে না পেরে, অকস্মাৎ পেছনে তাকান তিনি। ব্যাটারটন তাঁর অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে, পিস্তল উঁচু করছে। গুলি করতে যাচ্ছে লোকটা।

একপাশে সরে যাবার প্রয়াস পান কেমারার, যদিও বোঝেন দেরি হয়ে গেছে। আগুনের ঝলক দেখেন তিনি, মাযলের ডগায় বারুদের ধোঁয়া বেরোয়, পরক্ষণে নিজের ঊরুতে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করেন।

হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন কেমারার, কাঠের রেইলের ওপর আছড়ে পড়েন, এবং রেইল ভেঙে গা ভাসালেন শূন্যে—নীরবে, অসহায়ের মত হাত-পা ছড়িয়ে।

চিত হয়ে রাস্তায় পড়লেন কেমারার। তাঁর ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল হুস করে। ওখানেই পড়ে থাকেন তিনি, রক্তাক্ত দেহে, অনুভব করেন নিশ্চিত মরতে চলেছেন।

চিঠিখানা, সিঁড়ির মাথায় যেটা তাঁর হাতছাড়া হয়েছিল, হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে অ্যাংগাস ওয়েলসের পায়ের কাছে এসে পড়ে। উবু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নেয় সে। খামের ওপরে-লেখা নামঠিকানাটা দেখে নিয়ে ওটা রেখে দেয় নিজের পকেটে।

সিঁড়ির মাথায় আবির্ভূত হয় ব্যাটারটন, পিস্তলটা এখনো তার

হাতে। ল্যাণ্ডিংয়ের কিনারে এসে ঝুঁকে জাজের নিস্পন্দ রক্তাপ্লুত দেহটা দেখে সে, সভয়ে দুহাতে নিজের মুখ ঢাকে।

সহসা হাতের পিস্তলটার কথা খেয়াল হয় তার। ফ্যালফ্যাল করে ওটার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থাকে পোস্টমাস্টার। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘাড় ফিরিয়ে স্টেজকোচটা দেখে।

দোরগোড়ায় পিছিয়ে যায় ব্যাটারটন। পিস্তল উঁচু করে মাযল ঠেসে ধরে নিজের মাথায়। বুড়ো আঙুলের সাহায্যে হ্যামার পেছনে টেনে তর্জনী দিয়ে ট্রিগারটা টিপে দেয়।

গুলির আওয়াজে ওপর পানে তাকায় ওয়েলস কিন্তু দেখতে পায় না কিছু। দরজার ভেতরে অর্ধেক বাইরে অর্ধেক শরীর দিয়ে পড়ে থাকে ব্যাটারটন, মেয়রের চোখের আড়ালে। তার চূর্ণবিচূর্ণ খুলির আশেপাশে রক্তের ছোটখাট একটা পুকুর সৃষ্টি হতে থাকে আস্তে আস্তে।

স্টেজকোচ থামতেই, রাস্তার ওপাশে গুলির আওয়াজ শোনে ওরিন ওসমান। আগেরটার শব্দ চলন্ত স্টেজের আওয়াজের নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। এবং ঠিক একই সময়ে রিকারের চিৎকার কানে আসে তার, 'ওসমান, বেজন্মা, তোকে আমি চলে যেতে বলেছিলাম।'

রিকারকে আগেই চোখে পড়েছিল তার, বুঝেছিল এখানে কী চায় লোকটা। এবার ঘুরে লোকটার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি দেয় সে।

রিকার নিরস্ত্র, সবার চোখের সামনে, ভাবে সে, খালিহাতে লোকটা তাকে হত্যা করতে চাইছে। কিন্তু ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হওয়ায় ওরিনের কপালে ছোট্ট কুঞ্চন সৃষ্টি হয়। নিশ্চয় এর গভীরে জটিল কোন চক্রান্ত লুকিয়ে আছে।

রাস্তার অপর পাশের সিঁড়িটার দিকে নজর ফেরায় ওরিন, দরজার ভেতরে-বাইরে পড়ে-থাকা লাশটা দেখতে পায়।

সিঁড়ির গোড়ায় ওয়েলস দাঁড়িয়ে। তার ওপাশে আরেকটা লাশ, কিন্তু ওটা কার সে ঠাহর পায় না। ঘাড় ফিরিয়ে ওরিন এবার রিকারকে এগিয়ে আসতে লক্ষ্য করে। তিক্ত একটা হাসি জেগে ওঠে ওর ঠোঁটের কোণে। এরই মধ্যে আহত কিংবা নিহত হয়েছে শহরের তিনজন লোক।

হয়ত তাকেও খুন করবে ওরা। কিন্তু তার মাশুল ওরাও গুনছে।

রিকার এখন কাছে এসে পড়েছে, ষোল-সতের কদম দূরে রয়েছে। তীক্ষ্ণ স্বরে আদেশ করে ওরিন:

'থাম, রিকার। নইলে আমি আমার পিস্তল ব্যবহার করব!'

কেমারারের দৈত্যকায় শরীরের দিকে তাকিয়ে ওরিন এখন আবার তার পাঁজরে বুকে আর পেটে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করে। ওর হুমকি রিকারকে বিচলিত করে না একটুও। কামার বুনো ষাঁড়ের মত তবু এগিয়ে আসে, তবে এখন ওর চেহারায় ঈষৎ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। পরিবর্তনটা কিসের ভাবতে ভাবতে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ায় ওরিন। রিকারের ওই অভিব্যক্তি বিজয়ের। ঠিক। ওরিনের পিস্তল ব্যবহার করবার হুমকি রিকারের কুৎসিত মুখে একটা বুনো উল্লাস জাগিয়ে তুলেছে।

হঠাৎ করে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারে সে। রিকারের সঙ্গে অস্ত্র নেই। কামার জানে খালিহাতে ওর সঙ্গে আর একবার লড়বার ঝুঁকি ওরিন নেবে না। পিস্তল বার করবে সে।

কেউ একজন ওত পেতে রয়েছে—কাছেপিঠে কোথাও—ওরিনের বুক বরাবর বন্দুক তাক করে।

পিস্তল স্পর্শ করে ওর হাত। একই সঙ্গে মরিয়াভাবে লাফিয়ে সামনে এগোয় ও।

ওরিন অনুভব করে বুলেটের ধাক্কায় তার শার্টে টান পড়ল। রৌদ্র-দগ্ধ রাস্তায় রাইফেলের তীক্ষ্ণ গর্জন শুনতে পায় সে। সম্ভবত বাফেলো গান, অনুমান করে ওরিন।

গুলির আওয়াজে ভয়ে জমে গেছে কোচযাত্রীরা, কিন্তু ঘোড়াগুলো চিঁহি রব করে সামনের দুপা তুলে লাফঝাঁপ শুরু করেছে।

ইতিমধ্যে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে ওরিনের হাতে। রিকারের দিকে আরেক কদম এগোয় সে। বুঝতে পারেনি এখনো, কোত্থেকে হয়েছে গুলিটা। থমকে দাঁড়িয়ে রিকার ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে ওর দিকে, লক্ষ্য করে ওরিন। ওর চোখের উল্লাস মুছে গেছে। হতবিহ্বল দেখাচ্ছে লোকটাকে, যেন বুঝতে পারছে না এরকম অপ্রত্যাশিত অবস্থায় কী করা উচিত তার। এতক্ষণে ওরিনের লাশ পড়ে যাবার কথা ছিল, অথচ তা হয়নি। বহাল-তবিয়তে বেঁচে রয়েছে মানুষটা।

হোটেল বারান্দা থেকে পিস্তল গর্জে উঠল একটা, পরপর দুবার। ফিঞ্চ চোখ বরাবর পিস্তল তুলে কোনাকুনিভাবে রাস্তার ওপাশে একটা কিছুর দিকে নিশানা করছে।

আচমকা ঘুরে দাঁড়ায় রিকার, পালাতে শুরু করে। ঝটিতি রাস্তার উলটো দিকে ঘাড় ফেরায় ওরিন।

মারফি তার দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, একটা রাইফেল হাতে। কবাটে হেলান দিয়ে রয়েছে সে, তবে ওরিনকে দেখছে না। আসলে কারোকেই দেখছিল না গানস্মিথ। তার দৃষ্টি ফাঁকা।

ওরিন লক্ষ্য করে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে গানস্মিথের হাঁটু, ওর একটা পা আটকে গেল আরেকটা কবাটের গায়ে, রাইফেলটা সামনে থেকে

খুঁটির মত উঁচু করে রাখল পতনোন্মুখ দেহটাকে।

তবে লোকটা মারা গেছে। ওর মাথা সম্পূর্ণ ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে। 'চার,' মনে মনে গোনে ওরিন। এখন স্যাগুয়েরো শহরের চারজন আহত কিংবা নিহত হয়েছে, ছমাস আগে লিঞ্চ করার মাশুল গুনেছে চারজন।

ঘোড়াগুলোকে শান্ত করবার প্রয়াস পাচ্ছিল স্টেজ ড্রাইভার। বক্সে বসে লাগাম হাতে নিয়ে, সন্ত্রস্ত জানোয়ারগুলোর উদ্দেশে চেঁচিয়ে খিস্তি করতে থাকে সে। পাঁই করে ঘাড় ফেরায় রিকার, ড্রাইভারের শটগানটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদ্যুৎ গতিতে কোচের দিকে এগোয় সে।

ওরিন বোঝে তার সামনে এখন কেবল দুটো পথ খোলা রয়েছে। এ-অবস্থায় যদি রিকারকে গুলি করে, নিরস্ত্র একজন লোককে হত্যার দায়ে সে অভিযুক্ত হবে। রিকার ড্রাইভারের শটগান ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছিল এটা প্রমাণ করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে।

অথবা ধৈর্যধারণ করতে পারে সে। রিকার শটগানটা হাতে না নেয়া অবধি অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু এতে ঝুঁকি আছে। মৃত্যুর আগমুহূর্তে রিকার গুলি করতে পারবে না এটা বলা যায় না হলফ করে। এবং সেক্ষেত্রে এত কাছে থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না তার গুলি।

তবু অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্তটাই নেয় ওরিন।

কোচের কাছে পৌঁছুল রিকার। হুইল হাব-য়ে একটা পা তুলে দিল সে, উঁচু হয়ে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল শটগানটা, লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। ড্রাইভার চেঁচিয়ে বলল :

'আরে, আমার বন্দুক নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?'

শটগানের মাযল ওর দিকে ঘুরছে লক্ষ্য করে গুলি করল ওরিন।

পরক্ষণে চলতে শুরু করে সে, জানে দ্রুত একটা আড়াল নিতে না পারলে রিকারের বুলেট তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। রিকার আচমকা লাফিয়ে নেমে পড়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে ওর বুলেট।

রিকার গুলি করল। কোচের পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে ওরিন টের পায় সাঁই করে ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল বুলেট। শরীর মাটি স্পর্শ করতেই গড়িয়ে কোচের আরেক প্রান্তে সরে গেল সে।

বন্দুকে আরো একটা গুলি আছে, জানে ওরিন। রিকার তাকে বাগে পাবার আগেই লোকটাকে তার শেষ করতে হবে।

গড়াতে গড়াতে কোচের অপর দিকে পৌঁছে থামে সে, উঠে বসে তড়াক করে। দেখে জেলখানা থেকে লরেন্স ছুটে আসছে এদিকে। কোচের নিচ দিয়ে রিকারের পা দেখতে পায় সে, দৌড়ে স্টেজের সামনে চলে আসছে কামার।

রিকারের মুখোমুখি হবার জন্যে সনিষ্ঠায় অপেক্ষা করে ওরিন, বুড়ো আঙুলের সাহায্যে পিস্তলের হ্যামার পেছনে টেনে দেয়…

লিড হর্স দুটোর কাছে পৌঁছুল রিকার, পাশ কাটিয়ে চলে এল ফাঁকায়, শটগান কোমর-সমান উঁচুতে ধরা, নিশানা ওরিনের দিকে।

রাস্তার ওপারে শেরিফের হুঙ্কার শুনতে পায় ওরিন। 'রিকার! না…!' চোখের পলকে গুলি করল শেরিফ। পাখি শিকারের ছররা, ওরিন অনুমান করে। বুলেটটা ক্রুদ্ধ শিস কাটল বাতাসে, রিকারের কাঁধের খানিক মাংস খুবলে নিয়ে আঘাত করল একটা ঘোড়াকে এবং তার এক সেকেণ্ড পর কোচের গায়ে আছড়ে পড়ল। ফের লাফঝাঁপ আরম্ভ করল ঘোড়াগুলো। প্রাণপণে লাগাম টেনে ধরল ড্রাইভার, যাতে ওগুলো দিশাহারা হয়ে ছুটতে না পারে।

বুলেটের ধাক্কায়, আধপাক ঘুরে যায় রিকার। ওর বন্দুকের নিশানা

সামান্য সরে।

আর ঠিক এ-সুযোগটারই সদ্ব্যবহার করে ওরিন। নিমেষে গুলি করে সে। তারপর আরেকটা। ঘোর সামলে নিয়ে রিকার ট্রিগার টেপে এরপর, তবে কম্পিত হাতে।

আড়াআড়িভাবে রাস্তার ওপাশে ছুটে গেল বাকশট, ওয়েলস মার্কেণ্টাইলের জানালার কাচ ভেঙে গুড়িয়ে দিল। একটা সীসা কামড় বসাল ওরিনের পায়ে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল সেখানে।

তবে রিকার ঠিকই ঘায়েল হয়। পা ফাঁক করে, ঝোড়ো বাতাসে অতিকায় গাছের মত, দোলে সে। দোলে, সামনে-পেছনে, আর তার হাতের শূন্য শটগানটা নিরীহভাবে চেয়ে থাকে মাটির দিকে। মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টিতে অপেক্ষা করে ওরিন, কখন ধরাশায়ী হবে লোকটা।

রিকারের শার্টের বুক লাল হয়ে যায় আস্তে আস্তে। গলা দিয়ে রক্ত বেরোয় কলকল করে। কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে থাকে সে, যেন তার শেকড় এই ধুলিধূসর রাস্তার অনেক গভীরে নামান।

অবশেষে, একসময়, আছড়ে পড়ে কামার, কাটা গাছের মত দড়াম করে।

সব শেষ, ওরিন ভাবে। লরেন্স থমকে দাঁড়িয়েছে আচমকা, হাতে শটগানটা আছে এখনো। হঠাৎ, রাস্তার ওপাশে, আরেকজন লোক দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

লোকটা নিউকার্ক। তার হাতে রাইফেল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনিশ্চিতভাবে ডানে-বাঁয়ে তাকায় সে, এমনভাবে যেন গুলি করার জন্যে কোন লক্ষ্যবস্তু খুঁজছে।

ফার্নিচার স্টোরের সামনে ওয়েলসকে চোখে পড়ে তার। এবং সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলে নিশানা করে। চিৎকার করে ওঠে শেরিফ,

'নিউকার্ক!' কিন্তু কোন লাভ হয় না। গর্জে ওঠে রাইফেল, আর ওয়েলস হঠাৎ এভাবে বসে পড়ে যেন সে ভীষণ ক্লান্ত।

এবার রাস্তার এপাশে ঘুরে যায় রাইফেল, গর্জে ওঠে আবার। হোটেল বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল ব্রুকস, আচমকা দেয়ালের ওপর সে এভাবে ছিটকে পড়ে যে সবার মনে হয় অদৃশ্য আসুরিক কোন হাত ঘুসি মেরেছে তাকে।

লরেন্স আবার চেঁচিয়ে ওঠে। 'ফেলে দাও, জেক! গুলি করব আমি!'

রাইফেলের নলটা এবার লরেন্সের উদ্দেশে ঘোরায় নিউকার্ক, তার চোখ সম্পূর্ণ খ্যাপাটে। নিমেষে ট্রিগার টিপে দেয় লরেন্স।

নিউকার্কের বুকের ঠিক মাঝখানে আঘাত হানল বুলেটটা। একরকম উড়ে রাস্তার কিনারে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। আর স্টেজকোচের ড্রাইভার চিৎকার জুড়ল:

'থামাও! গুলি থামাও তোমরা! আজ হঠাৎ কী হয়েছে তোমাদের?'

শেরিফের অফিসের দরজায় বেরিয়ে আসে সালি। মুখ ছাই, স্টেজকোচের দিকে তাকায় সে, তবে পলকের জন্যে। তারপর হঠাৎ ছুটতে শুরু করে ও, স্কার্টের ঝুল সামান্য উঁচু করে যাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে না যায়।

ওর চোখ ওরিনের ওপর। জেলখানার বাইরে আসার পর থেকেই ওই অবস্থায় আছে সেগুলো। তবে সালির বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এত গোলাগুলির পরও বেঁচে রয়েছে ওরিন।

যখন আর দশ ফুট দূরে রয়েছে ওরিন, আচমকা থমকে দাঁড়ায় সালি। ওরিনের প্যান্টে রক্ত দেখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে

তাকায় সে, দুর্বলতা সন্ধান করে সেখানে। ওরিন কোনমতে হেসে বলে :

'আমি ঠিক আছি, সালি। ঠিক আছি।'

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে সালি, পাণ্ডুর চেহারায়, বেত-পাতার মত কাঁপে। কোন কান্না আসে না তার চোখে। কেবল জিজ্ঞেস করে, 'এখন কী ? এবার তুমি কী করবে ?'

হাসি মিলিয়ে যায়। ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশে নজর বোলায় ওরিন— রিকার নিউকার্ক ব্রুকস ওয়েলস আর ব্যাটারটনকে দেখে। স্যাগু-য়েরোর গ্লানি সাফ হয়ে গেছে, ভাবে ওরিন। তার জীবন বাঁচাতে শহরের অনেকেই ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। বেঁচে আছে সে, কিন্তু স্যাগুয়েরোর কয়েকজন অধিবাসীর বিবেক যদি জাগ্রত না হত, বাঁচতে পারত না।

আবার হাসি ফিরে আসে ওর মুখে, আর সেই স্মিত হাসি সালির আতঙ্ককে শান্ত করে। 'কী আবার ? বাড়ি ফিরে যাব।'

নীরবে মাথা ঝাঁকায় সালি, ওর চোখ হোটেলের বারান্দায়-দাঁড়ান সেভারোর দিকে।

ওরিন জিজ্ঞেস করে, 'আর তুমি ? তুমি কী করবে এখন ?'

'আলবুকার্কে চলে যাব,' উত্তর দেয় সালি। 'এখানে আর এক-মুহূর্ত থাকতে পারব না আমি।'

হঠাৎ একটা অস্বস্তি দেখা দেয় উভয়ের মাঝে। অনুভূতিটা ওরিনের জীবনে নতুন নয়। ড্রুসিলার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের এক পর্যায়ে ঠিক এরকম একটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল সে। অকস্মাৎ তার মনে হয় এই মেয়েটা তার জীবনে এলে মন্দ হয় না। সে বহু-দিন একা।

সালির মুখে রঙ ধরতে দেখে সে। ওব্রিন ভাবে, মেয়েটা যেখানেই থাক আমি খোঁজখবর রাখব। আমাদের মাঝে মজবুত একটা বাঁধন সৃষ্টি হয়েছে।

এবং এই প্রথম, সালির মুখেও হাসি ফোটে। দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে সে বলে, 'হোটেলে চল, আমি তোমার পা-টা দেখব।'

ওর কাঁধে ভর দিয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে, হোটেলের বারান্দায় ওঠে ওব্রিন, লবিতে ঢুকে যায়। সহসা সে উপলব্ধি করে সেই অমঙ্গলের অনুভূতিটা এখন দূর হয়ে গেছে স্যাগুয়েরো থেকে। ভরদুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রৌদ্রে এখন এটাকে আর দশটা ঝিমিয়ে-পড়া সীমান্ত শহরের মতই লাগছে।